Year 11 | Issue 10
22 - 28 MARCH 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১০
০৭ চৈত্র ১৪৩০
১১ রমজান ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Delicious Healthy
Turkish Food
RÜYAM
TURKISH RESTAURANT
230 Commercial Rd London E1 2NB
T: 020 7780 9733 M: 07393 611 444
*T & C apply

স্কীল্ড ওয়ার্কারদের জন্য সুখবর

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ২০ ঘণ্টা কাজের সুযোগ

SKILLED
WORKER VISA

দেশ রিপোর্ট, ২২ মার্চ ২০২৪ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ওয়ার্ক-পারমিট ভিসায় যুক্তরাজ্যে আসা স্কীলড ওয়ার্কারদের জন্য সুখবর দিয়েছে সরকার। তারা নিজেদের ওয়ার্ক-পারমিটদাতা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত ঘণ্টা কাজ করার পাশাপাশি অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানে অথবা নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাড়তি আরো ২০ ঘণ্টা (অভার টাইম) কাজ করতে পারবেন। আগামী ৪ এপ্রিল থেকে এই নতুন আইন কার্যকর হবে।

যুক্তরাজ্য সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট গভডট.ইউকেতে চলতি সপ্তাহে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে ওয়ার্ক পারমিটধারীদের ২০ ঘণ্টা বাড়তি কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তবে তা সুনির্দিষ্ট খাতে। অর্থাৎ কেউ যদি বৃটেনে রেস্টুরেন্টের শেফ হিসেবে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসেন তাহলে অন্য যেকোনো রেস্টুরেন্টে শেফ হিসেবে কাজ করতে পারবেন। কেউ যদি কোনো কোম্পানীতে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে ওয়ার্ক-পারমিট নিয়ে আসেন তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহের নির্ধারিত (৩৫ অথবা ৪০ঘণ্টা) ঘণ্টা কাজ করার পর অনুরূপ যেকোনো গ্রাফিক ডিজাইনার প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ২০ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন।

কিন্তু ৪ এপ্রিল থেকে সরকার কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এখন কাজের ক্ষেত্রে আর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

৫৪তম মহান স্বাধীনতা দিবস মঙ্গলবার

দেশ রিপোর্ট, ২২ মার্চ ২০২৪ : বাংলাদেশের ৫৪তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপিত হবে আগামী ২৬ মার্চ মঙ্গলবার। দিনটি বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবের দিন, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন। দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মাঝে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিরা দিবসটি উদযাপন করবেন।

১৯৭১ সালের এই দিনে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু মাতৃভূমিকে মুক্ত করার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি শত্রুসেনাদের বিতাড়িত করতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘ইহাই হয়তো আমাদের শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন।’এরপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, ধ্বংস ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ে ৩০ লাখ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

লন্ডন-সিলেট রুট

বিমানে সীট খালি কেন?

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ : ঢাকা-লন্ডন রুট লাভজনক হলেও এই মুহূর্তে লন্ডন থেকে ফ্লাইটগুলো খালি আসছে--- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ব্রিটেনে আসছে উড়ন্ত ট্যাক্সি

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ: অবশেষে কল্পিত জগতের কাহিনী বা সায়েন্স ফিকশনই সত্যি হতে চলেছে বৃটেনে। দুই বছরের মধ্যে বৃটেনের আকাশে দেখা যাবে উড়ন্ত ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সি রাস্তা দিয়ে না চলে যাত্রীদের নিয়ে দ্রুততম সময়ে উড়বে আকাশে। কোনো রকম যানজট বা ঘুরপথের দূরত্বে নয়- সোজাসুজি সর্বনিম্ন দূরত্বে পৌঁছে দেবে যাত্রীকে। এমন দৃশ্য এতদিন দেখা গেছে সায়েন্স ফিকশনে। কিন্তু বৃটেনের পরিবহন মন্ত্রণালয় এই কল্পিত বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো ২০২৬ সালের শুরুর দিকে তারা ট্যাক্সিকে আকাশে উড়াতে চায়। এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

বৃটিশ পরিবহন ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet
Fast Safe Guaranteed
Southeast Bank Limited AB Bank RUPALI BANK LIMITED রকেট JAMUNA BANK BRAC BANK bKash নগদ
Download the Ria App

ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি জেমস ক্লেভারলির দাবী

বিদেশি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার নামে কাজ করতে আসে

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ : ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি জেমস ক্লেভারলি মনে করেন-আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা কাজের ভিসা পাওয়ার সহজ উপায় হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলোকে ব্যবহার করছে। এর মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীরা যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার অখণ্ডতা এবং গুণমানকে ক্ষুণ্ন করছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তরাজ্যের মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজরি কমিটির (এমএসি) কাছে একটি চিঠি লিখেছেন ক্লেভারলি। চিঠিতে বিষয়টির তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এ ক্ষেত্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্নাতক হওয়ার পর দুই বা তিন বছর কাজ করার অনুমতি দেওয়া সাপেক্ষে যুক্তরাজ্য 'সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সেরা' শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে কি-না সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন মন্ত্রী।

এমএসির কাছে পাঠানো চিঠিতে ক্লেভারলি উল্লেখ করেছেন-বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের যুক্তরাজ্যে পড়তে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল সরকার। তবে বর্তমানে এই সুযোগের অপব্যবহার যেন না হয়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চায় সরকার। বিশেষ করে, পড়াশোনার জন্য ভিসা যেন অভিবাসন আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত না হয় সেই বিষয়টির নিশ্চয়তা চাইছে।

এদিকে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছে, গ্র্যাজুয়েট ভিসার পথ সীমিত করলে আন্তর্জাতিক কর্মী নিয়োগে মারাত্মক ধস নামবে এবং আন্তর্জাতিক টিউশন ফি থেকে আয়ের ওপর নির্ভর করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিক সংকটে পড়বে।

এ বিষয়ে মিলিয়নপ্লাস গ্রুপ অফ ইউনিভার্সিটির প্রধান নির্বাহী র?্যাচেল হিউইট মনে করেন-সরকারের পর্যালোচনাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রিটিশ উচ্চ শিক্ষার সাফল্যকে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। র্যাচেল বলেন, 'প্রতিটি নেতিবাচক শিরোনাম এবং নীতি সংস্কার ব্রিটেনকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে কম আকর্ষণীয় করে তোলে।

ইউনিভার্সিটিজ ইউকে ইন্টারন্যাশনাল-এর পরিচালক জেমি অ্যারোস্মিথ জানিয়েছেন, ক্লেভারলির দেওয়া সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'পড়াশোনার পর কাজ অনেক বিদেশি শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের দেশে যারা বিনিয়োগ করেছে তাদের কাজ খুঁজে পাওয়ার এবং যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ দেয়।'

ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাজ্যের মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজরি কমিটি আগামী মে মাসে বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট করবে। আশঙ্কা আছে, ওই রিপোর্টের পর যুক্তরাজ্যের উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য কঠিন সময়ে আসতে পারে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর এই সময় পর্যন্ত দেশটিতে ইতিমধ্যেই বিদেশি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ৪০ শতাংশ কমে গেছে।

ব্রিটিশ রাজবধূর মেডিকেল নথি চুরির চেষ্টা

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ: ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটনের পেটে সার্জারি বা অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল যেই হাসপাতালে, সেখান থেকে তাঁর মেডিকেল নথি চুরির চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গত জানুয়ারিতে লন্ডন ক্লিনিকে চিকিৎসা নেন প্রিন্সেস অব ওয়েলস ৪২ বছর বয়সী কেট। সেখানকার এক কর্মীর বিরুদ্ধে রেকর্ড হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ডিসেম্বরে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান কেট মিডলটন। তাঁর হঠাৎ অনুপস্থিতি নিয়ে নানা গুজবেরও সৃষ্টি হয়। কেনসিংটন প্যালেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত জানুয়ারিতে পেটে অস্ত্রোপচারের পর বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য মিররের প্রতিবেদন অনুসারে, গত জানুয়ারিতে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন লন্ডন ক্লিনিকে এক কর্মী কেটের মেডিকেল রেকর্ড হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। যুক্তরাজ্যের গোপনীয়তা ও ডেটা সুরক্ষা পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান জানায়, তারা নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়েছে। তথ্য কমিশনার কার্যালয়ের এক মুখপাত্র গত ১৯ মার্চ মঙ্গলবার বলেন, 'আমরা নিরাপত্তা লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়েছি এবং প্রদত্ত তথ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করছি।'

কেট মিডলটনের স্বাস্থ্য ও অস্ত্রোপচার নিয়ে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে কেনসিংটন প্যালেস জানিয়েছিল, তাঁর স্বাস্থ্যগত জটিলতা ক্যানসার সম্পর্কিত নয় এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা তথ্য গোপন রাখতে চান তিনি।

সম্প্রতি কয়েক দিন ধরে একটি কারসাজি করা ছবিকে ঘিরে বিতর্কের মুখে রয়েছেন কেট মিডলটন। মা দিবস উপলক্ষে সন্তানসহ তাঁর একটি ছবি প্রকাশ করে কয়েকটি বার্তা সংস্থা। কিন্তু ছবি সম্পাদনার অভিযোগে রয়টার্স, বিবিসি, এএফপি, গেটি ইমেজেস এই ছবি সরিয়ে ফেলে। অস্ত্রোপচারের পর এটিই ছিল প্রিন্সেসের প্রথম আনুষ্ঠানিক ছবি। পরবর্তীতে ডিজিটালি এডিটেড ছবি প্রকাশের জন্য ক্ষমা চান প্রিন্সেস। সূত্র : আজকের পত্রিকা

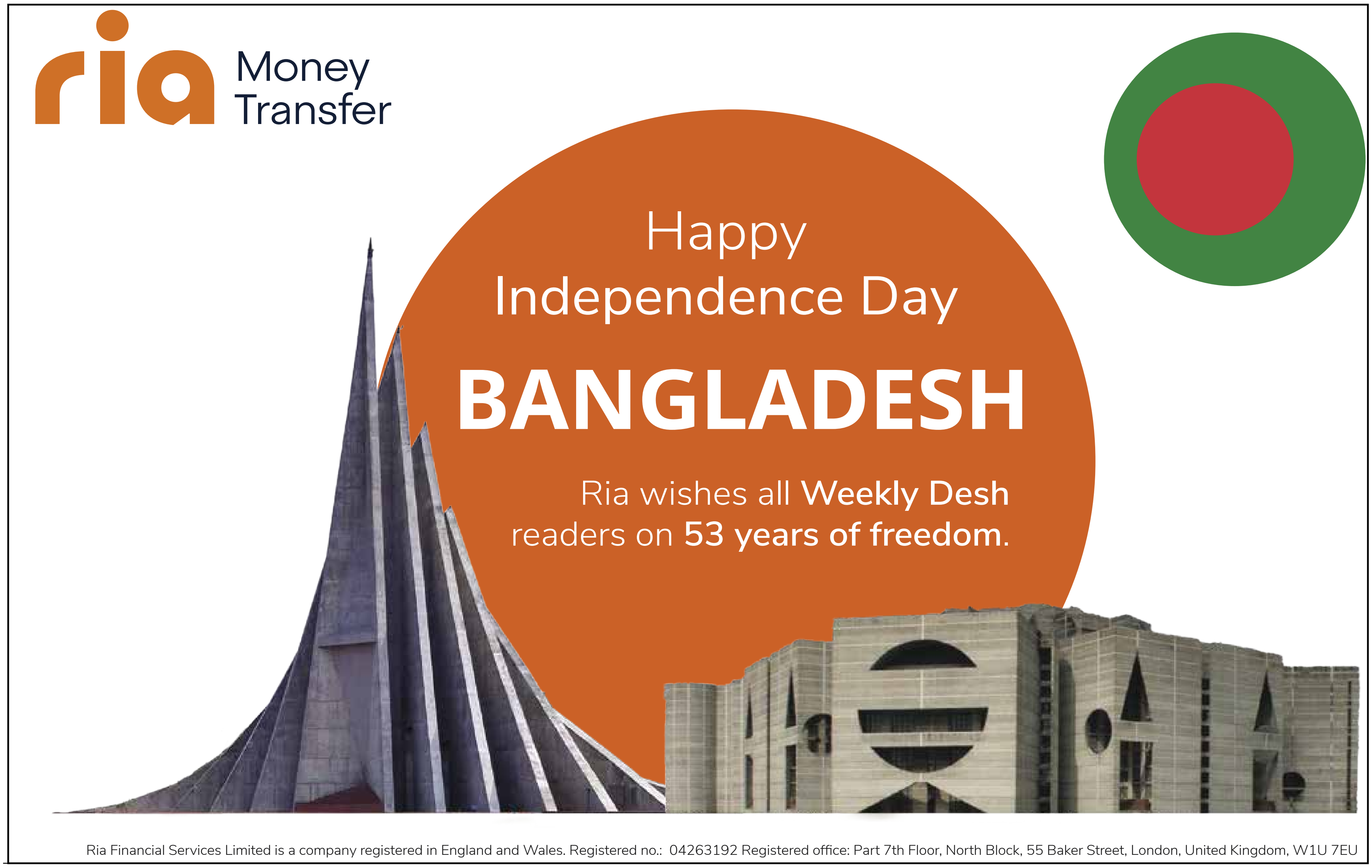

ria Money Transfer

Happy Independence Day

BANGLADESH

Ria wishes all Weekly Desh readers on 53 years of freedom.

Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN
রিমুভাল সার্ভিস
Fruits & vegetable
wholesale supplier
07582 386 922
www.klsmanandvan.co.uk

কেট-উইলিয়ামের মাঝখানে হাজির কে এই হানবুরি

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ : চার বছর আগে থেকেই একটি গুঞ্জন ছিল-বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছেন ব্রিটিশ রাজপুত্র প্রিন্স উইলিয়াম। তবে পুরোনো এই খবরটিই চলতি বছর হঠাৎ ডাল-পালা মেলতে

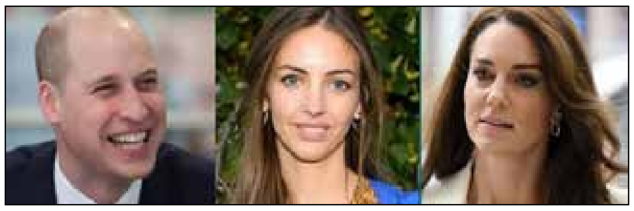

শুরু করেছে। সম্প্রতি চিকিৎসাজনিত কারণে উইলিয়ামের স্ত্রী কেট মিডলটন লোক-চক্ষুর অন্তরাল হওয়ার পরই বিষয়টি আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। বিশ্বখ্যাত এই দম্পতির সুখের

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ভিক্ষুক, আয় ১০ লাখ

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ ২০২৪: ভারতের মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসে মলিন পোশাকে রোজই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। মুখে দু-এক দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'চোখে করুণ আর্তি। বাড়িয়ে দেয়া

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা

ফাঁস হতে পারে ডায়ানার গোপন চিঠি

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ : প্রাসাদে থাকা অবস্থায়ই একটি গোপন প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলেন ব্রিটিশ রাজবধূ প্রিন্সেস ডায়না। সেনা কর্মকর্তা মেজর জেমস হিউইটের সঙ্গে ডায়ানার সেই প্রেম নিয়ে পরবর্তী সময়ে নানা জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলো আশঙ্কা করছে, ডায়ানার বিয়ে বহির্ভূত প্রেমের স্মারক হিসেবে থাকা গোপন চিঠিগুলো শিগগিরই ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

এ বিষয়ে গত রোববার (১৭ মার্চ) ব্রিটিশ ডেইলি স্টারের এক

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

আপনি কি আপনার প্রাপ্য সবগুলো বেনিফিট পাচ্ছেন?

দেশ রিপোর্ট, ২২ মার্চ ২০২৪ : টাওয়ার হ্যামলেটসে বছরে ১১০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের বেনিফিটসমূহ দাবিহীন থেকে যাচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় ১০৯,৮৯৮টি মিস করা দাবির মধ্যে আপনি একজন কি-না এবং কোনো বেনিফিটে অর্থ পাওনা আছে কিনা, 'বেটার অফ ক্যালকুলেটর' ব্যবহার করে তা মাত্র ১০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করতে পারেন। আমাদের কস্ট-অফ-লিভিং হেল্প ক্যাম্পেইন আপনাকে এ এব্যাপারে সচেতন করতে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

শুধুমাত্র যারা কাজের বাইরে আছেন তাদের জন্য নয়, বিভিন্ন লোকের জন্য রয়েছে অনেক ধরনের সহায়তা। আপনি উপার্জন করা সত্বেও এখনও আর্থিক সংকটের সাথে লড়াই করে থাকেন, আপনি যদি অবসরপ্রাপ্ত হন, যদি আপনার সন্তান থাকে, অন্য কারো যত্ন বা দেখভালের দায়িত্ব পালন করতে হয় বা কোনোরূপ অক্ষমতা থাকে, তাহলেও আপনি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন যা আপনার আয় বৃদ্ধি করবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের একজন বাসিন্দা যারা তাদের বেনিফিট এনটাইটেলমেন্ট চেক করেছেন তারা পেনশন ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য তা খুঁজে বের করার পর তাদের

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

feast EXPRESS
AVOID DISAPPOINTMENT
BOOK NOW!
020 3340 9979
Open till 1am
this Ramadan
গরম গরম
চালের রুটি এবং
গরুর গোস্ত ভুনা
Piping Hot
RICE FLOUR ROTI
WITH BEEF BHUNA
FROM £1
POST TARAWIH MEAL
Unmissable
Iftar
14 Freshly Cooked items
Kacchi Biryani, Quarter Grill Chicken
Chicken Wings, Kisuri, Boti Kebab
Seesh Kebab. Samosa, Piaizi, Chana
Melon, Jilapi, Dates, Water, Salad
Grilled Items, Kacchi Biryani &
much much more...
£19.95
ORDER ONLINE
www.feastexpress.co.uk
Opens
12pm Till Late
7 days a week
Feast Express
103 Whitechapel Road
London E1 1DT
Oposite
East London Mosque

মালয়েশিয়ায় ১২ বাংলাদেশি তরুণের স্বপ্ন জয়ের গল্প

ঢাকা, ২০ মার্চ : মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের অনেক সফলতার গল্প রয়েছে। গল্প রয়েছে সাধারণ কর্মী থেকে ব্যবসায়ী হওয়ার, ছাত্র থেকে শিক্ষক হওয়ার, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেকে একত্রে সমবায়ী হয়ে সফলতা মোটেও নেই বললে চলে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশি ১২ তরুণের ‘দশের লাঠি একের বোঝা’ হওয়ার গল্পটা একটু অন্যরকম। তাদের যাত্রাটা খুব বেশি দিনের নয়। কাজের শেষে বন্ধুরা আড্ডায় বসে চিন্তা করলেন নিজেদের জন্য কিছু একটা করতে হবে। কি করা যায়, কি করা যায়- করতে করতে তাদের মধ্যে একজনের উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তা মাথায় আসে। কিন্তু বাদ সাধলো কি নিয়ে কাজ করা যায় তা নিয়ে? এর মধ্যে হঠাৎ একদিন পাইকারি মার্কেটে খোঁজ নেন তারা। তখন তারা বুঝতে পারেন ইলেক্ট্রনিক পণ্য বাজারে বেশি মূল্য দিয়ে কিনতে হয় বাংলাদেশি প্রবাসীদের। তারা তখন চিন্তা করেন কীভাবে কম মুনাফায় দেশি পণ্য বাংলাদেশি সহ সকল প্রবাসীর হাতে তুলে দেয়া যায়। শুরুটা হয় সমিতির মাধ্যমে অর্থের সংগ্রহ করা।

এই পদ্ধতিতে প্রায় দুই লাখ রিঙ্গিতের একটা ফান্ড তৈরি করে তারা।

প্রথমে ২০২২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ফাইন্যান্স এসোসিয়েশন অফ ফ্রেন্ডস নামে একটি সমিতি গঠন করে এই ফান্ড নিয়ে ১২ যুবক এই সমিতির ছাতার নিচেই তারা ব্যবসা শুরু করলেন। যাত্রা শুরু হয় মূলত এ.জে. রানা ও মো. আল-আমিনের হাত ধরে। প্রথমে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের চৌকিটে জিএম প্লাজায় ছোট পরিসরে একটি দোকান ভাড়া নেন তারা। সেই পথচলা শুরু থেকে বর্তমানে জি এম প্লাজায় দুটি ও চৌকিটের আশেপাশে আরও দুটি শোরুম রয়েছে তাদের। ইলেক্ট্রনিক্স আইটেম, মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ, ব্যাগ, পারফিউম, কম্বল ও চকলেট সহ নানান ধরনের পণ্য তাদের শোরুমে রয়েছে। তারা খুব শিগগিরই মালয়েশিয়ার মিনি ঢাকা নামে পরিচিত কোতারায়াতে আরও একটি শো-রুম খোলার চেষ্টা করছেন।

ফাইন্যান্স এসোসিয়েশন অফ ফ্রেন্ডস চিফ মার্কেটিং এ জে রানা জানান, আমাদের কোম্পানির ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের পরিচয় করাতে চাই, যার ফলে বাংলাদেশিদের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন থাকবে। আমরা অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমরা চাই মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে শো-রুম দিবো যেখানে বাংলাদেশি প্রবাসীদের বেশি বসবাস রয়েছে। সমবায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমির হোসেন বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ব্যবসা নয়। প্রবাসে নিজ দেশের ব্রান্ডিং করা এবং কমমূল্যে দেশি ভাইদের হাতে মানসম্পন্ন পণ্য হাতে তুলে দেয়াই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈদে প্রবাসীরা তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা করতে দেশে যায়। এই সময়ে তারা কম্বল, চকলেট ও নানান ধরনের আতর, পারফিউম ইত্যাদি দেশে নিয়ে যান। একজন প্রবাসী তার কষ্টের টাকা দিয়ে যেন বেশি প্রডাক্ট কিনতে পারেন। তার টাকা যাতে সাশ্রয় হয় সেদিকেই তাদের বেশি নজর।

তাদের শো-রুমে বেশির ভাগ পণ্যই বাংলাদেশি। এ ছাড়াও পাকিস্তান, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ও লোকাল মালয়েশিয়ানদের কাছেও তারা পণ্য বিক্রি করেন। ভবিষ্যতের এই তরুণদের আশা তাদের স্বপ্নকে আরও বড় আকারে প্রসারিত করবেন। মালয়েশিয়ায় হানিফা, হাইপার মার্কেট লুলু, মাইডিনের মতো বড় শো-রুম চেইন স্থাপন করার ইচ্ছা তাদের। যেখানে কম দামে বাংলাদেশি প্রবাসীদের হাতে পণ্য তুলে দিতে বদ্ধপরিকর এই তরুণ সমবায়ীরা। ইতিমধ্যে তারা মালয়েশিয়ার ই-কমার্স অনলাইন প্ল্যাটফরম লাজাদা এবং শপিতে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। কোম্পানিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আল-আমিন বলেন, আমরা আমাদের পণ্যের মান ঠিক রেখে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যাবসা করতে চাই। এই ১২ তরুণ উদ্যোক্তা মালয়েশিয়ার বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত রয়েছেন। প্রবাসীদের নানান সমস্যায় তারা এগিয়ে আসেন। তাদের উদ্যোগ আর জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের কমিউনিটিতে বেশ প্রশংসা পেয়েছে।

বিএনপি নিজেরা ইফতার খায় আর আওয়ামী লীগের গিবত করে

ঢাকা, ১৯ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশবাসী তাদের পক্ষে রয়েছে, কাজেই সরকারের পতন ঘটানো এবং দেশকে আবার অন্ধকারে ঠেলে দেয়া সম্ভব হবে না। তারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করার স্বপ্ন দেখছে। তারা কীভাবে ভুলে যায় যে, আওয়ামী লীগ সবসময় জনগণের পাশে থাকে। যার জন্য জনগণ তাদের বারবার ভোট দেয়। ১৮ মার্চ জাতির পিতার ‘১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তেঁজগাওস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি রমজান মাসে গরিব মানুষের মধ্যে ইফতার বিতরণ না করে সরকারের সমালোচনা করে। নিজেরা ইফতার খায়, আর আওয়ামী লীগের গীবত গায়। আর কবে আওয়ামী লীগকে উৎখাত করবে সেটাই দেখে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠন এবং এর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ইফতার পার্টি না করে সারা দেশে গরিবদের মাঝে ইফতারি বিতরণ করছে। দেশবাসী ও আওয়ামী লীগকে বার বার সমর্থন করেছে। কারণ তারা তাদের প্রয়োজনে আওয়ামী লীগকে সবসময় পাশে পেয়েছে। সরকার প্রধান বলেন, এই রমজান মাসে আমি সবাইকে বলবো আপনাদের আশপাশে যারা দরিদ্র সাধারণ মানুষ রয়েছেন, তাদের পাশে দাঁড়ান এবং তাদেরকে সহযোগিতা করুন। আমরা যেমন ইফতারি বণ্টন করছি তাদেরকে সহযোগিতা করছি আপনাদেরকেও সেটা করতে হবে। তিনি সংযমের এই মাসে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে মূল্যস্ফীতিতে দেশের সাধারণ জনগণের পাশে না দাঁড়ানোয় বিএনপি’র রাজনীতির সমালোচনা করে বলেন, তারা ইফতার পার্টি করে করুক, কিন্তু আপনারা দেখাবেন যে মানুষের পাশে আছেন। আর এই কারণেই তো মানুষ আমাদেরকে ভোট দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিএনপি’র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রসঙ্গে বলেন, এখন এই দাবির পেছনে ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা কোন সাহসে সেটা চায় কারণ, ২০০৮ সালের নির্বাচনে তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারই ছিল। খালেদা জিয়াও সুস্থ ছিলেন, যদিও রাজনীতি করবে না বলে তারেক রহমান মুচলেকা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

BRICK LANE JAMME MASJID

রামাদ্বানে ব্রিকলেন জামে মসজিদের নানা আয়োজন

BRICK LANE JAMME MASJID

আসন্ন রামাদ্বানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে দুইটি তারাবীহ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ হাফেজদের সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতে প্রথম জামাত হবে ৮টা ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয় জামাত হবে মধ্যরাত ১২টায়। এছাড়াও প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে ফ্রি ইফতার। সেই সাথে ১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভিতে অনুষ্ঠিত হবে লাইভ ফান্ড রেইজিং অ্যাপিল। মসজিদের এসব আয়োজনে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

দুই জামাতে তারাবীহ

প্রথম জামাত: ৮.১৫ মিনিট
দ্বিতীয় জামাত : রাত ১২টা

ফ্রি ইফতার

মাগরিবের নামাজে আগত মুসল্লিদের জন্য থাকছে ফ্রি ইফতারের আয়োজন। এতে সর্বস্তরের মুসল্লিকে ইফতারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।

ই’তেক্বাফ

প্রতি বছরের মতো এবারও ইতেক্বাফের সুব্যবস্থা থাকবে। ই’তেক্বাফে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরকে মসজিদের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করে তা পুরন করে জমা দিতে হবে।

লাইভ ফান্ডরেইজিং

১৫ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপে চলবে ফান্ডরেইজিং। এতে আল্লাহর ঘরের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহবান।

হলমার্কের তানভীর ও তার স্ত্রীর যাবজ্জীবন

রায় শুনে আধা ঘণ্টা মাথা নিচু করে বসেছিলেন দম্পতি

ঢাকা, ২০ মার্চ : যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় শুনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন হল-মার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর মাহমুদ ও তাঁর স্ত্রী জেসমিন ইসলাম। দুজন তখন আদালতকক্ষে পাশাপাশি বসে ছিলেন। তানভীর ছিলেন হুইলচেয়ারে বসা। আর জেসমিন বসা ছিলেন অন্য একটি বেঞ্চে। দুজন তখন মাথা নিচু করে থাকেন।

রায় ঘোষণার পর অন্তত ৩০ মিনিট এই দম্পতি কোনো কথা বলেননি। এ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তানভীরের ভায়রা তুষার আহমেদও কারও সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।

এক যুগ আগে সোনালী ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতির ঘটনায় করা মামলায় হল-মার্ক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মাহমুদ, তাঁর স্ত্রী হল-মার্কের চেয়ারম্যান জেসমিন ইসলামসহ ৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১-এর বিচারক আবুল কাসেম।

রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, যে অপরাধীরা দেশের জনগণের আমানত, দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, দেশের অর্থনীতিকে খেলো মনে করে, তাঁদের মৃত্যুদণ্ডের মতো সাজা হওয়া উচিত বলে আদালত মনে করে। তবে সংশ্লিষ্ট আইনে এই অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন, তাই তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

এ রায়কে যুগান্তকারী অভিহিত করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সরকারি কৌঁসুলি মীর আহমেদ আলী সালাম। তিনি মিডিয়াকে বলেন, রায়ে প্রমাণিত হয়েছে, ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় হল-মার্ক গ্রুপের তানভীরসহ অন্যরা সোনালী ব্যাংকের বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। আরও যেসব মামলা বিচারাধীন, সেগুলো শিগগির নিস্পত্তি করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

যেভাবে ৩০ মিনিট

ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ১২টা। রায় ঘোষণার জন্য এজলাসকক্ষে আসেন বিচারক। তানভীরসহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে আদালত ঘোষণা করেন। এরপর আসামিদের দণ্ড ঘোষণা করে এজলাসকক্ষ ত্যাগ করেন বিচারক।

তখন হুইলচেয়ারে বসে থাকা তানভীর মাহমুদ নিশ্চুপ ছিলেন। কারও সঙ্গে তিনি কোনো কথা বলেননি। প্রায় ৩০ মিনিট তিনি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন, যদিও তাঁর পাশে বসে ছিলেন স্ত্রী জেসমিন ইসলাম। পরবর্তীকালে তানভীরকে তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়। প্রায় এক ঘণ্টা আদালতকক্ষে হুইলচেয়ারে বসে ছিলেন তানভীর মাহমুদ।

তানভীরের আইনজীবী শফিকুল ইসলাম বলেন, তানভীর এখন স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারেন না। তাঁর ঘাড়ে একটি টিউমার হয়েছে।

বেলা দুইটার দিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পরোয়ানা হাতে পাওয়ার পর এজলাসকক্ষ থেকে আদালতের বারান্দায় আনা হয় তানভীর মাহমুদকে। তানভীরের পরনে ছিল সাদা শার্ট। এরপর তাঁকে ছয়তলার পশ্চিম পাশ থেকে হুইলচেয়ারে করে পূর্ব দিকে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সিঁড়ির অংশে হুইলচেয়ার উঁচু করে তানভীরকে লিফটের সামনে আনা হয়। লিফট দিয়ে ছয়তলা থেকে তাঁকে নিচে নামানো হয়।

আওয়ামীলীগের সদস্য হয়ে সাকিব এমপি হয়েছেন

ঢাকা, ২০ মার্চ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ক্রিকেটের বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত বিএনএমে যোগদানের বিষয়ে কোনো তথ্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, সাকিব আওয়ামী লীগের টিকিটে মাগুরা থেকে ইলেকশন করেছে। জয়লাভ করেছে। পার্টির কাছে নমিনেশন চাওয়ার সময় সে পার্টির সদস্য। তার আগে তো সাকিব আমাদের পার্টির কেউ ছিল না। নির্বাচনে নমিনেশন নিতে হলে তাকে তো দলের প্রাইমারি সদস্য পদ নিতে হয়। সে শর্ত পূরণ করা দরকার সেটা সে করেছে। সেভাবেই আমরা মনোনয়ন দিয়েছি, সে এমপি হয়েছে নির্বাচনে। আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না। গতকাল রাজধানীর ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বিএনএম গঠনে পেছন থেকে কাজ করেছেন বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। সাকিব আল হাসান সেই দলে যোগ দিয়েছিলেন। হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও সাকিবের একটি ছবিও প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারি দল কিংস পার্টি করতে যাবে কেন? নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনীতিতে অনেক ফুল ফোটে। কোনটা কিংস পার্টি, কোনটা প্রজা পার্টি এটা সম্পর্কে আমার জানা নেই। এটার রেজিস্ট্রেশন করে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। কোন দল কে রিকগনিশন করে এটা নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। এখানে আমাদের কিছু বলার নেই। এ সময় তিনি সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের মান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টের বিষয়ে বলেন, আমরাও তো একটা দেশ। গণতন্ত্রের বিষয়ে আমাদেরও একটা মানদণ্ড আছে। পারফেক্ট কেউ না পৃথিবীতে। আমরাও পারফেক্ট এই দাবি আমরা করি না। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে নিশ্চিত প্রায় রিপাবলিকানদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তিনি তো বলেছেন আমি ইলেক্টেড না হলে রক্ত বন্যা বয়ে যাবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের গত নির্বাচন নিয়ে বিরোধীরা বলে যে সত্যিকারের নির্বাচন হয়নি। নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে সাবেক প্রেসিডেন্ট আজ পর্যন্ত মেনে নেয়নি। কাজেই মানদণ্ড কোথায় কী সেটা বোঝা হয়ে গেছে। আমরা বঙ্গবন্ধু হত্যার পর একুশ বছর ডিক্টেটরশিপ এবং তাদের সিবলিংস এরাই বাংলাদেশে কর্তৃত্ব করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর গণতন্ত্রকে শৃঙ্খল মুক্ত করার জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছেন। এবং সেই সংগ্রামে আমরা বিজয়ী হয়েছি। এ সময় সহযোগী সংগঠনগুলোর মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি গঠন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, যেসব সংগঠনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সেগুলোর সম্মেলনের বিষয়ে আমরা চিন্তা করবো। তবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার চূড়ান্ত মালিক হচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটি। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

IFIC MONEY UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use
promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

এমভি আব্দুল্লাহ উদ্ধারে কেন অভিযান চান না মালিকপক্ষ

ঢাকা, ২০ মার্চ : সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহ’র উদ্ধারে আন্তর্জাতিক চেষ্টার বিরোধিতা করছে জাহাজটির মালিকপক্ষ। সোমালিয়ার পুলিশ ও আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী যৌথভাবে অভিযান চালানোর প্রস্তুতির কথা জানালেও এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের সায় মিলেনি বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর এসেছে। এখন প্রশ্ন উঠেছে মালিকপক্ষ কেন অভিযানে সম্মতি দিচ্ছে না। অবশ্য মালিকপক্ষ নাবিকদের জীবনের নিরাপত্তার কথা বলছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র যোগাযোগ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শুধু নাবিকদের নিরাপত্তাই নয়, মালিকপক্ষের অবস্থানের পেছনে আরো কারণ থাকতে পারে। বিশেষ করে জাহাজটি কেমন পণ্য পরিবহন করছিল।

আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল নীতিমালা অনুসরণ করে পণ্য পরিবহন করা হচ্ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সার্বিক বিষয় মাথায় রেখেই হয়তো জাহাজটির মালিক পক্ষ উদ্ধার অভিযানের পরিবর্তে সমঝোতায় জাহাজটি মুক্ত করতে চাইছে। জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজটির আশপাশের এলাকায় ভারতের নৌবাহিনীর একটি টিমও অবস্থান করছে। তারা দস্যুতের হাতে জিম্মি অন্য একটি জাহাজও উদ্ধার করেছে। বাংলাদেশি জাহাজ ঘিরে ভারতীয় নৌবাহিনী অভিযান পরিচালনা করেছে এমন তথ্যও ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে এসেছে।

এমভি আব্দুল্লাহ ঘিরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নৌ বাহিনী অভিযান চালাতে চেয়েছিল শুরুতেই। কিন্তু বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ এতে সায় দেয়নি। অতি সম্প্রতি সোমালিয়ার পান্টল্যান্ডের আঞ্চলিক পুলিশ বাহিনী ও আন্তর্জাতিক বাহিনী মিলে জাহাজ উদ্ধারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ বিষয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ভারতীয় কমান্ডোরা সম্প্রতি ওই এলাকায় জলদস্যুদের হাত থেকে আরও একটি জাহাজ উদ্ধার করে। এর দুই দিনের মাথায়ই এবার এমভি আব্দুল্লাহ ও এর নাবিকদের উদ্ধার অভিযানের চেষ্টার তথ্য পাওয়া যায়। তবে এ অভিযানের বিরোধিতা করেছে এমভি আব্দুল্লাহর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কেএসআরএম।

ওই প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা এ সংকটের সমাধান চান সমঝোতার মাধ্যমে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেছেন, এক্ষেত্রে কোম্পানি কোনো সামরিক অভিযানকে সমর্থন করে না। কারণ, এর ফলে নাবিকদের জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট নৌবাহিনীগুলোকে জোরপূর্বক কোনো হস্তক্ষেপ না করার জন্য জোরালো অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। আলোচনা বা সমঝোতার মাধ্যমে আমরা এই সংকটের সমাধান করতে চাই।

গত ১৪ই মার্চ সোমালিয়া উপকূলের কাছে পৌঁছায় এমভি আব্দুল্লাহ। এরপর জলদস্যুরা জাহাজটির অবস্থান পরিবর্তন করে দু’বার। সূত্রগুলো বলেছে, বর্তমানে সোমালিয়ার গাদাবজিরান উপকূল থেকে প্রায় ৪ নটিক্যাল মাইল দূরে নোঙর করে রাখা হয়েছে আব্দুল্লাহকে। খবরে বলা হচ্ছে, সোমবার পর্যন্ত জাহাজটির মালিকানা প্রতিষ্ঠান বা তৃতীয় কোনো পক্ষের সঙ্গে মুক্তিপণ নিয়ে যোগাযোগ করেনি জলদস্যুরা। জাহাজ চলাচল ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সময়ক্ষেপণ অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, মুক্তিপণের পরিমাণ ঠিক করতে এবং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে সময় প্রয়োজন দস্যুদের। এ জন্যই হয়তো যোগাযোগ করছে না।

দুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বলেছে, জাহাজটি হাইজ্যাক হওয়ার পরপরই বৃটেনভিত্তিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিঅ্যান্ডআই ক্লাব বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ক্রাইসিস ২৪’কে পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে আহ্বান জানায়। কেএসআরএমের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ১৬ই মার্চ বলেন, তাদের আরেকটি জাহাজ এমভি জাহান মনি হাইজ্যাক হয়েছিল ২০১০ সালে। তখন প্রথম যোগাযোগ করেছিল জলদস্যুরাই। ওই বছরের ডিসেম্বরে আরব সাগর থেকে হাইজ্যাক হয়েছিল জাহান মনি।

গত ১২ই মার্চ ২৩ নাবিকসহ এমভি আব্দুল্লাহকে হাইজ্যাক করে জলদস্যুরা। নাবিকরা সবাই বাংলাদেশি। প্রায় এক দশক ধরে চুপচাপ থাকার পর গত নভেম্বর থেকে আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে জলদস্যুরা। পরপর ২০টিরও বেশি আক্রমণ চালিয়েছে তারা। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি আক্রমণে সফলও হয়েছে।

শনিবার ভারতীয় নৌবাহিনী একটি পণ্যবাহী জাহাজ উদ্ধার করেছে। মালটার-পতাকাবাহী এমভি রুয়েন নামের ওই জাহাজটি গত ডিসেম্বরে হাইজ্যাক হয়েছিল। ভারতীয় সেনারা এর ১৭ নাবিককে মুক্ত করে এবং ৩৫ জলদস্যুকে গ্রেপ্তার করে। পান্টল্যান্ড সোমালিয়ার একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। সেখানে অনেকগুলো জলদস্যু দলের ঘাঁটি রয়েছে। ওই এলাকার পুলিশ বাহিনী বলেছে, এমভি আবদুল্লাহকে দখল করে থাকা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীর অভিযানের একটি পরিকল্পনা তারা জানতে পেরেছে। সে কারণে তারা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং অভিযানে অংশ নিতেও প্রস্তুত রয়েছে।

২০১১ সালের দিকে সব থেকে বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে সোমালিয়ার দস্যুরা। সে সময় তাদের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়। মুক্তিপণ হিসেবে দস্যুরা হাতিয়ে নিয়েছিল শত শত মিলিয়ন ডলার।

TAJ ACCOUNTANTS

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

We are registered licence holder in public practice

Winner: AAT Licensed Member of the Year 2017
Licensed Member of the Year
AAT Professional Member AWARDS 2017
ACCOUNTING TECHNICIAN
AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks
FreeAgent
ClearBooks

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO
financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?

■ পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
■ ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
■ লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
■ সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
■ রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.

Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk

St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store Google play
Send money 24/7 using
Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি

শীর্ষ পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছরে ২৭টি অভিযোগ

ঢাকা, ২০ মার্চ : দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটছে। শিকার হচ্ছেন ছাত্রীরা। কখনো কখনো নারী শিক্ষকেরাও ভুক্তভোগী হচ্ছেন।

দেশের শীর্ষ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুই বছরে ২৭টি যৌন হয়রানির ঘটনা পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় অভিযোগ জমা পড়েছে যৌন হয়রানিবিষয়ক অভিযোগ জানাতে গঠিত 'অভিযোগ কমিটি'তে। হাইকোর্টের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই কমিটি গঠন করা হয়। তবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটির কার্যকারিতা কম। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এই কমিটির কথা জানেনই না।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, অনেক অভিযোগ এই কমিটিতে জমা হয় না। অনেক ঘটনা শিক্ষার্থীরা গোপন রাখেন হয়রানির ভয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানালেও তা গোপন রাখা হয়। ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তবে ঘটনা প্রকাশ্যে এলে সক্রিয় হয় প্রশাসন।

এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে হাইকোর্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকা যৌন হয়রানির অভিযোগ করার পর তা গোপন রাখে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রক্টর কার্যালয়। তারা ঘটনাটিতে ব্যবস্থা নেয়নি। 'হয়রানি ও হুমকি'র মুখে ফাইরুজ ১৫ মার্চ কুমিল্লায় নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার আগে ফেসবুকে লিখেছেন, তাঁর সহপাঠী রায়হান সিদ্দিকী আম্মান এর জন্য দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলাম ছেলেটির পক্ষ নিয়ে তাঁর (ফাইরুজ) সঙ্গে বাজে আচরণ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিযোগ কমিটি কী কাজ করে, সে বিষয়ে বারবার তথ্য চেয়েও পায় না বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ কমিটি যে খুব একটা কার্যকর নয়, সেটি ইউজিসির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীরের কথায়ও সামনে এসেছে।

ইউজিসিতে আসার আগে অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর দুই মেয়াদে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বাস্তবতা হলো, যত ঘটনা ঘটে তার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী অভিযোগই দায়ের করেন না। কারণ, ভুক্তভোগীরা ভাবেন অভিযোগ দিলে বিচার না-ও হতে পারে। আবার বিচার হলেও পরে এ নিয়ে বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে। তিনি বলেন, অভিযোগ কমিটি থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশই সক্রিয় নয়।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর মনে করেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়ার কাঠামোও বদলাতে হবে।

ইউজিসির সূত্র জানিয়েছে, দেশের ৪৫টি পাবলিক ও ৯৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা সেল নামেও পরিচিত। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৫, বেসরকারি ১১৪ (কয়েকটি কার্যক্রমে নেই)।

যত অভিযোগ : এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে হাইকোর্ট যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ইউজিসির সূত্র জানিয়েছে, দেশের ৪৫টি পাবলিক ও ৯৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা সেল নামেও পরিচিত। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৫, বেসরকারি ১১৪ (কয়েকটি কার্যক্রমে নেই)।

বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

অভিযোগ কমিটিতে যে ২৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি।

ইউজিসির চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া মানবাধিকার কমিশনের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ করেন এক শিক্ষার্থী। এ বিষয়ে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে কমিশনকে জানাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। ২১ মার্চ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা। ওই শিক্ষককে তদন্তকালে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, যত ঘটনা ঘটে তার ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী অভিযোগই দায়ের করেন না। কারণ, ভুক্তভোগীরা ভাবেন অভিযোগ দিলে বিচার না-ও হতে পারে। আবার বিচার হলেও পরে এ নিয়ে বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে গত মাসে। ওই শিক্ষক তিন মাসের ছুটিতে রয়েছেন এবং ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই বছর ধরে অভিযোগ কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক জিনাত হুদা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর সময়কালে এখন পর্যন্ত তিনটি অভিযোগ এসেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, তিনটির মধ্যে দুটির তদন্ত শেষ হয়েছে। আরেকটি প্রক্রিয়াধীন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত পাঁচ বছরে পাঁচটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে দুটি ২০২২ সালের জুলাইয়ের পর জমা পড়ে। পাঁচটিতেই অভিযুক্তদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হয়েছে। যেমন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩১ জানুয়ারি রসায়ন বিভাগের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ করেছিলেন এক ছাত্রী। এ ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ওই অধ্যাপককে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ সেলে গত দুই বছরে অন্তত ছয়টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে তিনটি অভিযোগের তদন্ত শেষে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে শাস্তি হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াধীন। তিনটি অভিযোগের তদন্ত আর এগোয়নি। কারণ হিসেবে কমিটি জানিয়েছে, অভিযোগকারী ব্যক্তি সহযোগিতা করেননি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ২১ মে মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও অশোভন আচরণের অভিযোগ করেন ওই বিভাগের এক নারী শিক্ষক। অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে ওই শিক্ষককে দুই বছর ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় সিন্ডিকেট।

More seeing, less cleaning

Free, scratch resistant, easy clean lens treatment with a single pair of frames from £69

You're better off with Specsavers

Specsavers

Cannot be combined/used with any other offers. Additional charge for extra lens options. Subject to suitability. Excludes Rimless.

সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা বাতিল হলে দুর্নীতি উৎসাহিত হবে

ঢাকা, ২০ মার্চ : সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ সংশোধন করে সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেয়া হলে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হবে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় টিআইবি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই উদ্যোগ নেয়া হলে দেশের প্রায় ১৫ লাখ সরকারি কর্মচারীকে জবাবদিহি থেকে দায়মুক্তির পাশাপাশি দুর্নীতি সুরক্ষিত ও উৎসাহিত হবে। সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার বিধান রহিত করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের খসড়া সংশোধনী যাচাইয়ের পর এটি এখন প্রশাসনিক উন্নয়নবিষয়ক কমিটিতে পাঠানো হবে। সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার বিধি বাতিলের ফলে অসাধু সরকারি কর্মকর্তাদের আরও বেশি করে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হবে উল্লেখ করে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সরকারি চাকরিজীবী (আচরণ) বিধিমালার প্রস্তাবিত সংশোধনী সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণার ঠিক উলটো। প্রথমে প্রতি বছর সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার বিধান থাকলেও সরকারি কর্মচারীদের অনীহার মুখে পরবর্তীতে শিথিল করে তা পাঁচ বছর পর পর দেয়ার বিধান করা হয় এবং সেই বিধানও সঠিকভাবে পালনে অনাগ্রহ ছিল। চাকরির শুরুতে সম্পদের বিবরণী দিলেও, পাঁচ বছর পর পর হিসাব হালনাগাদের বাধ্যবাধকতা গুরুত্বই দেন না সরকারি কর্মচারীরা।

এখন এই বাধ্যবাধকতা সরিয়ে দেয়ার অর্থ হলো প্রকারান্তরে সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠতে ব্যাপক উৎসাহ দেয়া। কেননা, সম্পদের বিবরণী জমা দেয়ার মতো কোনো বিধান না থাকলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নির্ভয়ে দুর্নীতি, এর মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের সুযোগ বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। একই সঙ্গে প্রাপ্য সেবা পেতে সরকারি অফিসে জনগণের ভোগান্তি বাড়বে, অবৈধ অর্থ লেনদেন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোপরি সুশাসিত সরকার ব্যবস্থা নিশ্চিতের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। টিআইবি জানায়, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব সরাসরি নিয়মিত জমা ও হালনাগাদের পরিবর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে দেয়া বার্ষিক আয়কর রিটার্ন থেকে নেয়ার যে যুক্তি, বাস্তবে তা অর্থহীন। কারণ, আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী তা সম্ভব নয়। আইনের ৩০৯ (২) এবং ৩০৯ (৩) ধারা অনুযায়ী, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো সরকারি কর্মচারীকে এই আইনের অধীনে কোনো ট্যাক্স রিটার্ন, অ্যাকাউন্ট বা নথি উপস্থাপন, সাক্ষ্য বা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের আদেশ দিতে পারে না।

অর্থাৎ দুদক দুর্নীতি বা বৈধ আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ আহরণের অভিযোগে কোনো ব্যক্তির আয়কর বিবরণী আদালতের নির্দেশ ছাড়া দেখতে পারবে না। ফলে জবাবদিহির মুখোমুখি হওয়ার বদলে এই সংশোধনীর মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা নতুন সুরক্ষা লাভ করবেন। ২০০৩ সালে গৃহীত জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে জনপ্রতিনিধিসহ সব সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রতি বছর দাখিল ও তার বছরভিত্তিক পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২-এর মাধ্যমে এ অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ অবস্থায় এই সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আরও একদফা প্রশ্নের মুখে পড়বে উল্লেখ করে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক বলেন, বাংলাদেশ আনকাক-এর সদস্য দেশ, অথচ সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধিতে এমন সংশোধনীর উদ্যোগ নেয়া বৈশ্বিক আদর্শিক চর্চা ও আনকাক-এর দুর্নীতিবিরোধী মূল নীতির সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। একইভাবে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২, যা প্রণয়নে সরকারি কর্মকর্তারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাকেও পদদলিত করা হবে। অসাধু কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সুরক্ষা ও বিচারহীনতা প্রদানের স্বার্থে এই আত্মঘাতী উদ্যোগ থেকে সরে আসার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাই।

অনিয়ম বা সিরিয়াল ট্রেডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে

ঢাকা, ২০ মার্চ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আবু আহমেদ বলেন, বাজারে অনিয়ম বা সিরিয়াল ট্রেড করছেন অনেকে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাংকের তারল্য সংকটে সুদের হার বাড়ানো হয়েছে। এজন্য অনেকে ফোর্স সেল করছেন। এতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন গুজব ছড়াচ্ছে একটি মহল। তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে অধ্যাপক আবু আহমেদ আরও বলেন, শেয়ারবাজারে কারেকশন হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। লিজিং কোম্পানির শেয়ারে মানুষ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ নেই। পাওয়ার সেক্টরেও সরকার আগের মতো সুবিধা দিচ্ছে না। কাঠামোগত এসব সমস্যা সমাধান না হলে স্থিতিশীল শেয়ারবাজার পাওয়া যাবে না। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থাও ফেরানো যাবে না। আবু আহমেদ বলেন, ব্যাংক সুদের হার বেড়ে সাড়ে ১১ শতাংশ হয়েছে। এখন মানুষ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করলে যে মুনাফা পাবে ব্যাংকে এফডিআর বা বন্ডে বিনিয়োগ করলে বেশি মুনাফা পাবে। বড় বড় ইনভেস্টর, মার্চেন্ট ব্যাংকার, অ্যাসেট ম্যানেজার তারা তাদের টাকা বন্ড ও এফডিআরে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাজার কারেকশনের সময় আইসিবি কোথায় সাপোর্ট দেবে? উলটো তারাই এখন শেয়ার বিক্রি করছে। কীভাবে বাজার ধরে রাখবে? আইসিবির কোনো টাকা নেই। তারা নেট সেল করে খালি। এই যে এ খাতে তারল্য সংকট, এটাই মূল কারণ। দেখতে হবে এখন শেয়ারগুলোর পেছনে কত টাকা ছুটছে, এ টাকার সরবরাহ তো কমে গেছে। তাহলে শেয়ারবাজারে অব্যাহত দরপতন হবে না তো কী হবে? বাজারে আস্থার সংকট রয়েছে। তবে বাজার সব সময় তো একরকম থাকে না। মাঝেমধ্যে এ রকম হয়, আবার এখান থেকে বেরিয়ে আসে। এগুলো থাকবেই শেয়ারবাজারে। আশা করি প্রত্যেকে যদি ভালো শেয়ার কিনে রাখতে পারেন, সবার কাছে যদি ভালো শেয়ার থাকে, তাহলে তারা অপেক্ষা করবেন, আলটিমেটলি আবার ওই রেট ক্রস করবে।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

দূষণের শীর্ষে বাংলাদেশ

ঢাকা, ২০ মার্চ : বায়ুমানের দিক থেকে ২০২৩ সালে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত পাঁচ দেশের মধ্যে সবার শীর্ষে উঠে এসেছে বাংলাদেশের নাম। বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে থাকা তিনটি দেশের মধ্যে আগে থেকে পাকিস্তান থাকলেও ২০২৩ সালে নতুন করে আফ্রিকার দেশ চাঁদ ও ইরানকে সরিয়ে এই তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত। এই তিনটি দেশের বাতাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত পরিমাণের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশি বস্তুকণা ভেসে বেড়াচ্ছিল বলে নতুন একটি সমীক্ষায় তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বের ১৩৪টি দেশ ও অঞ্চলের ৩০ হাজারের বেশি পর্যবেক্ষণ স্টেশনের সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ু পর্যবেক্ষণ সংস্থা আইকিউএয়ার।

গতকাল প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাতাসে ভেসে বেড়ানো ক্ষুদ্র কণা যা ফুসফুসের ক্ষতি করে সেই পিএম-২.৫ এর গড় ঘনত্ব হিসেবে ১৩৪টি দেশের মধ্যে ২০২৩ সালে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ। সেখানে প্রতি ঘনমিটারে ৭৯ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রামে পৌঁছেছিল। আর পাকিস্তানে ছিল ৭৩ দশমিক ৭ মাইক্রোগ্রাম। এ ছাড়া পিএম-২.৫ ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৫৪ দশমিক ৪ মাইক্রোগ্রাম নিয়ে তৃতীয় সবচেয়ে খারাপ বায়ুর গুণমান ছিল ভারতের। যদিও এ ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মান ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি নয়। এর আগে ২০২২ সালে বাংলাদেশ বায়ুদূষণে বিশ্বের মধ্যে পঞ্চম আর ভারত অষ্টম শীর্ষস্থানীয় দেশ ছিল।

২০২১ সালে ডব্লিউএইচও তার বায়ুমান নির্দেশক গাইডলাইন পরিবর্তনের পর জানায়, পিএম-২.৫ নামে পরিচিত ছোট ও বিপজ্জনক বায়ুকণার গড় বার্ষিক ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। এমনকি এর চেয়ে কম ঘনত্বও উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। আইকিউএয়ার-এর বায়ুমান বিষয়ক বিজ্ঞান ব্যবস্থাপক ক্রিস্টি চেস্টা শ্রোডার বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার ভূগোল ও জলবায়ুর ধরনের কারণেই পিএম-২.৫ ঘনত্বের এই ঊর্ধ্বমুখী ধারাটি দেখা যায়। কারণ এখানকার দূষণে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। এসব কারণের পাশাপাশি কৃষিকাজের ধরন, শিল্পকারখানা ও জনঘনত্বও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। দুভার্গ্যজনকভাবে এটি ভালো হওয়ার আগে আরও খারাপ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ২০২৩ সালে শুধু অস্ট্রেলিয়া, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, গ্রানাডা, আইসল্যান্ড, মরিশাস ও নিউজিল্যান্ড ডব্লিউএইচও-এর মান অর্জন করতে পেরেছে। এ ছাড়া একসময় এ তালিকায় প্রথম দিকে থাকা চীনে টানা পাঁচ বছর ধরে বায়ুদূষণ হ্রাস পাওয়ার পর গত বছর ফের ৬ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ৩২ দশমিক ৫ মাইক্রোগ্রামে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে ২০২২ সালে বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে ছিল আফ্রিকার দেশ চাঁদ। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ায় ২০২৩ সালের তালিকা থেকে দেশটি বাদ পড়েছে। এ ছাড়া ইরান ও সুদানকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আদালতকে অবহিত করে বিদেশ যেতে হবে ড. ইউনূসকে

ঢাকা, ১৯ মার্চ : শ্রম আইন লঙ্ঘন মামলায় শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ গ্রামীণ টেলিকমের শীর্ষ ৩ কর্মকর্তার দণ্ড ও সাজা স্থগিত করে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের দেয়া আদেশ বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। তবে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের রায় চ্যালেঞ্জ করে ড. ইউনূস ও অন্য ৩ জনের করা আপিল নিষপত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাজা ও জরিমানা স্থগিত করেছেন আদালত। একই সঙ্গে ড. ইউনূসকে বিদেশ যেতে আদালতকে অবহিত করতে হবে। গতকাল হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী ইবাদত হোসেনের সমন্বয়ে বেঞ্চ এ আদেশ দেন। হাইকোর্ট শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপিল নিষপত্তি করতে বলেছেন।

আদালতে ইউনূসের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার খাজা তানভীর আহমেদ। আর কলকারখানা অধিদপ্তরের পক্ষে শুনানি করেন এডভোকেট মো. খুরশীদ আলম খান। পরে ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন মানবজমিনকে বলেন, শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ গ্রামীণ টেলিকমের ৪ শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাজার রায় ও আদেশ স্থগিতের আদেশ অবৈধ বলে বাতিল করেছেন আদালত। ড. ইউনূসকে বিদেশ যেতে আদালতকে অবহিত করতে বলেছেন।

শুনানি চলাকালে হাইকোর্ট জানতে চান, কোনো বিদেশি কূটনীতিক যদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিচার নিয়ে মন্তব্য করেন এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার উপায় আছে কিনা। জবাবে কলকারখানার আইনজীবী এডভোকেট খুরশীদ আলম খান বলেন, ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

আইনজীবী খুরশীদ আলম খান হাইকোর্টকে আরও বলেন, ড. ইউনূসের মামলা নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস্? যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা আদালত অবমাননার শামিল। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সরকার তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। তারপরও বিষয়টি কোর্টের ওপর ছেড়ে দিলাম।

এ সময় ড. ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন হাইকোর্টকে বলেন, বাদীপক্ষের আইনজীবী কোর্টের মাথায় লবণ রেখে বরই খেতে চান। পিটার হাসের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নিতে হয়, তাহলে জতিসংঘ, শান্তিতে নোবেল জয়ী ও বিশ্বের বিশিষ্ট নাগরিক যারা ইউনূসের মামলা নিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছেন, তাদেরও এ মামলায় আনতে হবে। আর এটা করলে কী হবে, তা সবাই জানে। বাদীপক্ষের আইনজীবী কোনো রকম ট্রেনিং ছাড়াই মামলা পরিচালনা করছেন, এতে সরকার ও আদালত সবারই ক্ষতি করছেন।

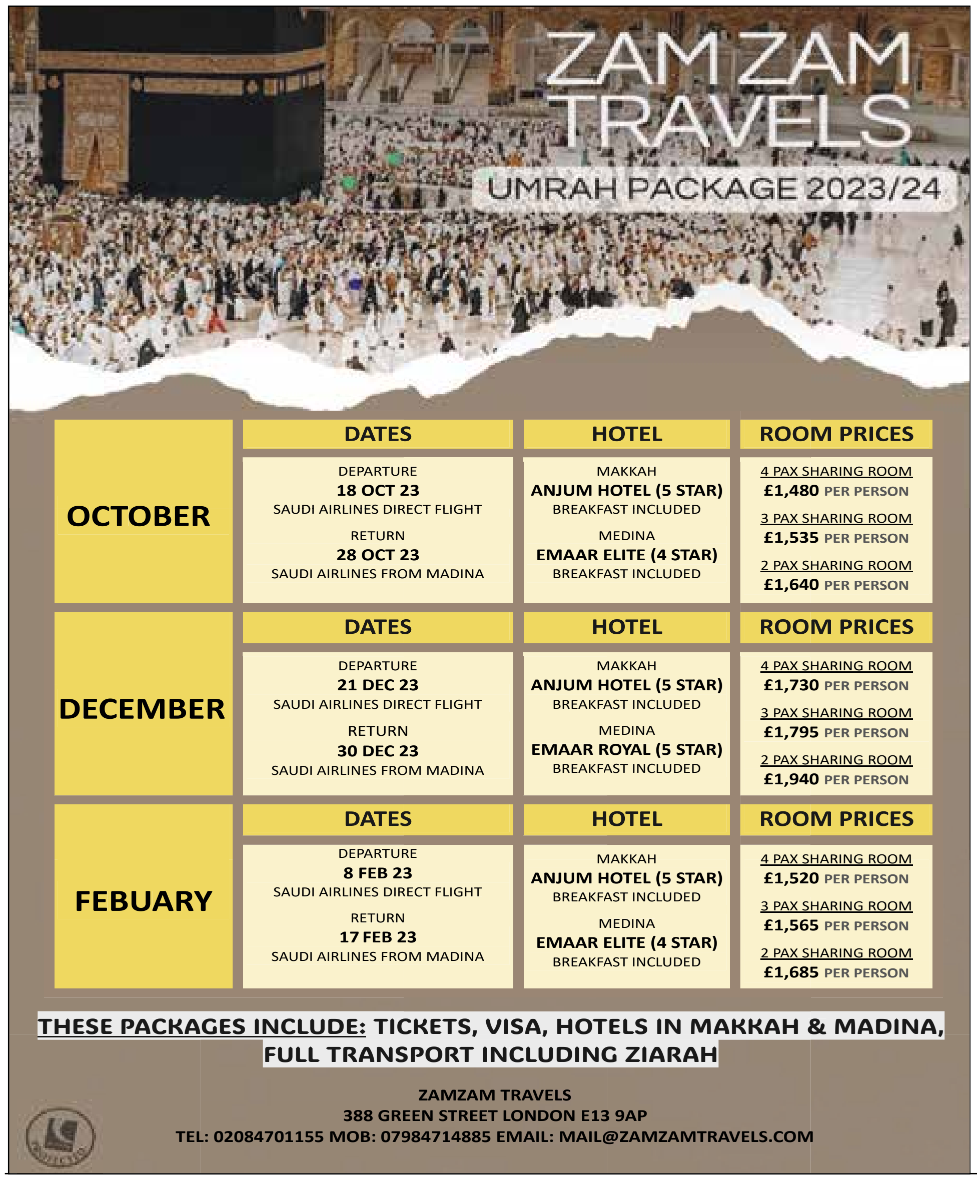

ZAMZAM TRAVELS
UMRAH PACKAGE 2023/24

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295
SIGNS | PRINTS

সাইন লিংক Sign Link SIGN MAKER
Est. over 25 years

- Shop Signs
- Banners
- Light Boxes
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Metal Trays
- Vinyl Graphics
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- T-Shirts / Bags
- Rubber Stamps
- Leaflet / Poster
- Business Cards

Signs - Banners - Stamps - Printing & Arts

17 Fordham Street,
London E1 1HS
Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295
Email: signlink@yahoo.com
Web: www.signlinklondon.co.uk

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

Charity Commission Authority
Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরাণী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭৫০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে ১. ছদক্বায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইয়াদগার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।
বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহায্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

স্থাপিত: ২০০৩
www.madinatululoom.co.uk

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা
প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে

আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়
কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে

Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk
M: 07484639461

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদিনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ , ডকলেন্ড লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক

ST42

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

নারী নিপীড়ন

শিক্ষাঙ্গন ইতরমুক্ত হোক

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী নিপীড়নের ঘটনা অহরহ ঘটছে। ব্ল্যাকমেলিংয়ের ফাঁদে পড়ে প্রায়শই যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন কোনো না কোনো নারী শিক্ষার্থী। দেশে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানে কিছু অসভ্য বর্বর কীভাবে যেন ঠাঁই পেয়ে যাচ্ছে শিক্ষক হিসেবে। নষ্ট ছাত্ররাজনীতির সারথিরা প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে যাচ্ছেতাইভাবে ব্যবহার করছে পৈতৃক প্রতিষ্ঠানের মতো। ছাত্রছাত্রীদের তাদের হুকুম তামিলের গোলাম বানাতেও তৎপর। এ মুহূর্তে বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী নির্যাতন-নিপীড়নে নিজেদের পারিচিতকে কলুষিত করছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী ফাইরুজ অবন্তিকার আত্মহত্যা নিপীড়নের বিষয়টি আবারও প্রকাশ্যে এনেছে। এ ঘটনায় জগন্নাথের সহকারী অধ্যাপক দ্বীন ইসলাম ও আম্মান সিদ্দিকী নামের এক সহপাঠীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তাদের দুজনকে দায়মুক্ত করতে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছে এটি একটি ওপেন সিক্রেট। সম্প্রতি ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, ইসলামী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সাময়িক বহিষ্কার ছাড়া কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। বড় অপরাধে ছোট মাত্রার শাস্তি হওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিন দিন ছাত্রী নিপীড়নে কলুষিত হয়ে উঠছে। দু-একটি ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিলেও অভিযোগ রয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার না পাওয়ার। বিচার না পেয়ে দিনের পর দিন ট্রমার শিকার হন ছাত্রীরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি গড়ায় আত্মহত্যা পর্যন্ত। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, স্কুল-কলেজ-মাদরাসা কোথাও নারী শিক্ষার্থীরা নিরাপদ নয়। এ অসভ্য বর্বর অবস্থার ইতি ঘটাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সবকিছুর আগে সভ্যতার সবক অর্জন করতে হবে। দেশবাসীর ট্যাক্সের টাকায় যেহেতু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলে সেহেতু এগুলোকে ইতরমুক্ত করার কাজে সরকারকে সক্রিয় হতে হবে। এটি তাদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

‘গরিবের দেশে’ ধনী কীভাবে আরও ধনী হয়

মাহা মির্জা

আম্বানির ছেলের বিয়েতে এক হাজার কোটি টাকার জৌলুশ দেখা গেল। প্রশ্ন উঠল, কোটি কোটি গরিব মানুষের দেশে এমন খরচবহুল বিয়ের অনুষ্ঠান করা ঠিক হলো কি না। কেউ বললেন, আম্বানির টাকা আছে, আম্বানি খরচ করেছেন। সমস্যা কী?

কেউ বললেন, আম্বানির মোট সম্পদের তুলনায় এই খরচ কিছুই নয়। আম্বানির বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ১১ লাখ কোটি টাকা। বলা হয়, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা–এই দুই রাজ্যের জিডিপি একসঙ্গে করলেও আম্বানি ও আদানির সম্মিলিত সম্পদের সমান হবে না।

আম্বানি কেমন করে এমন অস্বাভাবিক ধনসম্পদের মালিক হয়ে উঠলেন, সেই প্রশ্নও করতে হয়। এত এত গরিব মানুষের দেশে একজন আম্বানি বা একজন আদানির এই অদ্ভুত রকমের ধনী হয়ে ওঠা কি কাকতালীয়? তাঁরা কি কঠোর পরিশ্রম করে ধনী হয়েছেন? নতুন প্রযুক্তি বা নতুন ‘ইনোভেশন’ করে ধনী হয়েছেন?

এটা একেবারেই কাকতালীয় যে নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই আদানি ও আম্বানির সম্পদের পরিমাণ খুবই অদ্ভুতভাবে বেড়েছে। এটাও কি কাকতালীয় যে করোনা মহামারির সময় ভারতের কয়েক কোটি মানুষ যখন কাজ হারালেন, সেই একই বছর আম্বানির সম্পদের পরিমাণ একলাফে ১৩ বিলিয়ন ডলার বেড়ে গেল! আর আদানির সম্পদ বাড়ল প্রায় ৪২ বিলিয়ন ডলার!

অরবিন্দ কেজরিওয়াল একবার বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদি নির্বাচিত হলে পরের পাঁচ বছর মোদি নন, দেশ চালাবে ‘আম্বানি ব্রাদার্স’। কেজরিওয়াল খামাখা এ কথা বলেননি। গুজরাটি ব্যবসায়ী আদানি-আম্বানিদের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক বহু পুরোনো। ২০১৪ সালের নির্বাচনে আদানির প্রাইভেট জেটে চেপেই মোদি প্রচারণা চালাতেন। পরবর্তী সময় করপোরেট ভারতের সঙ্গে মোদির সম্পর্কটা হয়ে গেল গভীর লেনদেনের। মোদি ক্ষমতায় গিয়ে প্রথম কয়েক বছরেই অর্ধশত দেশ সফর করেছেন। এসব সফরে আঠার মতো লেগে ছিলেন এ দুই টাইকুন।

মোদি রাশিয়ায় গেছেন, আমেরিকা, জাপান, মালয়েশিয়া, ইরান, ও ইসরায়েলেও গেছেন। বাংলাদেশেও এসেছেন। সফর শেষে আদানি-আম্বানির মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো মোট ১৮টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অ্যাগ্রো, ফার্মা, জাহাজ নির্মাণ, ইন্টারনেট প্রযুক্তি, বন্দর, প্রতিরক্ষা–কোনো খাত বাকি নেই। সবচেয়ে বড় চুক্তিগুলো হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে, আম্বানিদের রিলায়েন্স ডিফেন্সের সঙ্গে।

মোদির বাংলাদেশ সফরের পর মেঘনা ঘাটে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ পেয়েছে রিলায়েন্স। আর খুবই উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রির চুক্তি করেছে আদানি। উল্লেখ্য, আদানির বার্ষিক ‘ক্যাপাসিটি চার্জ’ (বসিয়ে বসিয়ে ভাড়া) প্রায় ৪৫ কোটি ডলার! অথচ বাংলাদেশের জন্য এসব চুক্তি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় (দেখুন, আদানি গোড্ডা পাওয়ার প্রজেক্ট: টু এক্সপেনসিভ, টু লেইট, টু রিস্কি ফর বাংলাদেশ, আইইইএফএ, ২০১৮।)

অর্থাৎ এটা পরিষ্কার, মোদি সরকারকে খুশি রাখতে হলে আসলে আদানি-আম্বানিদেরই খুশি রাখতে হয়।

২০১৯ সালে ভারতের পার্লামেন্টে নতুন কৃষি বিল পাস হলো। কৃষকেরা আন্দোলন শুরু করলেন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে লাখ লাখ কৃষক দিল্লির পথে হাঁটাও দিলেন। সেই দীর্ঘ হাঁটার পথে কৃষকেরা প্রায় দেড় হাজার জিও টাওয়ার ভাঙচুর করলেন! কিন্তু কেন? কৃষকের আন্দোলন তো কৃষি বিলের বিরুদ্ধে, আম্বানির ওপর কৃষকদের এত রাগ কেন?

কৃষকেরা বলছিলেন, এই নতুন বিল কার্যকর হলে সরকারনিয়ন্ত্রিত স্থানীয় বাজারগুলো আর থাকবে না। গ্রামগঞ্জের বাজারগুলো সরাসরি ব্যক্তিমালিকানা খাতের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। ভারতের কৃষকেরা চান না, বড় অ্যাগ্রো কোম্পানিগুলো তাঁদের স্থানীয় বাজারব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ুক। সমস্যা হলো, রিলায়েন্স তো শুধু ‘জিও’, ‘ওয়েল’ বা ‘মিডিয়া’ নিয়ে ব্যবসা করে না। রিলায়েন্স ‘অ্যাগ্রিকালচার’ নিয়েও ব্যবসা করে। কৃষকেরা বলছেন, রিলায়েন্সের মতো ‘অ্যাগ্রো-দৈত্য’কে খুশি করতেই ভারত সরকারের এই বিল।

মহামারিতে ধনীর সম্পদ বাড়ে

কোভিডের সময় ভারতের জিডিপি কমেছিল ৮ শতাংশ। জিডিপি কমেছে মানে উৎপাদন কমেছে, শিল্প স্থবির হয়েছে, কারখানা চলেনি। অথচ মহামারির বছরেই ভারতের ১৪০ জন বিলিয়নিয়ারের সম্পদ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল! স্থবির অর্থনীতিতেও কোটিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি কেমন করে সম্ভব? সাংবাদিক পি সাইনাথ বললেন, ‘ওয়েলথ ট্রান্সফারড ফ্রম পুওর টু রিচ।’ অর্থাৎ নিচের তলার মানুষের পকেট থেকে টাকা চলে গেছে ওপরতলায়। বিশেষ করে ফার্মা, চিকিৎসা ও ডিজিটাল খাতে।

একই ঘটনা আমাদের দেশেও ঘটেছে। কোভিডের সময় শ্রমিক দিশেহারা, সঞ্চয়হারা। বিবিএস প্রতিবেদন বলছে, ওই বছর বাংলাদেশের মানুষের আয় কমেছে ২০ শতাংশ। অথচ একই বছর দেশে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে ৭ হাজার। উৎপাদন কমেছে, কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, দোকানপাট বন্ধ থেকেছে, জিডিপি সংকুচিত হয়েছে, কিন্তু ধনীরা ঠিকই আরও ধনী হয়েছে। মহামারির পরের বছর তো বিশ্বখ্যাত সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি ধনীদের ‘ডিপোজিট’ বেড়ে দাঁড়াল প্রায় আট হাজার কোটি টাকা! প্রতিবেদন বলছে, মহামারির পরপরই এই ‘ডিপোজিট’ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ হারে! এমনকি মহামারির ১৮ মাসে দুবাইয়ের রিয়েল-এস্টেট খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছেন বাংলাদেশি নাগরিকেরাই! ধারণা করা হয়, প্রায় পুরোটাই পাচার করা টাকা!

আবার এদিকে ভয়ংকর ডলার-সংকটের মধ্যেও দেশে বিলাসী গাড়ির আমদানি ঠেকানো যাচ্ছে না। গত চার বছরে শত শত বিএমডব্লিউ, রেঞ্জ রোভার আর মার্সিডিজ ঢুকেছে দেশে! আজব ব্যাপার হলো, ২০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর পরও বিলাসী গাড়ির আমদানি বেড়েছে প্রায় ৩০০ শতাংশ!

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়েলথ এক্সের প্রতিবেদন ২০১৮ সালেই দেখিয়েছিল যে বড়লোকের সংখ্যা ‘বৃদ্ধি’তে সারা দুনিয়ার মধ্যে চীন নয়, ভারত নয়, দুবাইও নয়; বরং আমাদের এই ঋণগ্রস্ত বাংলাদেশই সবার শীর্ষে! নতুন শিল্পায়ন নেই, নতুন কারখানা নেই, হাজারে হাজারে ছাঁটাই হচ্ছে, গ্যাসের অভাবে উৎপাদন বিপর্যস্ত; অথচ ধনী আরও ধনী হচ্ছেন। কীভাবে?

একটা সময় ছিল, যখন ধনী হতে হলে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো। কলকারখানা করতে হতো। বাংলাদেশের পুরোনো শিল্পপতিদের একটা বড় অংশই ‘উৎপাদন’ করে, শিল্প করে বা ‘গার্মেন্টস’ করেই ধনী হয়েছে (যদিও এই শিল্পপতিদেরই আরেকটি অংশ জাতীয় সম্পদ লুট আর রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের টাকা মেরেই ধনী হয়েছিল।)

তো গত এক দশকে আমরা দেখলাম, এই ‘উন্নয়ন’ জামানায় শতকোটি টাকার মেশিন বসিয়ে ঘটঘট শব্দ করে উৎপাদন-টুৎপাদন করে ধনী হওয়ার দরকার নেই। বরং ধনী হওয়ার অনেক সহজ উপায় আছে। প্রথমত, এই দেশে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর টাকা ফেরত দেওয়া লাগে না। দ্বিতীয়ত, শুধু কমিশন-বাণিজ্য করেই হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নিজেদের লোক বসিয়ে গোটা ব্যাংকই ‘খেয়ে’ ফেলা যায়। চতুর্থত, প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পে কিম্ভূতকিমাকার খরচ দেখিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা সম্ভব।

ব্যাংকের টাকায় বিলাসী জীবন ও আমাদের কৃষি বাজেট

ভারতের একসময়ের শীর্ষ ধনী ছিলেন বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি আর সুব্রত রায় (নেটফ্লিক্স এই তিন ধনীকে নিয়ে বানিয়েছে বহুল আলোচিত ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাড বয় বিলিয়নিয়ার্স’)। এই তিন ধনীর চিন্তাভাবনায় অদ্ভুত মিল আছে। এসব ধনী ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো থেকে কয়েক হাজার কোটি রুপি ঋণ নিয়েছিলেন এবং ‘পাবলিক মানি’ দিয়ে বিলাসী জীবন যাপন করে গেছেন। কিন্তু তাঁরা মনেই করেননি যে ব্যাংকের টাকা পরিশোধ করতে না পারা একটি ফৌজদারি অপরাধ।

বাংলাদেশের শীর্ষ ধনীরা কি তাঁদের চেয়ে আলাদা? ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করেন? দেশের সবচেয়ে বড় ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানটির কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকার পাওনা আছে ২২ হাজার কোটি টাকা! (জনতা ব্যাংকের বিতরণ করা ঋণের ৪০ হাজার কোটি টাকাই দেশের শীর্ষ তিন শিল্প গ্রুপের)। এর আগেও দেশের শীর্ষ চার ধনীকে ‘বিশেষ বিবেচনায়’ ২১ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক।

এই ‘বিশেষ বিবেচনা’ জিনিসটা কী? এগুলো কার জন্য প্রযোজ্য? কৃষি ব্যাংক নামের একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক আছে বাংলাদেশে। ওখানে আছে ‘বিশেষ বিবেচনা’ বলি কিছু আছে? পত্রিকায় দেখলাম, ‘ঈশ্বরদীতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ৩৭ জন কৃষকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। ১২ জনকে হাজতে পাঠানো হয়েছে।’ উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে এসব চাষার ‘ঋণ’ ছিল মোটে ৩০ হাজার টাকা।

বর্তমানে বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় সোয়া ১ লাখ কোটি টাকা। অন্যদিকে, দেশের ৪ কোটি কৃষকের জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ মাত্র ১৬ হাজার কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খাদ্যে ধনীদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ

দেশ-বিদেশের ভূতত্ত্ববিদেরা ক্রমাগত বলে গেছেন, বাংলাদেশ গ্যাসসম্পদে সমৃদ্ধ, এলএনজি আমদানির প্রয়োজন নেই। অথচ একটি বিশেষ ‘গ্রুপ’কে দেওয়া হলো বিপুল পরিমাণ এলএনজি আমদানির লাইসেন্স। তার মেশিন নেই, জনবল নেই, সক্ষমতাও নেই। ভাড়া করা হলো বিদেশি কোম্পানি। বিরাট কমিশন-বাণিজ্য হলো। যে আমদানি করছে, সেই ‘রিগ্যাসিফিকেশন’ করছে, সে-ই টার্মিনাল বানাচ্ছে, সে-ই ইচ্ছেমতো ‘বিল’ করছে সরকারকে। এভাবে দেশের সবচেয়ে জরুরি ‘সাপ্লাই চেইন’টিকে পরিকল্পনা করেই তুলে দেওয়া হলো এই শীর্ষ ধনী কোম্পানির হাতে।

দেশের বিদ্যুৎ খাতকে আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি প্রভাবশালী গ্রুপের হাতে। বছরের অধিকাংশ সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও তাদের বসিয়ে বসিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এই ‘বসিয়ে ভাড়া’র পরিমাণটা তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য। গত এক দশকে ‘প্রাইভেট’ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো শুধু ‘ভাড়া’ বাবদই নিয়ে গেছে এক লাখ কোটি টাকা (দেশের ৬ বছরের কৃষি বাজেটের সমান)। চীন, জাপান, ভারত, রাশিয়া, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবির কাছে বাংলাদেশের সব দেনা একসঙ্গে করলেও এত টাকা হয় না! ব্যাংক ও জ্বালানি খাত শেষ। বাকি রইল খাদ্য। ১৭ কোটি বিপর্যস্ত মানুষের খাদ্য।

হাতে গোনা কিছু কোম্পানির হাতে চলে গেছে গোটা বাজারের নিয়ন্ত্রণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় গম, চিনি, আটা আর সয়াবিন তেলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করছে একটি বিশেষ গ্রুপ। যে আমদানি করছে, সে-ই রিফাইনারির মালিক, সে-ই প্যাকেটজাত করছে। কিসের প্রতিযোগিতা, কিসের ‘ফ্রি মার্কেট’। ইচ্ছেমতো দাম বাড়াও। মুরগি, ডিম, ওষুধ, ফিডও চলে গেছে আরেকটি বৃহৎ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। কোম্পানিগুলোর সিন্ডিকেটের খপ্পরে পড়ে কয়েক লাখ প্রান্তিক খামারি নিঃস্ব হয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্লেট থেকে আমিষ হাওয়া হয়ে গেছে।

ক্লান্ত মানুষ ধারদেনা করে টিকে আছে এই দেশে। চাল, ডাল, ঘরভাড়া, মায়ের চিকিৎসা, সন্তানের পড়াশোনা–সব চলে গেছে আয়ত্তের বাইরে। আর এখানেই ১০ ভাগ লোক লুটে নিয়েছেন দেশের ৪০ ভাগ সম্পদ। এই অবস্থাকে কেউ বলছেন ‘গ্যাংস্টার ক্যাপিটালিজম’, কেউ বলছেন ‘পুঁজিবাদের দুর্বৃত্তায়ন’। কিন্তু এই পরিস্থিতি তো ‘অ্যাক্সিডেন্টাল’ নয়।

উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বৈদেশিক ঋণ এসেছে, ঋণের টাকায় অস্বাভাবিক খরচের প্রকল্প হয়েছে, পাবলিক ব্যাংক থেকে টাকা চলে গেছে ধনীর ‘প্রাইভেট’ অ্যাকাউন্টে। ধনী সেই টাকা দেশের ভেতরে বিনিয়োগ করেনি, বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। মধ্যখান থেকে ঋণ পরিশোধ করতে স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর চাপানো হয়েছে অস্বাভাবিক ট্যাক্সের বোঝা।

এদিকে এনবিআর বলছে, দেশের ৮৭ ভাগ ধনীই আয়কর দেন না! এই ভূখণ্ডে তাই ধনীর আরও ধনী হয়ে ওঠা কোনো ‘অঘটন’ নয়। গণতন্ত্র, জবাবদিহি, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংকিং–সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক কবজা করা হয়েছে শুধু পাবলিক খাতের বিপুল সম্পদ ধনীর হাতে তুলে দিতেই। সরকার ও ধনী ব্যবসায়ীরা মিলেমিশে যোগসাজশ করে, প্রভাব খাটিয়ে, আইন পরিবর্তন করে জনগণের সম্পদ ধীরে ধীরে ‘প্রাইভেট কোম্পানির’ হাতে স্থানান্তর করেছেন। উন্নয়নের দেড় দশকে এই কাজটাই সবচেয়ে সফলভাবে হয়েছে। মাহা মির্জা লেখক-গবেষক

৩২ বছর বিএনপি করার পর কেন ছাড়বো

ঢাকা, ২০ মার্চ : দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে 'কিংস পার্টি' নামে পরিচিতি পাওয়া 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম'-এর সঙ্গে নিজের এবং সাকিব আল হাসানের সম্পৃক্ততার যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা 'সঠিক নয়' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম।

তিনি বলেন, ৩২ বছর দল করার পর দল ছাড়া কি এত সোজা নাকি? কেন ছাড়বো, একটা অজানা অচেনা দলে যাবো।

গতকাল দুপুরে বনানীতে নিজের বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। হাফিজ উদ্দিন আহমেদের হাতে ফরম দিয়ে সাকিব আল হাসানের যোগদানের একটি আলোকচিত্র গণমাধ্যমে প্রকাশের পর তিনি এই সংবাদ সম্মেলন ডেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

তিনি বলেন, আমি আগেও বলেছি, কেন আমি বিএনএমে যোগদান করি নাই, কেন আমি বিএনপি ছাড়ি নাই। এতদিন পর আবার এই সংবাদ। এটা তো গোপন কোনো কিছু না। আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছেন তারা (বিএনএম ও সরকারের কিছু লোক)। আমি প্রস্তাব গ্রহণ করি নাই। বিএনপিতে রয়েছি।

সাকিব আল হাসান দেশের গৌরব, বিশ্বের সেরা অল রাউন্ডার, কোনোদিন রাজনীতি করে নাই, তিনি রাজনীতি করতেই পারেন। সাবেক ক্রীড়াবিদ হিসেবে আমার কাছে এসেছিলেন।

আমি তাকে কোনো উৎসাহ দেইনি। আমি যোগদান না করায় তিনিও তার পথ বেছে নিয়েছেন। যেখান থেকে সহজে জেতা যাবে, সেই নির্বাচনে কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না, সম্পূর্ণ পাতানো নির্বাচনে তিনি এমপি হয়েছেন, এটি তার বিষয়। এই নিয়ে যে কাল্পনিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এটা সঠিক নয়।

হাফিজ বলেন, এতদিন পরে দুইটি পত্রিকা সাকিব আল হাসানকে জড়িয়ে আমার সম্পর্কে যে মিথ্যা প্রচার করেছে এতে আমি মর্মাহত হয়েছি। দেশে কতো অপকর্ম করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। একতরফা ডামি নির্বাচন করলো, এ নিয়ে তো পত্রিকায় কিছু দেখি না। দেশের ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক লুটপাট চলছে কয়েক বছর ধরে, এ নিয়ে তো এসব পত্রিকায় কোনো রিপোর্ট দেখি না, সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের কোনো কূলকিনারা হচ্ছে না। এই নিয়ে তো ওইসব পত্রিকায় কিছু দেখি না। আমার ধারণা জন্মেছে যে, সরকারের বিভিন্ন অপকর্ম লুকিয়ে রেখে জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে এই বিএনএম সৃষ্টির কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা তারা করেছে। আমি বলতে চাই, আমি নির্বাচন কমিশনে কাউকে পাঠাইনি, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ কিংবা তদবির করার জন্য কাউকে কখনো পাঠাই নাই।

এই বিএনএম সৃষ্টি করেছেন কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। যারা আমাকে যোগ দেয়ার অনুরোধ করেছে এবং আমার বাসায় এসেছে কয়েকবার। আমার বাসায় ওই দলটির কোনো সভাও হয়নি। এসব মিথ্যাচার।

পার্কে নিয়ে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ

ঢাকা, ২০ মার্চ : কিশোরগঞ্জে পার্কে নিয়ে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত মো. কাউছার উদ্দিন (২৩)কে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব। গত সোমবার বিকালে ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ঝিলমিল এলাকায় র‌্যাব-১৪, কিশোরগঞ্জ ক্যাম্প ও র‌্যাব-১০ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত মো. কাউছার উদ্দিন জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার হাত্রাপাড়া গোয়ালবাড়ীর মৃত আব্দুল কাদিরের ছেলে। র‌্যাব-১৪, সিপিসি-২, কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. আশরাফুল কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, করিমগঞ্জের একটি মহিলা কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কলেজে আসা-যাওয়ার পথে কাউছার উদ্দিনের পরিচয় হয়। এর সূত্র ধরে কাউছার গত ২ জানুয়ারি বেলা ১২টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া এলাকার নেহাল পার্কে কলেজছাত্রীকে ঘুরতে নিয়ে যায়। সেখানে ঘোরাফেরার একপর্যায়ে বিকাল ৪টার দিকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে পার্কের ভেতর একটি পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘরে কলেজছাত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে কাউছার। এ ঘটনার পর গত ১০ই জানুয়ারি কলেজছাত্রী নিজে বাদী হয়ে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। মামলা হওয়ার পর অভিযুক্ত ধর্ষক মোঃ কাউছার উদ্দিন গাঢাকা দেয়। তাকে আইনের আওতায় আনতে র‌্যাব-১৪, সিপিসি-২, কিশোরগঞ্জ ক্যাম্প তৎপরতা শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আসামি মোঃ কাউছার উদ্দিনের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর র‌্যাব অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের পর পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার এসআই নাইমুল ইসলাম জানান, আসামি মোঃ কাউছার উদ্দিনকে গতকাল আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বানিয়াচংয়ে ২ ভুয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সাজা

সিলেট, ২০ মার্চ : হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে আয়েশা আক্তার ও রাকিব মিয়া নামে দুই ভুয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে আটক করেছে স্থানীয়রা। ১৯ মার্চ বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে স্থানীয় গ্যানিংগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। তারা শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার খাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা। এসময় তাদের কাছে ভুয়া আইডি কার্ড ও ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেছে। আটককৃতদের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে হাজির করা হলে মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে সাজা প্রদান করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাইফুল ইসলাম। তাদেরকে পৃথকভাবে ৭ দিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়। সহকারী কমিশনার মোঃ সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA
Maestro
MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

PICK UP YOUR COPY
FREE
দেশ

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

আপেল রিয়েল এস্টেটের উদ্যোগে দোয়া অনুষ্ঠিত

আপেল রিয়েল এস্টেটের উদ্যোগে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মার্চ সোমবার সন্ধ্যায় অ্যাপল রিয়েল এস্টেট, লেসউড ড্রাইভ, নিউবেরি পার্ক, রেডব্রিজে তারাবীর নামাজের পর এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হাবিবুর রহমান হাবিব এমপি। এতে মিশর থেকে আগত ইমাম মুহাম্মাদ হুওয়াজ এর নেতৃত্বে তারাবীর ছালাত আদায় করা হয় নিউবারিপার্ক মসজিদে। অ্যাপল রিয়েল এস্টেটের পরিচালক আফসর হোসেন এনাম দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন এবং এতে তিনি স্থানীয় উপাসক, সম্প্রদায়ের নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের জামাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ইমাম মুহাম্মাদ হুওয়াজ দোয়া পরিচালনা করেন এবং মুসলিম জাতি সহমর্মিতা ও শান্তিতে বসবাসের জন্য দোয়া করেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন নেওবুরি পারক মসজিদ এর ইমাম মুফতি মুহাম্মদ মিকদাদ ও ইমাম মুহাম্মদ মওদুদ।

এছাড়াও আরও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন (রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের সভাপতি), শাহীন চৌধুরী (জাগরত নারী উন্নয়ন সংস্তা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও আরসিট্রি সাধারন সম্পাদক), শাহীন আহমেদ (আরসিটি-এর শিক্ষা সচিব) টিপু, জয়নাল চৌধুরী, এ কালাম, এএইচ ফারুক উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী) মুহিত আহমেদ, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। দোয়া শেষে আফসর হুসাইন এতে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া দ্বীনিয়া ইউকের পক্ষ থেকে মৌলভীবাজারে রামাদ্বান ফুড বিতরণ

জামেয়া দ্বীনিয়া ইউকের পক্ষ থেকে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ইসলামবাগ-মোস্তফাপুর ইউনিয়নে হতদরিদ্র ৬৫টি পরিবারের মধ্যে রামাদ্বান ফুড বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৮ মার্চ সোমবার জামেয়া দ্বীনিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এগুলো বিতরণ করা হয়। মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল মাওলানা হাফেজ সৈয়দ মাজদুদ আহমেদ রাফিদ এর সভাপতিত্বে বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জামেয়া দ্বীনিয়া মৌলভীবাজারের উপদেষ্টা রশিদ উদ্দিন আহমদ, জামেয়া দ্বীনিয়ার মৌলভীবাজার এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ডাক্তার সাদিক আহমদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক আলহাজ্ব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মাতুক, মৌলভীবাজার পৌরসভা প্যানেল মেয়র সৈয়দ সেলিম হক, প্রফেসার শাহ আব্দুল ওয়াদুদ, সাবেক কাউন্সিলার আয়াছ আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant
& Sweetmeat
ফিস্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
✓ Charity Registration
✓ Developing Constitutions
✓ Charity Administration
✓ Gift Aid
✓ Trainings
✓ And much more!
✓ Bank account opening
✓ Submitting Annual Return
✓ Project Management
✓ Just Giving Campaign
✓ Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

FISH
RICE
MEAT
CHICKEN

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane,
London E1 5JP

শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশনের ইফতার মাহফিল

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশন ইউকের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার (১৮ মার্চ) হোয়াইচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আগত অতিথিরা রমজানের গুরুত্ব তুলে ধরে অসহায় ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি, বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং রাজনীতিবিদ আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল লেইছ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ দিলাওর হোসেনের পরিচালনায় ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রেজাউল কবির জায়গিরদার রাজা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইনি্জনিয়ার হাবিবুর রহমান মিলিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. রোয়াব উদ্দিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সদরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন, ইকবাল হোসেন, আব্দুস সালাম, সাইদুর রহমান, হাজী ইকবাল হোসেন, ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফেন্দী লিটন, গোলাম মোস্তফা, সায়েক আহমদ, মাইন উদ্দিন আনসার, আশিকুর রহমান, ফারভেজ কুরেশী, আঙ্গুর আলী, আহবাব হোসেন, আব্দুস শহিদ, সিজিল মিয়া, বদরুল মিয়া, মুক্তারুজ্জামান, টিপু, মিসবা, জানান, দুলন আহমদ প্রমুখ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা বেলাল আহমদ। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কাহার। দোয়ায় দেশ ও জাতীর কল্যান কামনা করে মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চুনারুঘাট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

চুনারুঘাট ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ মার্চ রবিবার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল স্ট্রিটস্থ জিসিএস ভবনে এই ইফতারের আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুন নুরের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোমিন আলীর পরিচালনায়

অতিথি হিসাবে ছিলেন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি, হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশনির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম এ আজিজ, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি ও সাউথ-ইস্ট রিজিয়নের সাবেক সভাপতি ইজবা উদ্দিন, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক, সাউথ-ইস্ট রিজিয়নের সাধারন সম্পাদক ফজলুল করিম চৌধুরী, হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক ব্যরিস্টার মাহমুদুল হক, অর্থ সম্পাদক সামসুউদ্দিন আহমেদ, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল সাউথ-ইস্ট রিজিয়নের সহ-সভাপতি আব্দুল গফুর, যুগ্ম-সম্পাদক ও ইস্ট লন্ডন ব্রান্চের সভাপতি আব্দুল মালিক কুটি, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এওয়ার্ড প্রাপ্ত ও নিজামপুর ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান অলিউর রহমান শাহিন, হবিগন্জ ফাউন্ডেশন ইউকের সভাপতি দেওয়ার সৈয়দ রব মোর্শেদ, সাধারন সম্পাদক আল আমিন, জাহাঙ্গীর খায়ের, জমাল, আবুল কালাম, মন্জুর আহমেদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রিভিউ কাউন্সিল প্রধান সেলিম রেজা, সদস্য মোতাকাব্বির হারুন, সহ-সভাপতি সাজাল মিয়া, আব্দুস ছালাম, সালেহ বেলাল প্রমুশ। বক্তারা সংগঠনের বিগত দিনের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

- সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS 07957 191 134 www.fastremoval.com
■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

সেরা নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন রুমানা রাখি

বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উইমেন্স কমিশনের ২০২৪ সালের সেরা নারী স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির সিনিয়র ভলান্টিয়ার কো-অর্ডিনেটর রুমানা রাখি। বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আনসাং হিরো, ফিমেইল কেয়ারার অব দ্যা ইয়ার, ফিমেইল ভলান্টিয়ার অব দ্যা ইয়ার, ফিমেইল বিজনেস লিডার অব দ্যা ইয়ার ও উইম্যান গ্রুপ অব দ্যা ইয়ার ক্যাটাগরীতে ৫ জন নারীকে সম্মাননা দেয়া হয়।

রুমানা আফরোজ রাখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোশিয়াল সাইন্সে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ২০১২ সালে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ২০১৮ সাল থেকে ব্রিটেনে সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্রিটিশ দাতব্য সংস্থার সাথে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যুক্ত আছেন। ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির হয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের গার্ডেনিংয়ে উদ্বুদ্ধ করা, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কার্বন রিডাকশন প্রজেক্ট, এনএইচএস নর্থ ইংল্যান্ডের সোশিয়াল প্রেসক্রিপশন, হোমলেস মানুষদের খাবার ও গরম কাপড় বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের সাথে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যুক্ত আছেন।

রুমানা আফরোজ রাখির এই অর্জনে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন বলেন, রুমানা আমাদের নিবেদিত প্রান একজন স্বেচ্ছাসেবী। ইস্টহ্যান্ডসের প্রতিটি প্রজেক্ট সফলতার সাথে ডেলিভারীতে তার অবদান অনেক। কমিউনিটি উন্নয়ন ও পরিবর্তনে তার ভূমিকার স্বীকৃতি হিসাবে যে সম্মাননা পেয়েছে এজন্য ইস্টহ্যান্ডস পরিবার গর্বিত।

উল্লেখ্য, ৭ মার্চ পূর্ব লন্ডনের অট্রিয়াম সেন্টারে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা তুলে দেয়া হলেও রুমানা রাখি পেশাগত কাজে দেশের বাইরে থাকায় ২০ মার্চ উইমেন্স কমিশনের অফিস থেকে সম্মাননা গ্রহন করেন।

লন্ডনে এফআরআই'র ইফতার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (এফআরআই) এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ মার্চ মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে ইফতার ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এফআরআই এর সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরীর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক, প্রধান আলোচক ছিলেন মুফতি শাহ সদর উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আমারদেশ ইউকের নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমদ, সহ-প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম ও অনলাইন একটিভিস্ট ফোরামের সভাপতি মোঃ জয়নাল আবেদিন। আলোচনার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মাদ শামসুল ইসলাম কবির এবং সংগিত পরিবেশন করেন খন্দকার হাসানুল করিম আফ্ফান।

সভায় বক্তারা বলেন, রমজান মাস হলো তাকওয়া অর্জন ও সংযম সাধনার মাস। এই মাসেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইফতার মাহফিল নিষিদ্ধ করে ফ্যাসিস্ট সরকার ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব জাতির সামনে তুলে ধরছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের আলোচনায় ছাত্রলীগ হামলা করে রক্তাক্ত করেছে সাধারণ ছাত্রদের। আওয়ামীলীগ এখন নতুন ধর্ম চালু করেছে, তারা মুসলমানের বিরুদ্ধে, হিন্দুর বিরুদ্ধে, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে। তাদের প্রভু শেখ মুজিবুর রহমান, তারা তাদের নেতার পূজা করছে। তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব অন্যের কাছে বিক্রি করেছে। তাই আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইয়ে নামতে হবে। এই যুদ্ধ শুধু স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধ ঈমান বাঁচানোর যুদ্ধ, এই লড়াই দেশ বাঁচানোর লড়াই।সুতরাং দেশে-বিদেশে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতন ঘটিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সকল ধর্মের মানুষ নিরাপদে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

FIGHT FOR RIGHTS INTERNATIONAL

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost
Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER
(LLB Hons)
Email:
liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

‘যুক্তরাজ্য ভ্রমণের দিনগুলো’ বইয়ের প্রকাশনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিশিষ্ট লেখক আইনজীবী ও শিক্ষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ আবু তাহেরের যুক্তরাজ্য ভ্রমণের দিনগুলো বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ মার্চ মৌলভীবাজারের মামার বাড়ি রেস্টুরেন্টের কনফারেন্স হলে এই অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, আইনজীবী, মসজিদের ইমাম, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিপুল মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এতে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন ফোরাম মৌলভীবাজারের সভাপতি লেখক ডঃ আবু তাহেরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর ফজলুল আলী।

শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন ফোরাম মৌলভীবাজারের সাধারণ সম্পাদক বাবুল উদ্দিন খানের পরিচালনায় বই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজারের দৈনিক মৌমাছি কণ্ঠের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি বৃটেনের কমিউনিটি লিডার ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর, যুক্তরাজ্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ আব্দুল হান্নান, প্রবীণ সাংবাদিক বকশি ইকবাল আহমদ, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইকবাল, অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম, সাংবাদিক নুরুল ইসলাম শেফুল, কবি সুমিত্র দেব টিটু, এম মুহিবুর রহমান মুহিব, কবি পুলক ধর, কচুয়া আল-মনসুর ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট এর সহ সভাপতি ফারুক আহমদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন

বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৯ মার্চ মঙ্গলবার বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের আয়োজনে প্রতিবারের ন্যায় লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এর মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে ইফতারের আয়োজন করা হয়। এতে বড়লেখা উপজেলার সর্বস্তরের সুধীজন, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।

ইফতার মাহফিলের প্রাক্কালে মাওলানা হাফিজ মোসলেম উদ্দিন রোজার তাৎপর্য ও ফজিলত নিয়ে আলোচনা করেন। মাওলানা হাফিজ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইফতারপূর্ব দোয়া পরিচালনা করেন। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন কমিনিটি ব্যক্তিত্ব ফয়জুর রহমান, বাসিত চৌধুরী কামরান, জাহাঙ্গীর কবির হীরা, বদরুল ইসলাম, শাহাব উদ্দিন (প্রধান উপদেষ্টা) আবু রহমান, কামরুল ইসলাম, শাহাব আহমদ, আজিজুর রহমান, এমরান আহমদ পান্না, কাইয়ুম চৌধুরী, আব্দুল মালিক, ইউসুফ খান, নাজমুল ইসলাম, ফজলুর রহমান, বাবলু আহমদ, বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের নির্বাহী পরিষদের সভাপতি নাজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিন বেলাল, হাসান পারভেজ রাসেল, সিরাজ উদ্দিন, ইলিয়াস আহমদ, সালাউদ্দিন এনাম, লুৎফুর রহমান, আলিম উদ্দিন, জামিল হোসাইন, আমি্ব্বর হোসাইন, আবুল কাসেম, ফয়সল উদ্দিন, আবুল আহাদ, কাজল সরকার, ব্যারিস্টার আব্দুল জব্বার, আব্দুল মানিক, জাকির হোসেন, আনোয়ার, এবাদত, তাজ উদ্দিন, ফয়সল উদ্দিন, ইমন, তাজুল, সুমন চৌধুরী, ফকরুল ইসলাম, সাইদুর রহমান, আকবর হোসেন, নুরুল হক প্রমুখ। ইফতার ও দোয়া মাহফিল সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পরম আতিথেয়তা ও আপ্যায়নের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এটিএন বাংলা ইউকের প্রধান নির্বাহী অসুস্থ ঃ রোগ মুক্তির জন্য দোয়া কামনা

এটিএন বাংলা ইউকের প্রধান নির্বাহী হাফিজ আলম বখশ গুরুতর অসুস্থ। তিনি চিকিৎসকের নিবিড় পরিচর্যায় বর্তমানে নিজ বাসায় অবস্থান করে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। তাঁর আশু রোগ মুক্তির জন্য প্রবাসী বাংলাদেশী ও এটিএন বাংলা ইউকের দর্শক, বিজ্ঞাপন দাতা, শুভানুধ্যায়ীদের কাছে দোয়া চেয়েছে এটিএন বাংলা ইউকে পরিবার।

উল্লেখ্য, হাফিজ আলম বখশ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডন আসেন। লন্ডনে তিনি বিভিন্ন ব্যবসার পাশাপাশি বিগত প্রায় দুই যুগ থেকে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন বাংলার লন্ডনে সম্প্রচার আরম্ভ করেন। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমানে এটিএন বাংলা ইউকে দর্শকপ্রিয়তায় অন্যতম সেরা বাংলা চ্যানেল হিসেবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। হাফিজ আলম বখশ-এর মিডিয়া জগতে পদাচারনার পাশাপাশি অভিনেতা এবং চলচিত্র নির্মাতা হিসাবেও সুনাম রয়েছে। তাঁর নির্মিত মন লোক বাংলাদেশে মুক্তিরঅপেক্ষায়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

MQ HASSAN
SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD

YOUR 24/7 HOME SOLUTION FOR
HOME REFURBISHMENTS,
PLUMBING & HEATING , ELECTRIC,
CARPENTRY, ROOFING, LOFT AND EXTENSION,
PLASTERING, PAINTING, DOMESTIC APPLIANCE'S
REPAIR, GAS & ELECTRIC CERTIFICATE & MORE

Contact
07957 148 101

আলম প্রপার্টি
মেইনটেন্যান্স লিমিটেড
সব ধরনের নির্মাণকাজের নিশ্চয়তা

- প্লাম্বিং এবং হিটিং
- বয়লার সার্ভিস
- সেন্ট্রাল হিটিং পাওয়ার ফ্লাস
- ইলেকট্রনিকস
- নতুন ছাদ প্রতিস্থাপন
- কার্পেটিং
- ডাবল গ্লেজিং উইন্ডোজ
- তালা মেরামত ও প্রতিস্থাপন
- লফট এন্ড এক্সটেনশন
- কিচেন এন্ড বাথরুম মেরাতম
- পেইন্টিং ও ডেকোরেটিং
- গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি মেরামত
- গ্যাস ও ইলেকট্রিক সার্টিফিকেট

আজই যোগাযোগ করুন
07957 148 101

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

- আকর্ষণীয় রেট
- বিকাশ সার্ভিস
- ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
- একাউন্ট ট্রান্সফার
- ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
- ব্যুরো ডি চেঞ্জ

আসল ডাক্তার মালয়েশিয়ায় প্রক্সি দেন ভুয়া চিকিৎসক!

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এক ভুয়া ডাক্তারকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত সাদিয়া আক্তার (৪৩) ঢাকার মিরপুর শেওরাপাড়া এলাকার মুহিত খানের মেয়ে। এ ঘটনায় ওই ভুয়া ডাক্তারের কর্মরত প্রতিষ্ঠান সোনিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৫০ হাজার ও ফার্মেসিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনার কারণে সোনিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার নামক প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (১২ মার্চ) দুপুরে গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সিদ্ধার্থ ভৌমিকের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কিশলয় সাহা, ডা. সাবিনা আক্তার, থানার এসআই এমরুল কবিরসহ পুলিশসদস্যরা অভিযান অংশ নেন।

জানা যায়, ডা. সাদিয়া চৌধুরী সিম্মি নামের একজন চিকিৎসক মালয়েশিয়ায় থাকেন। তার নাম পরিচয় ব্যবহার করে ওই ভুয়া চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে সোনিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চিকিৎসা দিয়ে আসছেন। খবর পেয়ে মঙ্গলবার গোয়াইনঘাট উপজেলা প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে ওই ভূয়া চিকিৎসককে আটক করেন।

বিদেশ না যাওয়ার শর্তে বিএনপির দুই নেতাসহ ৫ জনের জামিন

সিলেট প্রতিনিধি: রাজনৈতিক মামলা থেকে উচ্চ আদালতের পর এবার ন্নি আদালতে জামিন পেলেন সিলেট বিএনপির শীর্ষ সারির দুই নেতানহ পাঁচজন।

নেতাদের মধ্যে রয়েছেন মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন ও যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল হাসান কয়েছ লোদী। গত বৃহস্পতিবার (১৪ মার্চ) সিলেট অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুরে আলম ভূঁইয়া শর্ত সাপেক্ষে তাদের দুজনের জামিন মঞ্জুর করেন।

গত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে দায়ের হওয়া বিভিন্ন 'রাজনৈতিক মামলা' থেকে উচ্চ আদালতের পর ন্নি আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন সিলেট মহানগর বিএনপির ৫ নেতা। এরই মধ্যে সিলেট মহানগর বিএনপির অন্যতম দুই শীর্ষ নেতাকে 'দেশের বাইরে না যাওয়ার শর্তে' জামিন দেওয়া হয়েছে, এমনটি জানিয়েছে আদালত সূত্র।

সিলেট মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল হাসান কয়েস লোদী বলেন, গত বছরের ২৮ অক্টোবর থেকে সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবিতে বিএনপি আন্দোলনে করে। এ ঘটনায় নগরের বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলায় সিলেট মহানগরের ৫ জন নেতাকর্মীদের ন্নি আদালত জামিন দিয়েছেন। তবে আমাদের মহানগর কমিটির সভাপতি নাসিম হোসাইন ও আমাকে বিদেশ না যাওয়ার শর্তে জামিন দেওয়া হয়েছে।

এরআগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান ও বিচারপতি ফাহমিদা কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ নাসিম, লোদীসহ সিলেটের বিএনপির অন্তত ৫০ নেতাকর্মী ছয় সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়।

এক প্রবাসীর ব্যাগ চুরি আরেক প্রবাসী আটক

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটে এক প্রবাসীর ব্যাগ চুরির অভিযোগে আরেক প্রবাসীকে আটক করা হয়েছে। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্ক্যানিং মেশিন থেকে ১০ হাজার ৫৩০ রিয়ালসহ সংযুক্ত আরব আমিরাত ফেরত যাত্রীর ব্যাগ চুরি হয়। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরেক প্রবাসীকে আটক করা হয়।

গত ১৫ মার্চ শুক্রবার বিকালে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) মৌলভীবাজারের রাজনগর থেকে তাকে আটক করে। আটক দুবাইপ্রবাসী খালেদ মিয়া রাজনগরের ইউসুফ মিয়ার ছেলে। ওইদিন সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে ওসমানী বিমানবন্দরে প্রেস ব্রিফিং করেন এপিবিএনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মফিজুল ইসলাম।

এপিবিএন জানায়, বুধবার সকালে আরব আমিরাতের শারজাহ শহর থেকে ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান সিলেটের কানাইঘাটের পাগু গ্রামের মো. জাকারিয়া। বিমানবন্দরের স্ক্যানিং মেশিনে তার একটি ব্যাগ রাখার পর আর পাননি। পরদিন বৃহস্পতিবার তিনি সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) বিমানবন্দর থানায় জিডি এবং পরে এপিবিএন বরাবর ব্যাগ উদ্ধার বিষয়ে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এপিবিএন সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে খালেদ মিয়াকে আটক করে। খালেদও একই ফ্লাইটে দুবাই থেকে সিলেট আসেন।

সিলেটে ছাত্রলীগে রাতভর উত্তেজনা সশস্ত্র মহড়া

সিলেট ডেস্ক: সিলেট নগরের অন্তত ১০-১২টি পয়েন্টে রাতভর ছাত্রলীগকর্মীরা সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। এ সময় জিন্দাবাজার এলাকায় দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ কর্মীরা পয়েন্টে থাকা দু'টি মোটরসাইকেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকজন কর্মীদের পিটিয়ে আহত করেছে। পরে অপর অংশের নেতারা নগরের দাড়িয়াপাড়া এলাকায় ছাত্রলীগের উপ-গ্রুপের একটি আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। রাতভর নগরে উত্তেজনা বিরাজ করায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। তবে ভোর পর্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ নগরে টহল দিয়েছে।

সিলেট ছাত্রলীগের কর্মীরা জানিয়েছেন- মেজরটিলা ছাত্রলীগ নেতা রুহিতকে ঘিরেই নগরে এই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আর এই উত্তেজনার মহড়ায় এসে শরীক হয় ছাত্রলীগের সব গ্রুপের কর্মীরা। তবে; কে কোন অংশের হয়ে মহড়া দিয়েছে সেটি বলা মুশকিল। কেউ কেউ বলেছেন; রাতে ভুল বোঝাবুঝির কারণে একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে মহড়া, শোডাউন দিয়েছে।

তারা জানিয়েছেন; ছাত্রলীগের মেজরটিলা গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতা মুজিবুর রহমান রুহিত টিলাগড় থেকে পূর্বদিকের পরিচিত নেতা। সে স্থানীয় কাউন্সিলর ও জেলা যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলমের ভাগ্নে। মেজরটিলায় রুহিতের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একটি বলয় রয়েছে। তার সঙ্গে নগরের জল্লারপাড়ের পীযূষ গ্রুপের কর্মী রাশেদের বিরোধ ছিল। এই বিরোধের মধ্যে রাশেদ মেজরটিলা গ্রুপের নেতা রুহিতকে গালিগালাজ করে। এবং জিন্দাবাজার এলে দেখিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হওয়া রুহিত নগরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার এলাকায় নিজের আধিপত্য দেখাতে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহেল সিরাজ গ্রুপের নেতা পিয়াংয়ের সহযোগিতা চায়। জেলা ছাত্রলীগের রণজিত বলয়ের নেতারা এ ব্যাপারে রাহেল সিরাজ বলয়ের নেতাদের সহযোগিতা কামনা করেন। এই অবস্থায় শুক্রবার মধ্যরাতে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে জিন্দাবাজারে আসেন পূর্বাঞ্চলের নেতা রুহিত। জিন্দাবাজারে তাকে সঙ্গ দেন ছাত্রলীগ নেতা পিয়াং সহ কয়েকজন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে তারা রুহিতকে সঙ্গে নিয়ে জিন্দাবাজার মোড়ে চা খেতে যান। এমন সময় খবর আসে ছাত্রলীগের সুরমা গ্রুপের নেতা জনি শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে জিন্দাবাজার আসছে। একই সময় পীযূষ বলয়ের নেতা রাশেদ ও তার লোকজন জল্লারপাড় দিয়ে জিন্দাবাজার আসছিল। এই দু'পক্ষ জিন্দাবাজার পয়েন্টে আসার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে দু'টি মোটরসাইকেলে আগুন দেয়া হয়। প্রায় ২০ মিনিট দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ব্যবসায়ীরা ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করে দেন। পরে কোতোয়ালী থানা পুলিশের তিনটি দল এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন এসে মোটরসাইকেলে দেয়া আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে; এ ঘটনার পর তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে নগরে। সুরমা গ্রুপের কর্মীরা নগরের সুরমা মার্কেটের সামনে থেকে মহড়া শুরু করে। 'হঠাৎ' হামলা চালিয়ে গ্রুপের নেতা জনিকে মারধরের ঘটনায় তারা দলবদ্ধ হয়ে রাত দেড়টার দিকে জিন্দাবাজার আসে। ওই সময় ছাত্রলীগের আরেক বলয়ের নেতারা পূর্ব-জিন্দাবাজারে অবস্থান করছিলেন। সুরমা গ্রুপের কর্মীরা নগরের দাড়িয়াপাড়া এলাকায় গিয়ে হামলাকারী ছাত্রলীগ কর্মীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়। তাদের ধাওয়া করে ওই এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরে অবশ্য নগর ছাত্রলীগের একাংশের নেতারা পুরান মেডিকেল এলাকায় দাড়িয়াপাড়া থেকে বিতাড়িত নেতাদের নিয়ে মহড়া দিয়েছে। মীর্জা জাঙ্গাল এলাকা অবস্থান ছিল পীযূষ গ্রুপের কর্মীদের। আর রাহেল সিরাজের অংশের নেতারা পূর্ব-জিন্দাবাজারে অবস্থান করেন। সংঘর্ষের খবর শুনে তেলীহাওর ব্লকের নেতারাও নিজেদের এলাকায় অবস্থান নেয়। তাদের একটি গ্রুপর তালতলায়ও অবস্থান করে মহড়া দিয়েছে।

অন্যদিকে; জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুলগ্রুপের কর্মীরা নগরের টিলাগড় থেকে নাইওরপুল এলাকা পর্যন্ত মহড়া দিয়েছে। তারা কুমারপাড়া হয়ে শাহী ঈদগাহ্? পর্যন্ত মহড়া দেয়। নগরের জিন্দাবাজার, জল্লারপাড় সহ কয়েকটি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন- জিন্দাবাজারের ঘটনার পর রাতভর নগরে সশস্ত্র মহড়া হয়েছে। পয়েন্টে পয়েন্টে ছিল ছাত্রলীগ কর্মীদের অবস্থান। আবার কেউ কেউ মোটরসাইকেল নিয়েও মহড়া দিয়েছে।

এদিকে- ছাত্রলীগের উত্তেজনার মধ্যে রাতে নগরের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। জিন্দাবাজার এলাকা এসে তিনি ছাত্রলীগের মহড়া ও উত্তেজনার বিষয়টি দেখেন। এ সময় তিনি বিক্ষুব্ধ কর্মীদের একাংশের নেতাদের শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়ে নিজের বাসায় চলে যান। সিলেটের কোতোয়ালি থানার ওসি মো. মঈন উদ্দিন শিপন গতকাল বিকালে জানিয়েছেন- জিন্দাবাজার এলাকায় ধাওয়া-পালটা ধাওয়ার সময় একটি মোটরসাইকেল পোড়ানো হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় কোনো পক্ষই থানায় মামলা করেননি।

মৌলভীবাজার জেলা পরিষদ

অঢেল সম্পদের মালিক হিসাবরক্ষক তারেক

সিলেট ডেস্ক: মৌলভীবাজার জেলা পরিষদে যোগদানের পরই আলাদিনের চেরাগের সন্ধান পান তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী তারেক আহমদ চৌধুরী। সিলেট শহরে কিনেছেন ফ্ল্যাট, শ্রীমঙ্গলে বাগান। এর বাইরেও নিজের ও স্ত্রীর নামে রয়েছে এফডিআর ও ব্যাংক ব্যালেন্স। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. সাইদুর রহমানকে মারধর। অফিসে বসে ধূমপান। নারীদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক। জেলা পরিষদে একক আধিপত্য বিস্তারসহ নানা অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এমন সব অভিযোগের চিত্র।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ভুয়া বিল ভাউচার করে টাকা আত্মসাৎ, সরকারি অর্থ রাজস্ব কোষাগারে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ, ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ, জেলা পরিষদ অফিস, ডাকবাংলো ও অডিটোরিয়াম মেরামতের নামে ভুয়া প্রকল্প তৈরি সবই করেছেন তারেক আহমদ।

বর্তমান জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান যোগদানের আগ পর্যন্ত বেপরোয়াভাবে তিনি এসব অনিয়ম চালিয়েছেন। স্টাফদের কেউ তার অনিয়মের প্রতিবাদ করলেই মারধর করেন এবং চাকরিচ্যুতির হুমকি দেন। ইতোমধ্যে তিনি তিনজনকে মারধর করেছেন এবং একজনকে স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে বাধ্য করেছেন। যার কারণে ভয়ে কেউই মুখ খুলতে চান না। জানা যায়, ২০০৩ সালে তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সুপারিশে সহকারী হিসাবরক্ষক হিসাবে মৌলভীবাজার জেলা পরিষদে যোগদান করেন তারেক। জেলা পরিষদে যোগদানের পূর্বে তিনি ডিশলাইনের লাইনম্যান হিসাবে কাজ করতেন।

লন্ডন-সিলেট রুট বিমানে সীট খালি কেন?

বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই ফ্লাইট খালি আসা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানাভাবে যাত্রীরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছেন। সর্বশেষ গত ১৩ মার্চ বুধবার লন্ডন থেকে ঢাকাগামী একটি ফ্লাইটের (ড্রিমলাইনার-৭৮৭-৮০০) বেশির ভাগই সিট খালি আসায় এ নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করছেন অনেকে। প্রশ্ন উঠেছে সিট খালি থাকা সত্ত্বেও বুকড দেখানোর বিষয় নিয়ে।

তবে লন্ডনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কান্ট্রি ম্যানেজার যাত্রীদের এমন মন্তব্যের বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে দাবি করেছেন, প্রতি বছর রমজানের এই সময়টাতে ঢাকা থেকে লন্ডনের হিথ্রোগামী ফ্লাইটে যাত্রীর চাপ থাকলেও লন্ডন থেকে যাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকে। তবে মার্চ মাসের শেষের দিকে আবার ঢাকাগামী প্রতিটি ফ্লাইটের সিট ফুল হয়ে আসে।

গোলাম রাব্বানী নামে এক ব্যক্তি গত ১৩ মার্চ তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, বাংলাদেশ বিমানের লন্ডন টু বাংলাদেশ ফ্লাইটের (বিজি-২০২) গতকালের চিত্র! মাত্র ৬০ জন যাত্রী, ১৭০ সিট খালি। সব সিট ফাঁকা কিন্তু টিকিট করতে গেলে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং ফুল বুকড দেখায়! 'দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট তথা চোর বাটপারদের কারণে অন্য এয়ারলাইন্সের তুলনায় বিমানের টিকিট মূল্য সবসময় বেশি থাকে, প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা লোকসান গুনতে হয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, তথা বাংলাদেশ সরকারকে। বিমানের দুর্নীতিবাজদের লাগাম টানার, দেশের স্বার্থ দেখার কি কেউ নাই?' তার এমন ক্ষোভের পোস্টের নিচে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজের ভেতরের দু'টি ছবি পোস্টও করা হয়েছে। ওই ছবি দু'টিতে উড়োজাহাজের অধিকাংশ সিটই খালি দেখাচ্ছিল।

গোলাম রাব্বানীর পোস্টের সূত্র ধরে এর সত্যতা জানতে গত ১৫ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যার আগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লন্ডনে থাকা স্টেশন ম্যানেজার আহমদ রহমত খোদার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি প্রতিবেদকের পরিচয় পেয়ে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লন্ডনের কান্ট্রি ম্যানেজার ইরতেজা কামাল চৌধুরীর মোবাইল নাম্বার দিয়ে কথা বলার অনুরোধ করেন। পরে ইরতেজা কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রতিবেদককে বিমানের সিট ফাঁকা যাওয়ার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে দিনের ফ্লাইটের ছবিটি পোস্ট করা হয়েছে, সেটি মূলত গত বুধবারের লন্ডন-সিলেট-ঢাকা রুটের ফ্লাইটের দু'টি ছবি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের (ড্রিমলাইনার ৭৮৭-৮০০) হিথ্রো থেকে ঢাকাগামী ওই দিনের ফ্লাইটের ২৭১ সিটের মধ্যে মোট যাত্রী ছিলেন ৬৬ জন। এর মধ্যে ইকোনমি ক্লাসের ৬১ জন এবং বিজনেস ক্লাসের পাঁচজন। সিট ফাঁকা থাকার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কিছু কিছু সিজন আছে সেই সময়টাতে যাত্রী কম থাকে। তেমনি রমজানের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দেশে যাত্রী কম ট্র্যাভেল করে থাকেন। তবে আগামী ২২/২৩/২৪ মার্চ প্রতিটি ফ্লাইটের সিট ফুল বুকড আছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, এই পোস্টটা যিনি করেছেন তার পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি। তিনি এটি জেনে অথবা না জেনে করেছেন কি না জানি না, তবে সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না। তার মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সবার জন্য ওপেন। ওখানে সবাই কথা বলতে পারেন। বিমানের টিকিট বিক্রির সিস্টেম ও যাত্রীদের অনলাইনেও সিট (আসন) না পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লোকজন কেন যে আমাদের ব্লেম দেন তা বুঝি না। আমরা যথাসময়ে টিকিট বিক্রির জন্য অনলাইনে ছেড়ে দেই। এখানে আমাদের কি করার আছে? সিট খালি যাওয়া প্রসঙ্গে আরো বলেন, এই সময়ে ইউকে থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার ট্রেনড খুবই কম থাকে। এই মাসের পর আবার এপ্রিল মাসে স্টার হলিডেতেও স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। তাই ট্র্যাভেল কম করে মানুষ। তবে রিটার্ন (ঢাকা-লন্ডন) বেশি থাকে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার ইরতেজা কামাল চৌধুরী বলেন, ঢাকা-লন্ডন সরাসরি রুট কিন্তু প্রফিটেবল রুট। খরচের তুলনায় প্রফিট বেশি। কোভিডের পর আমাদের এই রুটে বিজনেসও বেড়েছে। বর্তমানে ঢাকা-সিলেট-হিথ্রো রুটে সপ্তাহের শুক্র, শনি, রবি ও বুধবার চলাচল করছে জানিয়ে তিনি বলেন, এই রুটে যত যাত্রী যাতায়াত করেন তার মধ্যে সিলেটের যাত্রীই থাকেন ৮০ শতাংশ। সূত্র : নয়া দিগন্ত

স্কীল্ড ওয়ার্কারদের জন্য সুখবর

থাকবেনা। নিজের ওয়ার্ক-পারমিটদাতা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত ঘণ্টা কাজ করে অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানে আরো ২০ ঘণ্টা কাজ করা যাবে। তবে ওয়ার্ক-পারমিটধারীকে তার ওয়ার্ক পারমিটদাতা প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকতে হবে। প্রথম প্রতিষ্ঠান ও দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান দুই জায়গা থেকেই সরকারকে ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে।

এদিকে একই নিয়মের আওতায় কাজের সুযোগ পাবেন কেয়ার ভিসায় আগত কর্মীরা। তারাও যে কেয়ার হাউসের অধীনে ভিসা নিয়ে এসেছেন সেখানে নির্ধারিত ঘণ্টা কাজ করার পাশাপাশি অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ২০ ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করার সুযোগ পাবেন।

সাম্প্রতিক সময়ে কেয়ার ভিসায় বাংলাদেশ থেকে আসা হাজার হাজার কর্মী নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ না থাকায় কঠিন সময় পার করছেন। এখন তারা ওই প্রতিষ্ঠানে কাজের পাশাপাশি অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানেও বাড়তি ২০ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন। অর্থাৎ, যিনি কেয়ার ভিসায় এসেছেন তিনি এখন চাইলে অতিরিক্ত ২০ ঘণ্টা রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, গ্রোসারী শপ কিংবা অন্য কোথাও কাজ করতে পারবেন।

যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মীসংকট দেখা দেওয়ায় সরকার ৪ এপ্রিল থেকে কাজের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

এছাড়াও, স্কীলড ওয়ার্কার যে প্রতিষ্ঠানের অধীনে ওয়ার্ক পার্মিট নিয়ে এসেছেন সেখানে তিনি যত ঘণ্টা চান বাড়তি কাজ করতে পারবেন। নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে ২০ ঘন্টার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়া, নিজের প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ঘণ্টা কাজ করার জন্য তাঁর ভিসাও আপডেট করতে হবে না।

এদিকে নতুন এই আইন ঘোষণার ফলে আশার আলো দেখছেন কেয়ার ভিসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্কীলড ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসা কর্মীরা। এখন তারা অতিরিক্ত ২০ ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ থাকায় নিজের লিভিং কষ্ট নির্বাহের পাশাপাশি দেশেও স্বজনদের সাহায্য করতে পারবেন।

ব্রিটেনে আসছে উড়ন্ত ট্যাক্সি

মন্ত্রণালয়ের ফিউচার অব ফ্লাইট অ্যাকশন প্ল্যানের অংশ হিসেবে এই প্রস্তাবকে সামনে আনা হয়েছে। এই প্রস্তাবনার অধীনে চালকবিহীন ট্যাক্সি বাস্তবে উড়তে পারে আগামী ছয় বছরের মধ্যে। যে পরিকল্পনা বা নকশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে কর্তৃপক্ষ তার অর্থ তারা প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চায়।

এর মধ্য দিয়ে বৃটেনের অর্থনীতিকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫০০ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বেসামরিক ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী অ্যান্থনি ব্রাউনি বলেছেন, এই পরিকল্পনা পরিবহন জগতে হবে বিপ্লবী। তিনি বলেন, কাটিং-এজ্ ব্যাটারি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই বিপ্লব ঘটানো হবে। আমাদের যে অবকাঠামো এবং নিয়মনীতি আছে তার অধীনেই এ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন, উড়ন্ত ট্যাক্সি থেকে জরুরি সেবা দেয়ার ড্রোন- পর্যন্ত সব খাতেই পরিবহনে নাটকীয়ভাবে এগিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করছে বৃটেন। এর ফলে মানুষের জীবনের মান উন্নত হবে। সমৃদ্ধ হবে অর্থনীতি। এই প্রস্তাবের অধীনে 'বিয়োন্ড ভিজুয়াল লাইন অব সাইটে' (বিভিএলওএস) ড্রোনগুলোকে উড়তে দেয়া হবে। ফলে এই খাত আকাশে অন্য বিমান চলাচলকে সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই তার কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে।

জননিরাপত্তাকে সমৃদ্ধ করতে ড্রোনের জন্য উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে অর্থনীতি ও সামাজিক সুবিধা অর্জন হবে। মন্ত্রী ব্রাউনি ব্রিস্টলে ভারটিক্যাল এরোস্পেস পরিদর্শন করেন। এ সময় অ্যাকশন পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, ব্রিস্টলে অবস্থিত ভারটিক্যাল এরোস্পেস হলো আকাশে উড়ন্ত ট্যাক্সি তৈরির বৃটিশ কোম্পানি। বর্তমানে তারা বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করছে। ভারটিক্যাল এরোস্পেসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্টিফেন ফিটজপ্যাট্রিক বলেন, সরকার এবং ব্যবসাখাত একত্রিতভাবে কাজ করে আমরা বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক সুবিধা অর্জন করতে পারি। এক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে কার্বন নির্গমন না করেই তা করা যায়।

আপনি কি আপনার প্রাপ্য সবগুলো বেনিফিট পাচ্ছেন?

আয় প্রতি মাসে ৩৮ শতাংশ বেড়ে ১,১৭০ পাউন্ডের বেশি হয়েছে। টাওয়ার হ্যামলেটসে বারায় দাবিবিহীন বেনিফিটের কিছু পরিসংখ্যান : ৫২ মিলিয়ন দাবিহীন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট। দাবিবিহীন চাইলড বেনিফিট ৬ মিলিয়ন পাউন্ড। দাবিবিহীন কাউন্সিল ট্যাক্স সহায়তায় ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড। দাবীবিহীন কেয়ারার্স এলাউন্স ১৩ মিলিয়ন পাউন্ড। দাবিবিহীন পেনশন ক্রেডিট ৯ মিলিয়ন পাউন্ড। আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য ১২ মিলিয়ন পাউন্ড অন্যান্য দাবিবিহীন সহায়তা, যার মধ্যে রয়েছে সস্তা গৃহস্থালি বিলসমূহ, বিনামূল্যে টিভি লাইসেন্স এবং বিনামূল্যে খাবার, ভিটামিন এবং আপনার বাচ্চাদের খাবার।

কেবিনেট মেম্বার ফর রিসোর্সেস এন্ড কস্ট-অব-লিভিং, কাউন্সিলর সাইদ আহমেদ বলেছেন, "অনেকে লোক সাহায্য চাইতে বিব্রত বোধ করতে পারে বা বেনিফিট দাবি করার ব্যাপারে একটা স্টিগমা বা কলঙ্কবোধ থাকতে পারে। আপনি যে বেনিফিট বা সহায়তা লাভ করার অধিকারী তা দাবি করতে কোন লজ্জা নেই। আমরা এখানে সাহায্য করতে এসেছি, তাই দয়া করে বেনিফিট দাবি করা থেকে বিরত থাকবেন না, কারণ এটি আপনার জীবনে একটি রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলতে পারে।"

'বেটার অফ ক্যালকুলেটর' ব্যবহার করে আপনি কী পাওয়ার অধিকারী তা যাচাই করা দ্রুত এবং সহজ। ক্যালকুলেটর আপনার পূর্বাভাসিত দাবির মাধ্যমে আপনার প্রাপ্য হতে পারে এমন অন্য যেকোনও বিষয়ে ব্যক্তিগতকৃত বেনিফিটের ব্যাপারে পরামর্শের পাশাপাশি নির্দেশিকা প্রদান করে। কাউন্সিলের রেসিডেন্ট সাপোর্ট আউটরিচ টিম মুখোমুখি সহায়তা প্রদান করে এবং একাধিক কমিউনিটি ভাষায় কথা বলে এবং বারা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে এই সুবিধা পাওয়া যায়। বেনিফিট চেকার এবং আরও অনেক কিছুর জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ফাঁস হতে পারে ডায়ানার গোপন চিঠি

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংগ্রাহকের কাছে থাকা সামরিক কিছু নথি সহ ৬৪টি চিঠির একটি বিক্রয় আসন্ন বলে মনে হচ্ছে। পরিকল্পিত এই বিক্রয়টি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাস-ভিত্তিক নিলামঘর 'হেরিটেজ অকশনের' দ্বারা সারিবদ্ধ করা হয়েছে। সংগ্রহটির ভিত্তিমূল্য হিসেবে ১০ লাখ ডলারের একটি ট্যাগও দেখা গেছে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, সংগ্রাহক চিঠিগুলো প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারেন। গোপন প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার পর ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে হিউইটের উদ্দেশে এই চিঠিগুলো তৎকালীন প্রিন্সেস অব ওয়েলেস (ডায়না) লিখেছিলেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে ৬৫ বছর বয়সী সাবেক সেনা কর্মকর্তা হিউইট অতীতে ৫ লাখ পাউন্ড ঋণের জন্য ওই চিঠিগুলো একাধিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত রাখতে চেয়েছিলেন। এই অফার নিয়ে তিনি সে সময় লন্ডনের শীর্ষ নিলাম সংস্থা বোনহ্যামস এবং সোথেবির কাছেও গিয়েছিলেন। তবে উভয় প্রতিষ্ঠানই রাজকীয় নথি বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিল।

তবে বিতর্ক এড়াতে বনহ্যামস নিলামঘর সে সময় কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠিগুলো হস্তান্তর করার পরামর্শ দিয়েছিল। সম্ভবত এরপরই চিঠিগুলো ডালাস-ভিত্তিক হেরিটেজ নিলামঘরের হাতে পৌঁছায়। শুরুর দিকে নিদর্শনগুলো বিক্রি করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না বলে জানিয়েছে হেরিটেজ নিলামঘর। তবে গত জানুয়ারিতে এই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন এসেছে।

বিক্রয় আসন্ন দাবি করে একটি সূত্র দ্য সান পত্রিকাকে জানিয়েছে, বড় অঙ্কের ভিত্তি মূল্য ডায়ানার স্মারকগুলোর প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের একটি প্রমাণ। কারণ নেটফ্লিক্সের সিরিজ 'দ্য ক্রাউন' এবং তাঁর ছেলে উইলিয়াম এবং হ্যারির মধ্যে চলমান বিবাদ থেকে এই আগ্রহের পারদ আরও বেড়েছে।

সমালোচকরাও মনে করেন রাজপরিবারে বর্তমান অনিশ্চয়তা চিঠিগুলোর প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তবে ইতিপূর্বে এই চিঠিগুলোর বিক্রয় চেষ্টাকে ডায়ানার স্মৃতির 'চূড়ান্ত অপমান' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন রাজকীয় বিশেষজ্ঞ ইনগ্রিড সেওয়ার্ড।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ভিক্ষুক, আয় ১০ লাখ

হাতে এসে পড়তে থাকে দু-দশ রুপি। এভাবেই ১০-১২ ঘণ্টা জায়গা বদলে বদলে দাঁড়ালে সারা দিনে দু-আড়াই হাজার রুপি হয়ে যায়। মাস গেলে ৭৫০০০ রুপি। আর বছরে ৯,০০,০০০ রুপি, তথা প্রায় এক লাখ রুপি।

বছরে ৯ লাখ রুপি আয়! টাকার অঙ্কটা বেশ ভদ্রস্থ! কিন্তু ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসের ওই বাড়ানো হাতের মালিক কোনো কর্পোরেট চাকুরে নয়। যদিও মুম্বইয়ের প্যারেলের মতো এলাকায় তার দেড় কোটি রুপির একটি ডুপ্লে ফ্ল্যাট আছে। মুম্বইয়েই আছে দু'টি দোকানঘরও। মাস গেলে সেখান থেকেও ভাড়া হিসাবে আসে ৬০ হাজার রুপি।

নাম ভারত জৈন। ছোটবেলায় অর্থের অভাবে পড়াশোনা হয়নি। আর পড়াশোনার অভাবে জোটেনি চাকরি। বাধ্য হয়েই ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করেছিলেন। এখনও সেটাই পেশা তার।

স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বাবা এবং ভাইকে নিয়ে এখন ভরা সংসার ভরতের। নিজে পড়াশোনা না করলেও ছেলেমেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়াচ্ছেন। তারা অবশ্য কনভেন্টে শিক্ষিত। ভরত নিজে এখন সাড়ে সাত কোটি রুপির সম্পত্তির মালিক। কিন্তু তার পরও ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়েননি।

এক সংবাদ সংস্থাকে তার পরিবার জানিয়েছে, তারা নিজস্ব ব্যবসাও শুরু করেছে ইদানীং। মুম্বইয়ে একটি মনিহারি দোকান রয়েছে তাদের। ভালো বিক্রিবাটাও হয়। ভরতকে তাই বহবার ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিতে বলেছেন তার পরিবারের সদস্যেরা। কিন্তু তাতে কান দেননি ভরত। উলটো বুঝিয়েছেন, ভিক্ষাবৃত্তিতে ঝুঁকি কম, মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতাও অনেক বেশি!

গাজায় দেখা দিয়েছে চরম মানবিক সংকট

জীবন বাঁচাতে খাদ্য এখন বনের লতাপাতা

ঢাকা ডেস্ক, ১৫ মার্চ : দীর্ঘ পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরা চলা ইসরায়েলি নৃশংস আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের গাজায় চরম মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। ইসরায়েলি অবরোধের ফলে ওই উপত্যকায় খাদ্য সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এতদিন পশুখাদ্য খেয়ে জীবন নির্বাহ করলেও এখন তাও ফুরিয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে বন্য লতাপাতা খেয়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন গাজার মানুষ।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে গাজাবাসীর দুর্বিসহ জীবনের এই গল্প।

জানা গেছে, চলতি মাসের (মার্চ) শুরু থেকে গাজার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা হাজেম সাঈদ আল-নাইজির পরিবার পশুপাখির খাবার খেয়ে কোনওমতো জীবন বাঁচিয়ে রাখছিল। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর সেই খাবারও শেষ হয়ে গেছে। এখন তার পরিবার বন্য লতাপাতা খেয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে।

গণমাধ্যমকে হাজেম সাঈদ বলেছেন, “দুর্ভাগ্যবশত পশুপাখির খাবারও শেষ হয়ে গেছে। বাজারে এখন আর এটি পাওয়া যাচ্ছে না।”

জানা গেছে, গাজায় খাদ্য সংকট এতটাই তীব্র হয়েছে যে, পশুপাখি যেসব খাবার খায় সেসব খাবার খাওয়া শুরু করেন মানুষ। এছাড়া পরিবহন কাজে ব্যবহারের জন্য লালন-পালন করা ঘোড়াও জবাই করে খান তারা। এখন এই খাবারও শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হওয়া বন্য লতাপাতা খাচ্ছেন তারা।

হাজেম সাঈদ গত নভেম্বরে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসে চলে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন তার ৬ বছর বয়সী ছেলেকে।

তার স্ত্রী এবং অন্যান্য সন্তানরা উত্তরাঞ্চলেই রয়ে যায়। যদিও তার স্ত্রী এদিকে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলি সেনাদের বাধার মুখে আসতে পারেননি। এছাড়া রক্তজনিত সমস্যা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আরেকবার এই কঠিন পথ পাড়ি দিতে চাননি তিনি।

এরপর থেকে স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানদের কাছ থেকে আলাদাই থাকছেন হাজেম সাঈদ। খান ইউনিসে নিজ ছেলে ও অন্যান্য এতিম শিশুদের দেখাশুনা করছেন তিনি।

সাঈদ বলেছেন, “আমার স্ত্রী আর সন্তানরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বন্য লতাপাতাও শেষ হয়ে আসছে। এগুলোও হয়ত এক সময় ফুরিয়ে যাবে।”

বান্ধবীকে বিয়ে করলেন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ মার্চ : দীর্ঘদিনের সঙ্গী সোফি অ্যালোয়াশেকে বিয়ে করলেন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং। যিনি দেশের প্রথম সমকামী নারী সংসদ সদস্য। পেনির (৫৫) থেকে সাত বছরের ছোট সোফি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে বিয়ের পোশাকে এবং ফুলের তোড়া হাতে তার এবং সোফির একটি ছবি পোস্ট করে ওং লেখেন- ‘আমরা আনন্দিত যে আমাদের অনেক পরিবার এবং বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে এ বিশেষ দিনটি ভাগ করে নিতে পেরেছে।’

দ্য সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের খবরে বলা হয়েছে, পেনি এবং সোফি প্রায় দুই দশক ধরে একসঙ্গে রয়েছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী অ্যাডিলেডের একটি ওয়াইনারিতে বিয়ে করেন তারা। ওং সেনেটে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। সোফি ও পেনির দুই মেয়ে- অ্যালকজান্দ্রার বয়স ১১ এবং হানার বয়স ৮ বছর। আইভিএফ পদ্ধতির মাধ্যমে দুই কন্যার জন্ম। পেনি ওং ২০০২ সাল থেকে একজন লেবার সিনেটর, যিনি প্রথম এশীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়ান মন্ত্রিসভা পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

নির্বাচিত না হলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে: ট্রাম্প

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত না হতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।

শনিবার ওহাইও অঙ্গরাজ্যে একটি নির্বাচনি প্রচারে অংশ নিয়ে তিনি এমন হুশিয়ারি দেন। তবে রক্তের বন্যা দিয়ে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলার মধ্যে তিনি ওই হুশিয়ারি বার্তা উচ্চারণ করেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘নভেম্বরের ৫ তারিখটা মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, এটা আমাদের দেশের ইতিহাসের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

৭৭ বছর বয়সি ট্রাম্প এ সময় বাইডেনকে মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তার সমালোচনা করে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, চীন মেক্সিকোতে গাড়ি বানিয়ে তা আমেরিকাতে বিক্রি করছে। আমি নির্বাচিত হলে তারা এটি করতে পারবে না। আমি যদি নির্বাচিত না হই তাহলে দেশজুড়ে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে।

চলতি বছরের নভেম্বরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এ নির্বাচনে নিজ নিজ দল ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টি থেকে নিজেদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা নিশ্চিত করেছেন জো বাইডেন ও ট্রাম্প। নির্বাচনি প্রচারে ট্রাম্প বাইডেনের অভিবাসন নীতির সংস্কারের বিষয়টিতে জোর দিচ্ছেন।

বিশ্বজুড়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ মার্চ : বিশ্বজুড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব। এক মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এই কথা বলা হয়েছে। আন্তঃদেশীয় চ্যালেঞ্জ ও আঞ্চলিক সংঘাত এর অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে চীন, ইরান ও রাশিয়া বর্তমান আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। একই সঙ্গে ইউক্রেনে রুশ অভিযান ও ফিলিস্তিনির গাজায় হামাস ও ইসরাইলের সংঘাত বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চাভিলাষী ও উদ্বিগ্ন চীন, সংঘাতপ্রবণ রাশিয়া, আঞ্চলিক কিছু শক্তি যেমন ইরান এবং আরো সক্ষম কিছু অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী বিশ্বব্যবস্থার নিয়মনীতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে।

একই সাথে বিশ্বব্যবস্থায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এর পেছনে চীন, রাশিয়া ও ইরানের মতো শক্তিধর কয়েকটি রাষ্ট্রের নাম জড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে রাশিয়া যখন যুদ্ধে লিপ্ত, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাবিষয়ক সহায়তা দিয়ে মস্কোর পাশে দাঁড়াচ্ছে চীন। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ছে। রাশিয়ায় সামরিক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, চীন থেকে এরকম সব পণ্যের রফতানি ২০২২ সাল থেকে তিনগুণ বেড়েছে।

ভোরে গাজায় ইসরাইলি বিমান হামলায় নিহত ২০

ঢাকা ডেস্ক, ১৯ মার্চ : ফিলিস্তিনের রাফাহ এবং গাজা উপত্যকার কেন্দ্রীয় অংশে ভোরে বিমান হামলায় চলিয়েছে ইসরাইল। এতে ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও বহু ফিলিস্তিনি।

মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) ভোরে ইসরাইল এই হামলা চালায় বলে নিশ্চিত করেছেন ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাফাহ এবং গাজা উপত্যকার কেন্দ্রীয় অংশে ইসরাইলি বিমান হামলায় মঙ্গলবার ভোরে ২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মিসরীয় সীমান্তের কাছে দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং অ্যাপার্টমেন্টে ইসরাইলের চালানো হামলায় ১৪ জন নিহত এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

গাজা উপত্যকাজুড়ে ইসরাইলি হামলার কারণে বাস্তুচ্যুত ১০ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি বর্তমানে এই শহরটিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

এছাড়া মধ্য গাজা উপত্যকার আল-নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরের একটি বাড়িতে পৃথক বিমান হামলায় আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন বলে চিকিৎসা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে গাজা শহর থেকে প্রায় ১৪ কিমি (৮.৬ মাইল) দক্ষিণে মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ শহরে বজ্রপাতের সঙ্গে বিস্ফোরণের মিশ্র শব্দ এবং বৃষ্টি তাঁবুর তৈরি ক্যাম্পে অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর দুর্দশাও আরও বাড়িয়ে দেয়।

দেইর আল-বালাহ শহর থেকে পাঁচ সন্তানের বাবা শাবান আবদেল-রউফ বলেছেন, ‘আমরা বজ্রপাত এবং বোমা হামলার শব্দের মধ্যে আর পার্থক্য করতে পারছি না। আমরা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতাম এবং (বৃষ্টি হতে) দেরি হলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম। আজ আমরা প্রার্থনা করছি যেন বৃষ্টি না হয়। বাস্তুচ্যুত মানুষ যথেষ্ট দুর্দশার মধ্যে রয়েছে।’

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজায় ইসরাইলের আক্রমণের ফলে এখন পর্যন্ত ৩১ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও প্রায় ৭৪ হাজার মানুষ।

এছাড়া ইসরাইলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

পরিশুদ্ধি অর্জনের মাস রমজান

মোঃ আশাফউদ্দৌলা

'সে বিজয়ী, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল'। (সূরা-আলা, আয়াত-১৪) আল কুরআনে ব্যক্তি পরিশুদ্ধতার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পরিশুদ্ধ ব্যক্তি মাত্রই সফল। সফলতার মানদণ্ড হলো পরিশুদ্ধতা। নিজেকে জাগতিক পাপরাশি থেকে মুক্ত করে সবসময় পবিত্র জীবন যাপনের নামই হলো পরিশুদ্ধতা। কুরআনের ভাষায়-পরিশুদ্ধ ব্যক্তিই সফল ব্যক্তি। মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে হলে আল্লাহ তায়ালার কুরআন দিয়ে করতে হবে। (সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে কুরআনের আয়াত দিয়ে মানুষের পরিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে) এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের মাস হলো রমজান মাস। মানবজাতিকে পরিশুদ্ধ করতে তাই কুরআন এবং রমজানকে গভীরভাবে বুঝতে হবে। বুখারির এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।'

মানুষ পরিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যা হলো সবচেয়ে বড় বাধা। আমরা সবাই মিথ্যাকে সবচেয়ে বড় পাপ বলেই জানি। মিথ্যা সব পাপের জন্ম দেয়। মিথ্যা ছেড়ে দিলে সব পাপ দূরে চলে যায়। ইসলামে মিথ্যাকে ভয়ঙ্কর কাবিরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর রোজা রেখে মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল বন্ধ না করলে সে রোজার কোনো দাম নেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদীদের সাথে সঙ্গ স্থাপন করতে বলেছেন। (সূরা তাওবা, আয়াত-১১৯)

অন্য এক হাদিসে আছে, 'আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সা: বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, সওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমি এর প্রতিদান দেবো। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে- আমি রোজাদার। যার কব্জায় মুহাম্মদ সা:-এর প্রাণ, তার শপথ, অবশ্যই রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের গন্ধের চেয়েও সুগন্ধী। রোজাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সক্ষাৎ করবে।' (বুখারি)

হাদিসে অত্যন্ত চমৎকারভাবে রোজাকে ঢাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে অশ্লীলতা, ঝগড়া-বিবাদ, গালি প্রতিরোধের উপায় বলা হয়েছে। রোজাদার ব্যক্তি কোনোভাবেই অশ্লীল কাজে জড়াবে না। ঝগড়া ও গালি এমনভাবে প্রতিরোধ করবে, সে মুখে বলবে- আমি রোজাদার। মেজাজের ভারসাম্য রক্ষায় হাদিসটি আমল করা আমাদের সবার জন্য অপরিহার্য।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- নবী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমজানে সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।' (বুখারি)

লাইলাতুল কদর হলো কুরআন নাজিলের রাত। আর এই মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ রাতটি আসে রমজান মাসের শেষ দশকে। সাইয়েদুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতেমুন্নাবিয়িন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। ইতেকাফকারীর জন্য লাইলাতুল কদর লাভ করা অত্যন্ত সহজসাধ্য। কারণ, তিনি এই রাতে মসজিদে অবস্থান করেন।

হাদিস অনুযায়ী ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় বিশেষভাবে লাইলাতুল কদরে ইবাদত ও সামগ্রিকভাবে পুরো রমজান মাসে সিয়াম পালন করলে মহান আল্লাহ তায়ালা অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। মানুষ সব গুনাহ থেকে মাফ পেয়ে গেলে সে পবিত্র হয়ে গেল। হজরত সাহল রাঃ থেকে বর্ণিত- নবী সাঃ বলেন, 'জান্নাতে রাইয়ান নামের একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোজা পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে ন। ঘোষণা দেয়া হবে, সিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে, যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে।' (বুখারি)

মানব জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হলো জান্নাত। মানুষ সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে মিথ্যা, ঝগড়া, গালি, অশ্লীলতার মতো বড় বড় পাপ থেকে পবিত্র হয়ে নিজেকে সারা রমজান মাসব্যাপী গড়ে তোলে। এই সংযম ও সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে পবিত্র ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে ওঠা বান্দার জন্য অপেক্ষা করছে যে জান্নাত।

মূলত রমজান মাসে হাদিসে উল্লিখিত বদ স্বভাব মিথ্যা বলা, গালি দেয়া, ঝগড়া করা, অশ্লীলতার পথে চলা পরিহার করার মাধ্যমে মানব চরিত্র এমন এক পবিত্রতার চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে যে ব্যক্তিত্ববোধের জন্ম হয়, পরবর্তীতে উন্নত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সব ক্ষেত্রে মিথ্যা পরিহার সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে অকল্পনীয়ভাবে সাহায্য করবে। অশ্লীলতার মতো সমাজবিধ্বংসী ভয়াল থাবা রুখে দিতে রমজানে সবার সিয়াম পালনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সুখময় করতে ব্যক্তি, পরিবার থেকে গালি ও ঝগড়ার মতো বদভ্যাস দূর করতে এই রমজানের সিয়াম পালনকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। এভাবেই কুরআন, রমজান ও সিয়ামের গভীর উপলব্ধি এবং অভ্যাস আমাদের সত্তাকে পবিত্র রাখবে সবসময়।

লেখক : ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

বিশুদ্ধ তওবায় জীবন বদলায়

হাসানুল বান্না অলি

আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা করলে তিনি তওবা কবুল করে জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, খাঁটি তওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপগুলো মোচন করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতগুলোয় প্রবেশ করাবেন। (সূরা তাহরিম-৮)।

হাদিসেও রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন তওবাকারীকে সুসংবাদ দিয়েছেন এই বলে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করবে গড়গড়া উঠার পূর্বে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (সহিহ আল জামে-৬১৩২)। খাঁটি তওবার মানে হলো প্রথম ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিজের গুনাহের স্বীকৃতি দেওয়া এবং কৃত গুনাহের জন্য অনুশোচনা করা। বিষয়টা ভাবতে সহজ মনে হলেও বাস্তবতা ভাবনার মতো সহজ কাজ নয়। গুনাহগুলোর জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে মাফ চাওয়া এবং দ্বিতীয়বার এমন গুনাহ না করার জন্য একনিষ্ঠতার সঙ্গে ওয়াদা করা এবং বিভিন্ন নফল নামাজ, নফল রোজা বা আর্থিক ত্যাগ কুরবানির মাধ্যমে নিজের গুনাহের কাফফারা আদায় করা।

পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সময়ের মধ্যে তওবা করতে হবে। কারণ তওবা করতে দেরি করাটাও পাপ। তওবা করার পর প্রথম কাজ হলো যেখানে থাকলে পাপ কাজে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন জায়গা ত্যাগ করা অর্থাৎ পাপের স্থান ত্যাগ করা। শুধু তাই নয় বরং যাদের সঙ্গে থাকলে বা চললে অথবা যারা পাপ কাজে সহযোগিতা করে তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে। মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, আন্তরিক বন্ধুরাই সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, মুত্তাকিরা ছাড়া। (সূরা যুখরুফ-৬৭)।

এমন জিনিস যে জিনিস নিজের কাছে থাকলে পাপ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ওইরকম জিনিসকে নষ্ট করে ফেলা। যদি নিজের কাছে কোনো হারাম জিনিস থাকে তাহলে তা যত দ্রুত সম্ভব নষ্ট করে ফেলা অথবা পুড়িয়ে ফেলা। হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহতায়ালা তার তওবা কবুল করবেন। (মুসলিম)।

তবে তওবার শর্ত হচ্ছে প্রথমত অতীত জীবনের সব গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার পাপ কাজে ফিরে না যাওয়ার সুদৃঢ় সংকল্প করা। আল্লাহতায়ালা বলেন, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) কর। (সূরা হুদ : ৩)।

প্রথমবার শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কোনো পাপ কাজ হয়ে গেলে তখন আমাদের সতর্ক হতে হবে কারণ, তেমনিভাবে আবার পরে পাপ কাজ সংঘটিত হওয়াটা স্বাভাবিক। মূলত বিষয় হলো যখনই কারও দ্বারা কোনো পাপ কাজ হয়ে যাবে, তখনই যদি সে জন্য অনুতপ্ত হয়, আল্লাহতায়ালার কাছে ওয়াদাবদ্ধ হয়-এ কাজ আর কখনো করবে না, তবে প্রতিবারই আল্লাহতায়ালা ক্ষমা করবেন। আমরা তার গোলাম, বান্দা, তিনি আমাদের প্রতিপালক। আমাদের কাজ হলো ভুল করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা আর আল্লাহতায়ালার কাজ হলো আমাদের ভুলগুলো মাফ করে দেওয়া।

পাপ যত বড় হোক, যত বেশি হোক, তার রহমত ও অনুগ্রহ দয়া ও ক্ষমার তুলনায় তা মোটেও বড় নয়। তখন তিনি কোনো বান্দাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। বান্দা যখন তাঁর কাছে তওবা করে ক্ষমা চেয়ে হাত বাড়ায়, তিনি তাতে অত্যন্ত খুশি হন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো। আমি তো আল্লাহতায়ালার কাছে দৈনিক একশবার তওবা করি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৭০২)।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেছেন, কেউ যখন নিজের সংশোধনের জন্য আগে বাড়তে চায় তখন তার প্রথম কাজ হলো পূর্ণরূপে তওবা করা। অর্থাৎ পেছনের সব পাপের জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে মাফ চাওয়া এবং ইসতেগফার করা।

বলা চলে তওবাই হচ্ছে আত্মসংশোধনের প্রথম এবং প্রধান সিঁড়ি। জীবনের গুনাহ মাফ করানোর একমাত্র রাজপথ হলো তওবা। এছাড়া ভিন্ন কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন অমার্জিত পাপীদের কথা লেখা আছে তেমনি লেখা আছে পাপহীন নবি-রাসূলদের সোনালি জীবনগাথা। এর মাঝে লেখা আছে আরও কিছু মানুষের কথা যারা অনেক মারাত্মক পাপ করেও আল্লাহর কাছে তওবা করেছে এবং তাদের তওবা কবুল হয়েছে। তারাই হলো আল্লাহতায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

সুতরাং পাপ মোচনের মহৌষধ হচ্ছে তওবা। মানুষ যতই পাপ করুক না কেন, সঠিক পন্থায় তওবা করলে তার পাপ মোচন হবেই হবে। তওবার দ্বারা মুমিনের অন্তর নিস্পাপ হয় এবং সে প্রবেশ করে অনাবিল শান্তির নিবাস জান্নাতে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, গুনাহ থেকে তওবাকারী নিস্পাপ ব্যক্তির মতো হয়ে যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪২৫০)।

সাহাবিরা হলো উম্মতের আদর্শ। তারা উম্মতের জন্য আকাশের তারাসম। তারাই যখন কোনো ভুল করতেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা তার থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেতেন এবং গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তারা অস্থীর হয়ে যেতেন। যতক্ষণ না এর থেকে ক্ষমার ঘোষণা পেতেন ততক্ষণ পাগলের মতো অস্থির হয়ে থাকতেন। তারা তাদের নিজেদের অপরাধ অকপটে স্বীকার করতেন এবং রাসূল (সা.)-এর দরবারে এসে তা প্রকাশ করতে কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে একটি হাদিসে তিনি বলেন, আমরা গণনা করে দেখতাম, আল্লাহ্র রাসূল এক বৈঠকে ১০০ বার এ বাক্য পাঠ করেছেন। হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও! আমার তওবা কবুল করো! নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। (সহিহ আবু দাউদ-১৫১৬)।

তওবা যেমন আমাদের পরকালকে সমৃদ্ধ করতে পারে ঠিক তেমনি আমাদের দুনিয়ার জীবনকেও সুন্দর করতে পারে। তাওবা কেবল পাপ থেকে মুক্তির জন্য নয় বরং তওবা আমাদের বিপদ ও সংকট থেকেও মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার। সহজ কথা, আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা করে কেউ যদি নিজের পাপগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে, চোখের পানি ফেলে কেউ যদি নিজেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত মানুষের তালিকায় জায়গা করে নিতে পারে, তবে স্বাভাবিকভাবেই সে আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে। আর আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দা যারা, তাঁর রহমত ও দয়া তাদের দুনিয়া-আখেরাত সর্বত্র ঘিরে রাখবেই। তাই যদি হয়, তবে আর ভাবনা কীসের! প্রয়োজন কেবলই পাপের অভিশাপ থেকে মুক্তির।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২২	৪:২০	৫:৫৫	১২:১২	৪:১৯	৬:২১	৭:৪০
শনিবার	২৩	৪:১৮	৫:৫৩	১২:১২	৪:২১	৬:২৩	৭:৪২
রবিবার	২৪	৪:১৫	৫:৫০	১২:১২	৪:২২	৬:২৪	৭:৪৩
সোমবার	২৫	৪:১৩	৫:৪৮	১২:১১	৪:২৩	৬:২৬	৭:৪৪
মঙ্গলবার	২৬	৪:১২	৬:৪৬	১২:১১	৪:২৫	৬:২৮	৭:৪৬
বুধবার	২৭	৪:০৯	৫:৪৩	১২:১১	৪:২৬	৬:২৯	৭:৪৭
বৃহস্পতিবার	২৮	৪:০৮	৫:৪১	১২:১১	৪:২৭	৬:৩১	৭:৪৯

একজন শিল্পীর মৃত্যু ও ইসলামে আত্মহত্যা

জামান শামস

দেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সাদি মহম্মদের ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে তার বাসার গান করার ঘরে। তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। পুলিশের ধারণা, আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন এই শিল্পী। সাদির ভাই শিবলী মহম্মদ নিউজ মাধ্যমকে বলেছেন, গত বুধবার সন্ধ্যা ৭টার পর কোনো একসময় মোহাম্মদপুরের বাসায় তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়।

মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক তদন্ত তোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'বাসায় যে ঘরে বসে সাদি মহম্মদ গান করতেন, সেখানেই তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গেছে। মনে হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।' এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সন্ধ্যা ৭টার পর কোনো একসময় ওই ঘটনা ঘটে। বাসার লোকজন ডাকাডাকি করে তার সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে লাশ ঝুলতে দেখে। পরে খবর পেয়ে রাত ৮টার দিকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

তিনি তার সব কৃতকর্ম নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছেন। সব মৃত্যুর পর আমরা বলি- ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন- নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তার ক্ষেত্রেও তাই বলি। কোনো মৃত ব্যক্তির বিষয়ে তার অন্তর্ধানের পর নেতিবাচক কিছু না বলাই উত্তম। কিন্তু বলার কথা হলো মানুষ কি নিজের মৃত্যুর ফয়সালা নিজে করতে পারে? নিজেই কি মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন বড় মায়া করে। তিনিই মানবকে জীবন দিয়েছেন, মরণও তাঁরই ইচ্ছাধীন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'বরকতময় তিনি (আল্লাহ) যাঁর হাতে রাজত্ব, তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে পরীক্ষা করবেন তোমাদের, কে তোমাদের কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী স্নেহশীল ক্ষমাময়।' (সূরা মুলক : ১-২)

মানুষ তার জীবন ও সম্পদের মালিক নয়; বরং কাস্টোডিয়ান বা আমানতকারী রক্ষক। মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আল্লাহর দেয়া জীবন, আল্লাহর দেয়া সময় বা আয়ু, আল্লাহর দেয়া সম্পদ, আল্লাহর দেয়া মেধা, আল্লাহর দেয়া সুযোগ ও সামর্থ্য; আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় পরিচালনা, প্রয়োগ ও ব্যবহার করা বা পরিচালনা করা। এসব নিয়ে তিনি দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করবেন এরপর আল্লাহর হুকুমে তার মৃত্যু হবে। তিনি পরকালের উদ্দেশ্যে রওনা করবেন। কবরে কিছুকাল অবস্থান শেষে আল্লাহ বিচার ব্যবস্থা কায়েম করবেন। সেখানে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব হবে।

প্রত্যেক আত্মহত্যার প্রধান দু'টি কারণ হলো- হতাশা ও ভুল প্রত্যাশা। মুমিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো হতাশাগ্রস্ত হন না। কারণ, তার জীবনের সব ভালো কাজের ফলাফল তিনি আল্লাহর কাছে পাবেন, এটি তার ঈমান ও বিশ্বাস। দুনিয়ায় ভালো কাজের সুফল বা স্বীকৃতি না পেলে তাতে ঈমানদারের আফসোস বা অনুতাপ হয় না। মন্দ কাজের জন্য ক্ষমা পাওয়ার চূড়ান্ত পরম ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তিকে চরমভাবে আশ্বস্ত করা হয়েছে। নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। (সূরা আলে ইমরান-১৯৫)

(হে রাসূল সা:) আপনি বলুন, (মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন) হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি (পাপ ও অপরাধ দ্বারা) অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব পাপ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়।' (সূরা জুমার-৫৩)

তাই সে ভুল করলে তওবা করে পবিত্র হয়ে নতুন জীবন শুরু করে; নিরাশ বা হতাশ হয় না।

আত্মহত্যার দ্বিতীয় কারণটি হলো ভুল প্রত্যাশা। এ কারণেও অনেকে আত্মহত্যা করে থাকে। যেমন কেউ ভাবল, এভাবে বা এই উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করলে এতে সে গ্লানি ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু এটি জানা জরুরি যে, কোনো মন্দ কাজ দ্বারা ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যেখানে আত্মহত্যাই মহাপাপ, সেখানে এই মহাপাপ সঙ্ঘটিত করে কীভাবে কল্যাণ লাভ করা যাবে? আল্লাহ তায়ালা বলেন- '(হে রাসূল সা:) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদের তাদের বিষয়ে সংবাদ জানাব? যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত! (তারা হলো) যারা দুনিয়ার জীবনে কর্ম প্রচেষ্টায় বিপথগামী হয়েছে; তথাপি তারা মনে করেছে তারা ভালো কাজ করছে।' (সূরা কাহাফ : ১০৩-১০৪)

আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করে কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে- '(তোমরা তোমাদের জীবন, সময়, সম্পদ, মেধা, যোগ্যতা, সুযোগ ও সামর্থ্য) আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না। আর উত্তম কর্ম ও দয়া করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মী ও দয়াশীলদের ভালোবাসেন।' (সূরা বাকারা-১৯৫)

আত্মহত্যা মূলত আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। কারণ, জীবন বিসর্জন দেয়া কোনো সমস্যার সমাধান নয়; কোনো সফলতাও নয়; বরং চরম ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা। এর দ্বারা কোনো কিছুই অর্জিত হয় না; বরং একূল, ওকূল- দুকূলেই সব কিছু হারাতে হয়। মানুষ কোনো কিছু ধ্বংসের জন্য নয়; বরং সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য। প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হলো জীবনের সুরক্ষা, সম্পদের সুরক্ষা, জ্ঞানের সুরক্ষা, প্রজন্মের পবিত্রতা বা বংশপরম্পরা সুরক্ষা এবং ধর্মীয় মানবিক বিধান বা মানবাধিকার সুরক্ষা। (মাকাসিদুশ শরিয়া)

ইসলামে আত্মহত্যার কোনো স্থান নেই। আল্লাহর নবী, রাসূল (সাঃ) আত্মহত্যা করার ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরদিন সে জাহান্নামের মধ্যে অনুরূপভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামে বিষ তার হাতে থাকবে, সে বিষ বারবার সে পান করতে থাকবে। আর কষ্ট পেতেই থাকবে। চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে, যে ব্যক্তি লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের মধ্যে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তার মাধ্যমে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।' (বুখারি-৫৪৪২, সুনানে নাসায়ি-১৯৬৪)

হজরত জাবের ইবনে সামুরা রা: থেকে বর্ণিত- এক ব্যক্তি ধারালো বস্তু দিয়ে আত্মহত্যা করল। তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'আমি এর জানাজা পড়ব না। (সুনানে কুবরা, নাসায়ি-২১০২, তিরমিজি-১০৬৮, ইবনে মাজাহ-১৫২৬) তবে আমাদের জন্য নির্দেশনা হলো, তার জানাজা পড়া হবে কিন্তু সমাজের কোনো বড় আলেম বা নেতৃস্থানীয় কোনো লোক জানাজায় অংশগ্রহণ করবে না। যেন অন্যরা তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে।

পৃথিবীর কোনো ধর্মই আত্মহত্যাকে সমর্থন করে না। সুতরাং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারতা যদি নিশ্চিত করা যায় এবং মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সমন্বয় যদি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তাহলেই কেবল এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারতার জন্য শুধু একাডেমিক কার্যক্রমই একমাত্র উপায় ভাবা উচিত নয়; বরং অন্যান্য মাধ্যমকেও কাজে লাগাতে হবে। যেমন- প্রত্যেক মসজিদের জুমার খুতবায়, কিংবা ওয়াজ-মাহফিলে এসব সামাজিক সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে তুলে ধরা জরুরি। সামাজিক ও ধর্মীয় নেতারা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোও যদি সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে তা আরো সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আত্মহত্যার প্রবণতা নিরসনে পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনের দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। কেউ একজন হতাশ বা বিষণ্ন হলে বন্ধুবিহীন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তাকে তখন বরং সবচেয়ে বেশি সঙ্গ দেয়া উচিত, তার কষ্টকাতরতা শেয়ার করা উচিত। একই সঙ্গে মুসলিম পরিবারের কেউ হলে এর মহৌষধ হলো সবর ও সালাত। বিপদাপদ ও বালামুসিবত থেকে পরিত্রাণের পথ সবর ও সালাত তথা নামাজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (সূরা বাকারা-১৫৩) তাই, চরমতম ধৈর্যের পরিচয় দিন, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত বাড়ান, সবসময় মুখে আল্লাহর জিকির করুন এবং দোয়ায় তার সাহায্য কামনা করুন। ইনশাআল্লাহ কোনো হতাশা, বিষণ্নতা আপনার চারপাশে জায়গা পাবে না।

আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দিন। আমিন।

লেখক : সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

বাইডেন সরকার কেন শিশু পরিবেশকর্মীদের বিরুদ্ধে

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ

আমাদের সবাইকে যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের চড়া মূল্য এখনই দিয়ে যেতে হচ্ছে; কিন্তু আজকের শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে আরও খারাপ পরিস্থিতি আরও দীর্ঘ সময় ধরে মোকাবিলা করে যেতে হবে। আমরা এখন যে পথে হাঁটছি, সে পথেই যদি হাঁটতে থাকি, তাহলে নিশ্চিতভাবে তাদের বাকি জীবনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে।

এ কারণে ২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এক দল আমেরিকান শিশু একটি মামলা রুজু করে দাবি করেছিল, যেকোনো সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কথা গুরুত্বসহকারে মাথায় রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পুরোদমে অনুভূত হওয়ার আগেই হয়তো আমি ভালোয় ভালোয় জীবন কাটিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু যে ২১ জন কিশোর-কিশোরী 'জুলিয়ানা ভার্সেস আমেরিকা' শীর্ষক মামলাটি রুজু করেছে, তাদের প্রত্যেককেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌলিকভাবে বদলে যাওয়া জীবন অতিবাহিত করতে হবে। তাদের ভবিষ্যৎ যখন নিশ্চিত ঝুঁকির মুখে পড়ে গেছে, সে অবস্থায় এই আমেরিকান ছেলেমেয়েদের পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলাটা কোনো কার্যকর বিকল্প হতে পারে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের শেষবেলায় এসে এখন শিশুদের হাতে এই মামলাই একমাত্র মুক্তির উপায়। তরুণদের উদ্বেগ ও বিষণ্নতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ানো জলবায়ু পরিবর্তন ইতিমধ্যে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এই ২১ কিশোর-কিশোরী সব আমেরিকানের জন্যই একটি নজির রেখে যাচ্ছে। সুপেয় পানি ও নির্মল বাতাসের একটি বাসযোগ্য জলবায়ু আমাদের সবার অধিকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে এই মামলাটিকে বিধি অনুযায়ী এগিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়ার বদলে তরুণ বাদীদের আদালতে আসার তীব্র বিরোধিতায় অনড় থাকতে দেখা যাচ্ছে।

মামলাটি করার পর গত ৯ বছরে বাদী ২১ কিশোর-কিশোরী এবং তাদের আইনি দলকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কমপক্ষে ১৪ বার মামলা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং বাদীরা প্রতিবারই নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেছে। এই তো গত মাসেই কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তমবারের মতো উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছে।

সাধারণ আইনি প্রক্রিয়ায় নিম্ন আদালতে কোনো মামলার শুনানি হওয়ার পর সেই আদালতে দেওয়া রায় উচ্চ আদালতে যায়। উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের সেই শুনানি ও রায় বিশ্লেষণ করে রায় দেন। কিন্তু সরকার চাইছে উচ্চ আদালত এই মামলায় নিম্ন আদালত কোনো ধরনের শুনানি গ্রহণ না করুক, সেই আদেশ দিক। সরকারের এই নতুন পদক্ষেপটি বিচারিক প্রক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করেছে। এই পদক্ষেপটি উন্মুক্ত আদালতে ২১ তরুণ-তরুণীর পেশ করা তথ্য-প্রমাণগুলোর শুনানি গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে।

মার্কিন সরকারের এই পদক্ষেপ বিভ্রান্তিকর। তাদের এ ধরনের পদক্ষেপের কারণে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের অন্যান্য আদালতে তরুণ প্রজন্ম একই ধরনের মামলা করতে আগ্রহী হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, অলাভজনক সংস্থা আওয়ার চিলড্রেনস ট্রাস্ট মন্টানার একটি আদালতে একটি মামলা করেছে।

এই 'জুলিয়ানা ভার্সেস আমেরিকা' শিরোনামের মামলাটি ইতিমধ্যে আইনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনো মামলার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে শুনানি গ্রহণ বন্ধে সাতটি পিটিশন হয়নি। মন্টানার আদালত বলেছেন, জলবায়ু সংকট দিন দিন গুরুতর হয়ে উঠেছে। বাস্তবতা হলো প্রতিদিন অধিকতর হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে এবং প্রতিদিন মার্কিন সরকার জীবাশ্ম জ্বালানিশিল্পে ভর্তুকি হিসেবে লাখ লাখ ডলার খরচ করছে।

এর জন্য আমাদের দ্বিগুণ ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। একদিকে আমাদের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে, অন্যদিকে অত্যন্ত দূষিত জ্বালানি দিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ খাতগুলো চালানো হচ্ছে বলে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত–উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের ক্ষতির মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে।

সমস্যা হচ্ছে সরকার শিশুদের সঙ্গে সমঝোতায়ও আসছে না, আবার মামলার কার্যক্রমকে এগোতেও দিচ্ছে না। সরকার শিশু-কিশোরদের কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য ৯ বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই মামলার ক্ষেত্রে সরকারের 'আমরা বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ করি না' বলে সরে থাকার নৈতিক সুযোগ নেই। কেননা এই মামলায় সরকার আসামিপক্ষ এবং সরকারের সলিসিটর জেনারেলের ক্রিয়াকলাপের দায় সরকারকেই নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিশুদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোই নৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং পরিবেশগতভাবে সবচেয়ে ভালো ফল বয়ে আনবে। তারা শুধু চায় সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয় বিবেচনা করুক। এটি একটি সরল-সোজা চাওয়া বলে মনে হচ্ছে। এরপরও যদি কোনো অদ্ভুত কারণে প্রশাসন মীমাংসা করতে না চায়, তাহলে অন্তত বিষয়টিকে বিচারের দিকে এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত।

আমাদের অবশ্যই এই ২১ জন শিশু-কিশোরের পাশে দাঁড়াতে হবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার বিলম্বিত হওয়ার সত্যিকার অর্থ দাঁড়াবে ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করা।

জোসেফ ই স্টিগলিৎজ: নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ও কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক।
স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনূদিত

বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন থামছে না কেন?

জোবাইদা নাসরীন

মৃত্যু সব সময় অনাকাঙ্খিত। যদি তা হয় আত্মহত্যা, তাহলে বাড়তি হাহাকার তৈরি করে। গত কয়েক দিনে দুটো আত্মহত্যার খবর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একজন প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী সাদি মহম্মদ, অন্যজন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্রী ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকা।

অবন্তিকা গত শুক্রবার রাতে কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করে। ফেসবুকে পোস্ট করা সুইসাইড নোটে সে লিখেছে–'আর আমি ফাঁসি দিয়ে মরতেসি। আমার উপর দিয়ে কী গেলে আমার মতো নিজেকে এতো ভালোবাসে যে মানুষ সে মানুষ এমন কাজ করতে পারে। আমি জানি এটা কোনো সলিউশন না কিন্তু আমাকে বাঁচতে দিতেসে না বিশ্বাস করেন। আমি ফাইটার মানুষ। আমি বাঁচতে চাইসিলাম! আর পোস্টমর্টেম করে আমার পরিবারকে ঝামেলায় ফেলবেন না। এমনিতেই বাবা এক বছর হয় নাই মারা গেছেন আমার মা একা। ওনাকে বিব্রত করবেন না। এটা সুইসাইড না, এটা মার্ডার। টেকনিক্যালি মার্ডার।'

অবন্তিকা তাঁর পোস্টে আরও লিখেছে–'আমি যদি কখনো সুইসাইড করে মারা যাই তবে আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী থাকবে আমার ক্লাসমেট আম্মান সিদ্দিকী, আর তার সহকারী হিসেবে তার সাথে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে তাকে সাপোর্টকারী জগন্নাথের সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলাম। আম্মান যে আমাকে অফলাইন-অনলাইনে থ্রেটের ওপর রাখত, সে বিষয়ে প্রক্টর অফিসে অভিযোগ করেও আমার লাভ হয় নাই। দ্বীন ইসলাম আমাকে নানানভাবে ভয় দেখায় আম্মানের হয়ে যে আমাকে বহিষ্কার করা ওনার জন্য হাতের ময়লার মতো ব্যাপার।'

অবন্তিকার আত্মহত্যার পরপরই সেদিন শিক্ষার্থীরা অবন্তিকার ঘটনার বিচার চেয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং তাৎক্ষণিক উপাচার্যের ক্ষমতাবলে উপাচার্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম শিক্ষার্থী আম্মানকে সাময়িক বহিষ্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলামকে সাময়িকভাবে চাকরিচ্যুত করেন। এটি খুব ভালো সিদ্ধান্ত ছিল। এর পরের দিনই অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় তাঁর মায়ের করা মামলায় সহপাঠী রায়হান সিদ্দিকী আম্মান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দ্বীন ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, এর আগে দুই পক্ষকে নিয়ে প্রক্টর অফিস বসেছিল। সেখানে অবন্তিকার বিরুদ্ধে জিডি করেছিল আম্মান এবং আরও কয়েকজন শিক্ষার্থী। দুই পক্ষের মীমাংসার শর্ত অনুযায়ী অবন্তিকার বিরুদ্ধে করা জিডি প্রত্যাহার করার কথা থাকলেও সেটি হয়নি বরং অবন্তিকাকে আরও হেনস্তা, ভয়ভীতি দেখানো শুরু হয়। প্রথম বর্ষ থেকেই তাকে উত্ত্যক্ত করা হতো। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে সে প্রক্টর অফিসকে জানিয়েছে; কিন্তু তারা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং ঘটনার পর থেকেই সহপাঠীরা অনেকেই ক্লাসে অবন্তিকার সাথে বসত না, কথা বলত না এবং নানাভাবে তাকে অপমান করত। তাদের এই অপমান এবং একঘরে করার কারণে সে হল ছেড়ে দেয় এবং আরেক ছাত্রীর সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়।

অবন্তিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংগঠনে সক্রিয় ছিল। তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ছিল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী খাদিজাতুল কোবরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটকের পর তার মুক্তির দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও সে সক্রিয় ছিল বলে জানা যায়। তা হলে তাকে কেন আত্মহত্যা করতে হলো? কারণ একটাই–এত অপমান, অসম্মান, ভয়ভীতি সে আর নিতে পারছিল না।

আসলে এই আত্মহত্যার পর্যায়ে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কী কী করতে পারত? প্রক্টর অফিসের অপরাধগুলো কী কী? দুই পক্ষের মীমাংসা হওয়ার পরও কেন সমঝোতার শর্ত অনুযায়ী জিডি প্রত্যাহার করা হলো না? সে ক্ষেত্রে প্রক্টর অফিসের ভূমিকা কী ছিল? কেন প্রক্টর অফিস থেকে অবন্তিকার আবেদনটি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন তদন্ত সেলে পাঠানো হয়নি?

যতদূর জানি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন তদন্ত সেল কার্যকর এবং বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম সেই সেলের একজন বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন। তাহলে কেন সেই সেলের কাছে অভিযোগটি পাঠানো হলো না? মেয়েটির নিরাপত্তার জন্য প্রক্টর অফিস কি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিল? কিংবা দুই পক্ষের কাউন্সেলিংয়ের কোনো ধরনের ব্যবস্থা কিংবা পরামর্শ দিয়েছিল?

কেন একজন শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীরা একঘরে করে রাখবে? কেন তাকে হেনস্তা করবে? এই হেনস্তার বিষয়ে অবন্তিকা কি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল? আমার জানামতে, প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়েই আচরণবিধি নিয়ে আইন রয়েছে। সেটিকে কি আমলে নেওয়া হয়েছিল?

শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেও অবন্তিকা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক নিপীড়ন সয়ে আসছিল। উপাচার্য যদিও তাৎক্ষণিক তাঁর এখতিয়ার অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছেন; আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে কোনো ধরনের যৌন হয়রানির ঘটনা প্রক্টর অফিস জানামাত্র উপাচার্যকে জানানো এবং যৌন নিপীড়ন তদন্ত সেলে পাঠানো। দ্বিতীয়ত, কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা। আমি নিশ্চিত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেটি হয়তো শিক্ষার্থীরা খুব বেশি আমলে নেয় না। কিংবা তাদের সেই সেবা গ্রহণ করার জন্য সেভাবে পরামর্শও দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিংয়ের বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আমলে নিতে হবে।

শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নয়; সহপাঠী কিংবা শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের ঘটনায় বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিছুদিন ধরে আন্দোলন চলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন বন্ধের লক্ষ্যে হাইকোর্ট ২০০৯ সালে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন অভিযোগ কমিটি তৈরি করার জন্য নির্দেশ দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে এ বিষয়ে কমিটি তৈরি হয়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার বড় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়–ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ, যৌন নিপীড়ন এবং সবশেষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এর জেরে আত্মহত্যার ঘটনার মৌলিক প্রশ্নটি সামনে এনেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলো কি তাহলে যৌন নিপীড়নের ঘটনাকে সামলাতে পারছে না? এর কারণ কী? বারবার কেন একই ধরনের ঘটনা ঘটছে?

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কী কী করতে পারে? প্রথমত যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনও যৌন নিপীড়ন অভিযোগ সেল গঠিত হয়নি, তাদের জন্য জরুরি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সেটি তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, সেই সেলের প্রচার এবং যৌন নিপীড়নবিষয়ক হাইকোর্টের নির্দেশনা শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশনের সময়েই পুস্তিকা আকারে দিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি (যেখানে কাউকে হেনস্তা, অপমান, হয়রানি এগুলো অপরাধ হিসেবে বিবেচিত) দিয়ে দেওয়া এবং এসব বিষয়ে সতর্ক করা, যেন কেউ কাউকে বুলিং না করে। এসব তাগিদ শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরও দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, অভিযোগকারীর নিরাপত্তা বিধান এবং মানসিকভাবে সমর্থন দেওয়াও প্রশাসনের কাজ। অভিযোগকারী যেন নিরাপদে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে কোনো হেনস্তার শিকার না হয়, সে ব্যবস্থাও প্রশাসনকে করতে হবে। অভিযুক্তের শাস্তির পাশাপাশি কাউন্সেলিং প্রয়োজন। জরুরি হচ্ছে, প্রতিটি নিপীড়নের ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর বিভিন্ন পক্ষের আলোচনা, সমালোচনা, পরামর্শ মনোযোগ সহকারে আমলে নেওয়া। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌন নিপীড়ন থামাতে পারছে না। পরামর্শ শোনার ক্লেশটুকুও কি করতে পারবে না?

ড. জোবাইদা নাসরীন: অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্র না চীন, এবারে কোন দিকে যাবে পাকিস্তান?

সিতারা নূর

৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) শাহবাজ শরিফকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এই নির্বাচনের পর তাঁকে একটি জোট সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বড় ধরনের কারচুপি, সেনা হস্তক্ষেপ ও বিলম্বিত ফল ঘোষণা–এসব অভিযোগে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কালিমালিপ্ত হয়েছে। পাকিস্তানের ছককাটা যে গণতান্ত্রিক ইতিহাস, সেখানে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম ও অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রায় সব কটি দলই পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

যা-ই হোক, নতুন সরকার দেশের ভেতরেই বিশাল রাজনৈতিক চাপে পড়তে চলেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নির্বাচনী প্রতীক কেড়ে নেওয়ার পর দলটির প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। জাতীয় সংসদে ৯৩টি আসন পেয়ে তাঁরাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামনের দিনগুলোতে পার্লামেন্টের ভেতরে ও রাস্তায়–দুই জায়গাতেই পিটিআই গরম করে রাখবে।

ক্ষমতাসীন পিএমএল-এনের জোটসঙ্গী পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) খুব হিসাবি সিদ্ধান্তে সরকারের কোনো পদ নেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। সামনে যে কঠিন চ্যালেঞ্জ, তার দায় যাতে না নিতে হয়, সেই চিন্তা থেকে তাদের এ সিদ্ধান্ত।

নড়বড়ে অর্থনীতি, অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি, নাজুক নিরাপত্তা–এ রকম অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত নতুন সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্রনীতিতে বাড়তি মনোযোগ সময় ব্যয় করা কঠিন।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুন সরকারের সামনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি চ্যালেঞ্জ আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ চ্যালেঞ্জটি হলো পাকিস্তানের কৌশল ও নীতিগত সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বেড়ে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।

পার্লামেন্টে অভিষেক ভাষণে শাহবাজ শরিফ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পাকিস্তান কোনো পরাশক্তির খেলার ঘুঁটি হবে না। শরিফ বোঝাতে চেয়েছেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান ঠোকাঠুকিতে পাকিস্তান কোনো পক্ষের দিকেই যাবে না। কিন্তু বলা যত সহজ, করা ততটাই কঠিন। কেননা, বৈশ্বিক দুই পরাশক্তির বৈরিতার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার কৌশলী জায়গা দ্রুত সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল যে চাহিদা, তা পূরণে চীনা সামরিক সহায়তা প্রয়োজন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও বিস্তৃত হওয়ায় পাকিস্তান তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চীনকে দরকার পাকিস্তানের।

বিপদের বিষয়টি বেশ কয়েকবারই দৃশ্যপটে হাজির হয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানে চীনের বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর (সিপিইসি) প্রকল্পটিকে চীনের পতাকাবাহী প্রকল্প বেলট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) অংশ বলে সমালোচনা করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে গিয়ে গত বছর উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। সে সময়ে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফোরাম অন ডেমোক্রেসি সম্মেলনে অংশগ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তান ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের ডেমোক্রেসি সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিয়েছিল।

পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী। বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর পাকিস্তানকে দেওয়া অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দ্রুত নিম্নগামী হয়েছে। অগভীর ও লেনদেনমূলক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়টি উপেক্ষা করলেও পাকিস্তানের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

এ কারণেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসলামাবাদের সম্পর্কের বৈষয়িক প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পরবর্তী ঋণের কিস্তি সময়মতো ছাড় করার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের নতুন সরকার ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্‌গ্রীব।

পাকিস্তানে নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ তুলতে বাইডেন প্রশাসনের আপাত যে অনীহা, সেটাকে পাকিস্তানে দেখা হচ্ছে, নতুন সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশের কৌশল হিসেবে। তবে পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও কিছুদিন আগের অবস্থানে থেকে যাবে।

কেননা, আগামী নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ কারণে আগামী কয়েক মাস ওয়াশিংটনের নীতির বড় ধরনের বদল হবে বলে মনে করা যায় না।

এই স্থিতাবস্থার সময়টা শরিফ সরকারের জন্য ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নেওয়ার একটা সুযোগ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের মানে এই নয় যে চীনের সঙ্গে পাকিস্তান তাদের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উপেক্ষা করতে পারবে।

আইএমএফের সঙ্গে পরবর্তী চুক্তি নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পাকিস্তানের জন্য জরুরি। কিন্তু পাকিস্তানের ভঙ্গুর অর্থনীতি স্থিতিশীল অবস্থায় আনতে গেলে খুব শিগগির চীনের অর্থনৈতিক সহায়তা লাগবে।

পর্বতসমান উঁচু মূল্যস্ফীতি, তলানিতে ঠেকা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল এবং ২০২৬-এর শেষ নাগাদ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ বাড়ানোর যে লক্ষ্যমাত্রা শরিফ সরকার নিয়েছে, তাতে চীনের আরও আর্থিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ পাকিস্তানের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।

এ কারণেই অনেকে মনে করছেন, এবারের মেয়াদে শাহবাজ শরিফের প্রথম বিদেশ সফর হবে চীনে। যদিও বিরোধী দলে যখন তিনি ছিলেন, সে সময় পিটিআই সরকারের প্রতি তার তীব্র সমালোচনা ছিল, পাকিস্তানকে ধীরে ধীরে চীনের প্রকল্পের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। নতুন সরকার চীনের সেই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলেই মনে হয়। উপরি হিসাবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে চাইবে পাকিস্তান।

অর্থনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাতে বিপুল যে চাহিদা, তা পূরণে চীনা সামরিক সহায়তা প্রয়োজন। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও বিস্তৃত হওয়ায় পাকিস্তান তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চীনকে দরকার পাকিস্তানের।

পাকিস্তানের অনেকে এখনো এই তর্ক তোলেন যে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যে পাকিস্তান এখনো সেতুবন্ধ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের বৈরিতা যেভাবে গভীর হচ্ছে, তাতে ১৯৭১ সালে হেনরি কিসিঞ্জারের বেইজিং সফরের মধ্যস্থতা করতে পাকিস্তান যেভাবে সফল হয়েছিল, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটা করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।

সে সময়ে পাকিস্তান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারকে বেইজিংয়ে নিতে পেরেছিলেন, তার কারণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শীতল যুদ্ধ চলছিল। চীন যাতে সোভিয়েতের ঘনিষ্ঠ না হয়, সেটা ঠেকাতেই যুক্তরাষ্ট্র বেইজিংয়ের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক করার পথ খুঁজছিল।

এ মুহূর্তে ইসলামাবাদের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কোনো একটি পক্ষকে ক্ষুব্ধ না করে বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে সম্পর্ক গভীর করে তোলা।

সিতারা নূর : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলফের সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের সহযোগী। আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

UK Government's New Extremism Definition Raises Concerns Over Targeting Muslims, Free Speech

By Salman Farsi

The UK government is set to introduce a new definition of extremism, which Communities Secretary Michael Gove announced. This definition targets groups or individuals promoting ideologies that foster intolerance, hatred, or violence, potentially undermining the country's democratic values. However, the broad scope of this policy has sparked worry among various groups about its impact on freedom of speech and the potential for it to target Muslim communities disproportionately.

The policy's introduction comes at a time when the Conservative Party is facing criticism over allegations of Islamophobia and its historical connections with far-right groups in Europe. This has led to fears that the new extremism definition could further alienate and scrutinise Muslim communities under the guise of national security.

High-profile figures, including the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, have expressed concern that the policy could infringe on religious freedoms and lead to increased social division. These concerns highlight the delicate balance between combating extremism and preserving individual liberties.

A new unit within the Department for Levelling Up, Housing and Communities will oversee the implementation of this definition, with plans to recruit counter-extremism academics to assist in identifying threats. This move underscores the government's commitment to addressing extremism but raises questions about the criteria used to define such threats.

Critics argue that the policy could serve as a tool for silencing dissent and limiting free expression, particularly among groups critical of the government. Some see the introduction of this definition as part of a broader trend towards authoritarianism, prioritising security over freedoms.

The policy's unveiling comes amidst a backdrop of the Conservative Party's engagements with far-right politics, including accusations of aiding European fascist groups and neglecting internal Islamophobia. These factors contribute to concerns over the sincerity and implications of the new definition of extremism.

As the UK prepares to implement this policy, the debate continues over how to effectively combat extremism without compromising the democratic values and freedoms that define British society. The government faces the challenge of ensuring its approach to extremism is fair, transparent, and respectful of the rights of all communities.

EU Criticizes Use of Starvation in Gaza Conflict

The European Union's foreign policy chief, Josep Borrell, has labelled the situation in Gaza as a "manmade" disaster, accusing starvation of being utilised as a weapon of war. This accusation comes amid ongoing hostilities between Israel and Hamas, which has left over 37,000 Palestinians dead.

A significant development in the conflict is the mobilisation of international efforts to deliver desperately needed food supplies to Gaza. A Spanish ship, loaded with 200 tonnes of food, embarked from Cyprus towards Gaza, signalling a desperate attempt to alleviate the dire humanitarian crisis unfolding in the territory. However, the United Nations has emphasised that sea routes cannot substitute the efficiency and necessity of land deliveries, which have been severely restricted.

For the first time in three weeks, a UN World Food Programme convoy managed to deliver food to northern Gaza through an Israeli military road. This aid is intended for 25,000 people, a drop in the ocean compared to the needs of Gaza's population, with the UN highlighting that at least 576,000 people in Gaza are on the brink of famine.

Israel has countered claims of causing food shortages by noting it has allowed aid through two southern crossings. However, Borrell's comments at the UN Security Council in New York stressed the inadequacy of these measures, pointing to the intentional closure of more viable land routes as the root of the crisis. His comparison of the situation in Gaza with the crisis in Ukraine underscores the gravity of using starvation as a strategy in conflicts.

The humanitarian situation in Gaza has reached a critical point, with the Hamas-run health ministry reporting deaths due to malnutrition and dehydration. Amidst these developments, the Spanish ship Open Arms, along with efforts by the World Central Kitchen (WCK) to construct a jetty for offloading aid, represents a glimmer of hope. Additionally, a US military ship is en route with equipment to build a temporary pier, which is unrelated to WCK's project.

In a parallel diplomatic effort, the UK's Foreign Secretary has called on Israel to open its port of Ashdod to facilitate seaborne aid deliveries to Gaza, highlighting the international community's push for immediate humanitarian interventions.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reaffirmed his commitment to the military campaign in Gaza, explicitly targeting Rafah, the city near Egypt's border. His statement emphasises the dual goal of neutralising threats while attempting to spare civilians from the conflict.

The ongoing war, which erupted following attacks by Hamas on southern Israel on October 7, has resulted in significant casualties and a humanitarian crisis. Despite international mediation efforts, a ceasefire remains elusive, with the humanitarian crisis in Gaza worsening by the day.

This situation underscores the complex interplay of military strategies, humanitarian efforts, and international diplomacy in resolving conflicts. The use of starvation as a weapon highlights the urgent need for a concerted global response to address both the immediate humanitarian needs and the underlying political tensions driving the conflict.

New Legislation to Overturn Wrongful Post Office Convictions

The UK government is set to introduce new legislation addressing the miscarriage of justice in the Post Office scandal, which wrongly convicted hundreds of sub-postmasters. Prime Minister Rishi Sunak announced that the law, expected to be enacted by the end of July, marks a significant step towards rectifying the injustices affected individuals face in England and Wales.

POST
OFFICE
OFFICE

Under this new law, scandal victims will have their convictions quashed, providing a much-awaited resolution to a saga that has devastated lives and livelihoods. Additionally, those wrongly convicted will be offered the option of a £600,000 settlement without the need for a formal claim, signalling the government's commitment to compensating those affected.

The scandal, stemming from flaws in the Post Office's Horizon IT system, led to more than 900 sub-postmasters being erroneously prosecuted for theft, fraud, and false accounting between 1999 and 2015. The new Post Office (Horizon System) Offences Bill is designed to clear the names of those prosecuted by the Post Office or Crown Prosecution Service, involved in Post Office business between 1996 and 2018, and convicted of relevant offences.

To address the scandal's wider impact, the government has also introduced the Horizon Shortfall Scheme. This scheme offers "enhanced" financial redress, including a fixed sum of £75,000, to sub-postmasters who compensated the apparent losses caused by the Horizon system from their own pockets but were not convicted or part of legal actions against the Post Office.

Sub-postmasters who have previously settled for less will be compensated to match the £75,000 threshold. Alternatively, they can opt to have their claims assessed through the usual scheme process, which imposes no limit on compensation.

ক্বরজে হাসানা পরিশোধে সাহায্যের আহবান

অংশ নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ২.১ মিলিয়ন পাউণ্ড। এর মধ্যে ৩শ’ হাজার পাউন্ড এসেছে ডনেশন থেকে এবং বাকি ১.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এসেছে করজে হাসানা থেকে। এই রামাদ্বানে ক্বরজে হাসানা পরিশোধে কমিউনিটির মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আসতে আহবান জানিয়েছেন মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ।

গত ১৮ মার্চ সোমবার ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং ও ইফতার মাহফিলে কমিটির নেতৃবৃন্দ এ আহবান জানান। এতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ, অনারারী সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমদ ও ট্রাস্টি ডক্টর আব্দুল্লাহ ফলিক। এসময় উপস্থিত ছিলেন মসজিদের হেড অব অ্যাসেটস এন্ড অপারেশন্স আসাদ জামান ও ট্রাস্টি মোহাম্মদ আব্দুল মালিক।

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরো জানানো হয়, আগামী ২৩ মার্চ শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত চ্যানেল এস টেলিভিশনে লাইভ ফান্ডরেইজিংয়ে অংশ নেবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ । ফান্ডরেইজিংয়ে তিন ক্যাটাগরিতে অ্যাপিল রয়েছে। মুসল্লার জন্য ৩০০ পাউন্ড, মেহরাবের জন্য ৩৬৫ পাউন্ড এবং ডোনার ওয়ালের জন্য জনপ্রতি ১০০০ পাউণ্ড। চ্যানেল এস-এর লাইভ ফান্ডরেইজিংয়ে অংশগ্রহণ করে বেশি করে দান করতে আহবান জানানো হয়।

প্রেস ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মসজিদের অনারারী সেক্রেটারি সিরাজুল ইসলাম হীরা। এতে তিনি বলেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদ পুর্ব লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির একটি প্রাণকেন্দ্র। শুধু নামাজের মধ্যেই এই মসজিদের কার্যক্রম সেবা সীমাবদ্ধ নয়, এখানে প্রায় ৩৩টি প্রজেক্ট পরিচালিত হয়। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সেবাগুলোর প্রয়োজন তার অধিকাংশই মসজিদ থেকে প্রদান করা হয়।

তিনি বলেন, পবিত্র রমজানে মুসল্লিদের সুবিধার্থে ইস্ট লন্ডন মসজিদ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মিশর থেকে আগত তিনজন বিখ্যাত হাফিজসহ মোট চারজন হাফিজ তারাবিহের নামাজ পড়াচ্ছেন। প্রতিদিন ১ হাজারের বেশি মানুষের মধ্যে ফ্রি ইফতার সরবরাহ করা হচ্ছে। আসরের নামাজের পর রমজান বিষয়ক আলোচনা চলছে। তাছাড়া রমজানের শেষ দশকে ই’তেকাফ ও জামাতে তাহাজ্জুদের নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে।

তিনি সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, রামাদ্বান আমাদেরকে একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় । ইফতারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা পারস্পারিক কুশল বিনিময় করতে পারি। প্রতি বছরই আমরা বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল আয়োজন করি এবং আমাদের বহুমুখী কার্যক্রমের আপডেট দিয়ে থাকি। সাংবাদিকগণ সারাবছর মসজিদের বহুমুখী কার্যক্রমের সংবাদ প্রচার ও প্রকাশ করে এই মসজিদের অগ্রযাত্রায় ভুমিকা রেখে থাকেন । ইস্ট লন্ডন মসজিদ ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ ও ধর্মীয় সেন্টার হওয়ার পেছনে সাংবাদিকদের ভুমিকা অগ্রগণ্য।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের বর্ণণা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, আজ থেকে ১১৪ বছর আগে ১৯১০ সালে ‘লন্ডন মস্ক ফাণ্ড’ গঠন করে ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৪১ সালে পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডের একটি ছোট্ট ঘরে শুরু হয় ইস্ট লন্ডন মসজিদের কার্যক্রম। পরবর্তীতে হোয়াইটচ্যাপেল রোডে একটি পোর্টাকেবিনে মসজিদটি স্থানান্তরিত হয়। একপর্যায়ে পোর্টাকেবিনটি ভেঙ্গে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় আজকের ইস্ট লন্ডন মসজিদ। সময়ের পরিবর্তের সাথে সাথে মসজিদটি আরো সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় লন্ডন মুসলিম সেন্টার। এরপর মহিলাদের নামাজের সুব্যবস্থা করতে ২০১৩ সালে প্রতষ্ঠা হয় মারিয়াম সেন্টার। মারিয়াম সেন্টারের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মধ্যখানে অবস্থিত সিনাগগ ভবনটি দেড় মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয়ে ক্রয় করা হয়।

এরপর মারিয়াম সেন্টারের নিচে অবস্থিত নামাজের মুল হলটি বামদিকে সম্প্রসারনের কাজ শুরু হয়। চলিত রমজানের আগে এই সম্প্রসারিত অংশ সাময়িক খুলে দেওয়া হয়েছে । ফলে আরো ১ হাজার মুসল্লি সহ সারা মসজিদে প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ একসাথে নামাজ পড়তে পারছেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রায় ৩৩টি প্রজেক্ট পরিচালিত হয়। যেমন জন্মের পর শিশুর আকিক্বা ও খৎনা করানোর ব্যবস্থা, আরবী শিক্ষার জন্য ইভনিং মাদ্রাসা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আল-মিজান প্রাইমারি স্কুল, সেকেন্ডারি শিক্ষার জন্য লন্ডন ইস্ট একাডেমি, লেখাপড়া শেষে জীবনসঙ্গী বেছে নিয়ে আল-এসহান ম্যারেজ ব্যূরো, বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজনে লন্ডন মুসলিম সেন্টার ভেন্যূ, বয়স্কদের সেবার জন্য ইএলএম সিনিয়র সিটিজেন্স ফোরাম, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ‘ফেইথ ইন হেলথ প্রজেক্ট, সর্বোপরি মৃত্যুর পর দাফন কাফনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রয়েছে তসলিম ফিউনারেল সার্ভিস। হাসপাতাল থেকে মরদেহ নিয়ে আসা, গোসল দেওয়া এবং জানাজা শেষে গোরস্থানে নিয়ে সমাহিত করার কাজ করে থাকে তসলিম ফিউনারেল সার্ভিস। সপ্তাহের প্রতিদিনই একাধিক জানাজা হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রতি শুক্রবার ৪/৫ জন মানুষের জানাজা ও দাফনকার্য সম্পাদন করে থাকে তসলিম ফিউনারেল সার্ভিস।

এছাড়াও, ইস্ট লন্ডন মসজিদে বছরে প্রায় শতাধিক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন। নবদীক্ষিত মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার জন্য রয়েছে ইসলাম অ্যাওয়ারনেস প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের মাধ্যেমে দুই মাস পরপর অপেনডে আয়োজন করা হয়। এই অপেনডে গুলোতে শতশত অমুসলিম অংশগ্রহণ করেন। ইসলাম সম্পর্কে তারা অনেক কিছু জানতে পারেন। মানুষের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কীভাবে অরো নতুন নতুন সার্ভিস চালু করা যায়-এ ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।

কেট-উইলিয়ামের মাঝখানে হাজির কে এই হানবুরি

সংসারে যে নামটি শোনা যাচ্ছে তিনি হলেন-লেডি রোজ হানবুরি।

এ বিষয়ে গত ১৮ মার্চ সোমবার গ্লামারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দ্য সান পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের জের ধরে রোজ হানবুরির উপাখ্যানটি শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের মার্চে। খবরটির বিষয়বস্তু ছিল এমন- “কেট মিডলটন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রোজ হানবুরির সঙ্গে মারাত্মক কলহে জড়িয়েছেন”।

সে সময় একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র দাবি করেছিল, উইলিয়ামের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জের ধরেই কেট এবং হানবুরির সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। উইলিয়াম অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন-হানবুরি এবং তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাতা স্বামী ডেভিড চলমন্ডেলির সঙ্গে স্ত্রী কেটের সম্পর্ক যেন ভেঙে না যায়।

এদিকে গত জানুয়ারিতে কেট মিডলটন চিকিৎসাজনিত কারণে লোকচক্ষুর আড়ালে গেলে একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বলা হচ্ছিল-কেট এবং উইলিয়াম দম্পতি বিবাহবিচ্ছেদের দিকে যাচ্ছেন। আর এই বিচ্ছেদের নেপথ্যে ঘি ঢালছে হানবুরির সঙ্গে উইলিয়ামের অবৈধ সম্পর্ক।

এই তত্ত্বটি নতুন করে সামনে নিয়ে আসেন মার্কিন টিভি উপস্থাপক স্টিফেন কোলবার্ট। গত ১২ মার্চে অনুষ্ঠিত একটি শোতে তিনি বলেছিলেন, কেট মিডলটনের লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা ব্রিটিশ রাজ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কেটের এমন আড়ালে থাকাকে তাঁর স্বামী এবং ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা উইলিয়ামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে বলেও মন্তব্য করেছিলেন কোলবার্ট। এ সময় তিনি ২০১৯ সালের গুঞ্জনটিকে আবারও সামনে টেনে আনেন এবং জানান, সেই সময়ের ট্যাবলয়েডগুলো অনুমান করেছিল যে-পরকীয়া সম্পর্কের বিষয়ে উইলিয়ামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন কেট মিডলটন। তবে উইলিয়াম তখন সেই অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

গত ১৬ মার্চ রাজপ্রাসাদের নতুন গুঞ্জন নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে বিজনেস ইনসাইডারও। তবে সেই নিবন্ধে গুঞ্জনের বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করা হয়েছে।

এদিকে গুঞ্জনের বিষয়ে মন্তব্য পাওয়া গেছে খোদ হানবুরির কাছ থেকেই। এ বিষয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খোলা হানবুরি বলেছেন-গুঞ্জনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৪০ বছর বয়সী সাবেক মডেল রোজ হানবুরি এবং তাঁর ৬৩ বছর বয়সী স্বামী চলমন্ডেলি বসবাস করেন উইলিয়াম এবং কেটের ‘আমনার হল’ গ্রামের বাড়ির কাছেই। ওই বাড়িটি কেট-উইলিয়াম দম্পতি প্রয়াত রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে রাজকীয় উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। হানবুরি এবং চলমন্ডেলি দম্পতিকে ব্রিটেনের প্রথম সারির অভিজাত দম্পতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেট-উইলিয়াম দম্পতির মতো তাঁদেরও দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান রয়েছে।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি পরিবারে ১৯৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রোজ হানবুরি। তাঁর দাদি লেডি রোজ ল্যাম্বার্ট ছিলেন বিয়ের সময় রানি এলিজাবেথের সহচরী। রাজপরিবারের সূত্রেই কেট মিডলটনের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন হানবুরি। অন্তত ২০১৯ সালের আগ পর্যন্ত তাঁদের এই সম্পর্ক অটুট ছিল।

সড়ক দুর্ঘটনায় নাট্যনির্মাতা জিএম ফুরুকের মৃত্যু

ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ১৬ মার্চ শনিবার রাত ১২টার দিকে ইলফোর্ড এলাকায় ইসলাম চ্যানেল অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি আহত হওয়ার পর রয়েল লন্ডন হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রায় চার ঘণ্টা অস্ত্রোপচার করার পরও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। গাড়ি চাপা দেওয়ার পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যান জিএম ফুরুখ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি লন্ডনে বসবাস করছিলেন। তিনি বেশ কিছু নাটক নির্মাণ করেছেন। তাঁর নির্মাণে সিলেটি আঞ্চলিক ভাষার কয়েকটি নাটক ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ‘স্বপ্নের বিলাত’, ‘রেড পাসপোর্ট’, ‘পার্টনার’, ‘ভীমরতি’, ‘ঘাম’, ‘স্বপ্ন ডাকাত’, ‘ব্রাদার্স হাউস’, ‘হরেক রকম ভালোবাসা’সহ বেশ কিছু নাটক নির্মাণ করেছেন তিনি।

গাজায় খাদ্য সংকটে ১১ লাখ মানুষ

মাসের মধ্যে সেখানে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। এদিকে দুর্ভিক্ষের এ পরিস্থিতির জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতির প্রধান জোসেপ বোরেল।

সোমবার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান হিউম্যানিটেরিয়ান ফোরামের দুইদিনের সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেওয়া এক ভাষণে এ অভিযোগ করেন বরেল।

দুর্ভিক্ষকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, গাজায় আমরা আর দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে নেই। আমরা এখন দুর্ভিক্ষের মধ্যে রয়েছি যা হাজার হাজার মানুষকে প্রভাবিত করছে। এই পরিস্থিতিকে ‘পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য’ বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে ইসরাইলি গণহত্যা ও আগ্রাসনে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে জানিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে এমনটা হয়েছে উল্লেখ করে সংস্থাটি বলছে, গাজায় মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা অনেক। ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে কাতর এই শিশুদের অনেকেরই শরীরে কান্না করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।

গেলো পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরাইলের বর্বর হামলায় গাজায় ১৩ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এর আগে গেলো বছরের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে ইসরাইলে এই দশকের সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান চালায় গাজার হামাস সরকার। এর পরপরই গাজায় গণহত্যা শুরু করে ইসরাইল। এ আগ্রাসনে ৩১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে।

এর পরপরই গাজায় হামলা শুরু করে ইসরাইল। শুধু আকাশপথে নির্বিচার বোমা হামলা নয়, গাজায় স্থল অভিযানও চালিয়ে আসছে দখলদার বাহিনী।

গাজায় চলমান এই গণহত্যায় ইসরাইলকে সরাসরি সহযোগিতা করতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানির মতো পশ্চিমা দেশগুলো। অন্যদিকে বাংলাদেশ, চীন, রাশিয়া, ইরানের মতো দেশগুলো এ গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

বৃটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS
SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

গাজায় খাদ্য সংকটে ১১ লাখ মানুষ

মে মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ: টানা পাঁচ মাসেও বেশি সময় ধরে চলা ইসরাইলি গণহত্যা ও আগ্রাসনের ফলে গাজা উপত্যকার উত্তরে মে মাসের মধ্যে দুর্ভিক্ষ শুরু হতে পারে এবং জুলাইয়ের মধ্যে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ সমর্থিত ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি। গত ১৮ মার্চ সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আইপিসি। খবর ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে চলমান সংঘাতের মধ্যে আটকা পড়েছেন প্রায় তিন লাখ মানুষ। এতে করে উপত্যকাজুড়ে অনাহারে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়ে ১১ লাখ হয়েছে। যা গাজার মোট জনসংখ্যার অর্ধেক।

আরও বলা হয়েছে, অপুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সম্ভবত গাজার উত্তরে দুর্ভিক্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং ক্ষুধা সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর হার শীঘ্রই বাড়তে পারে।

চলমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে চলতি মার্চ থেকে মে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রেস ব্রিফিং ও ইফতার মাহফিল

ক্বরজে হাসানা পরিশোধে সাহায্যের আহবান

২৩ মার্চ শনিবার চ্যানেল, এস লাইভ ফান্ডরেইজিং

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ ২০২৪: ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্প্রসারিত অংশ সাময়িক খুলে দেওয়ার পর অতিরিক্ত আরো ১ হাজার মুসল্লিসহ সারা মসজিদে প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ জামাতে নামাজ পড়তে পারছেন। এই সম্প্রসারিত

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সড়ক দুর্ঘটনায় নাট্যনির্মাতা জিএম ফুরুকের মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ২২ মার্চ ২০২৪ : লন্ডনে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন বাংলাদেশি নাট্যনির্মাতা জিএম ফুরুখ (ইন্না-লিল্লাহি

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আসুন, রমজানে মসজিদের পাশে দাঁড়াই

ইস্ট লন্ডন মসজিদ এখন আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। রমজানকে সামনে রেখে তৃতীয় এক্সটেনশন সাময়িক খুলে দেওয়ার পর অতিরিক্ত আরো ১ হাজার মুসল্লিসহ প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ জামাতে নামাজ আদায় করতে পারছেন। এক্সটেশন কাজে খরচ হচ্ছে ২.১ মিলিয়ন পাউণ্ড, যার মধ্যে ১.৮ মিলিয়ন পাউণ্ড এসেছে ক্বরজে হাসানা থেকে। আসুন, এই রমজানে মসজিদের পাশে দাঁড়াই।

২৩ মার্চ শনিবার চ্যানেল এস লাইভ ফান্ডরেইজিং অ্যাপিলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

শনিবার, ২৩ মার্চ ২০২৪
বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত
লাইভ অন চ্যানেল এস, স্কাই-৭৭৭

CHANNEL S
SKY 777

ইস্ট লন্ডন মস্ক
ডনেশন হটলাইন :
020 8523 1666

MUSALLAH £300
MIHRAB £365
DONOR WALL £1000

নিজে দান করুন। পরিবারের সদস্য ও বন্ধু-বান্ধবদের দান করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

EAST LONDON MOSQUE & LONDON MUSLIM CENTRE

DONATE TODAY!
ONLINE TELEPHONE POST

DONATE: HSBC | East London Mosque
Sc 40-02-33 | Acc 91681966

For more information
020 7650 3000

or visit us at
www.eastlondonmosque.org.uk

Find Us On

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk